ভাবসিন্ধু

কলিকাতা শীলস্ ফ্রী কলেজের হেড্ পণ্ডিত

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য-

প্রণীত

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং
ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

শাকুন্তলে।

কলিকাতা

২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্ন লেন,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ কৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩১৪

মূল্য— এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ভগবানের পাবন নাম ও তদীয় অলৌকিক শক্তি-গুণ-ক্রিয়াদির শ্রবণমঙ্গল-কীর্ত্তনমুখে, আমাদিগের পূর্ব্বতন পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষি ও কবিবৃন্দের প্রতিভাদিপ্রসূত ভাব-সঙ্ঘের সঙ্কলনাত্মক "ভাবসিন্ধু"-গ্রন্থের প্রণয়নকার্য্য ভগবানের কৃপায় সমাপ্ত হইল। ইহার দ্বারা আর্য্যকুলসমুদ্ভূত ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ মাননীয় কোবিদকুলের বাক্যপূজায় সেবা করিয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনই মদীয় উদ্যমের একমাত্র উদ্দেশ্য। এক্ষণে অদৃষ্টক্রমে এই উদ্দেশ্যের কতদূর সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া উঠিবে, তাহা জানি না ও বলা সুকঠিন। তবে যদি অভিপ্রেত সেবায় ভাবসিন্ধু দ্বারা তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনেরও কিয়দংশে চিত্ত বিনোদন করিতে পারি, তাহা হইলে এতদ্বিষয়ক সমগ্র শ্রম-যত্নাদির সম্পূর্ণ সুফল প্রাপ্ত হইলাম ভাবিয়া আমার অন্তরাত্মা পরম পরিতোষ লাভ করিবে।

আমাদিগের এতদ্দেশে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত ভাষা আর্য্যজাতির মধ্যে বহুদিন ধরিয়া প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। এখন ইহা যদিও আর চলিত ভাষা নহে, তথাপি আর্য্যজাতির অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারাবলী ও যাবতীয় দেবদেবীর পূজাদি কার্য্য সকল এই ভাষাতেই বিবৃত মন্ত্র-পাঠাদি দ্বারা অদ্যাপি সম্পাদিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতের উক্ত প্রকার গৌরব ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিপত্তি পরেও যে চিরকাল আর্য্যজাতির ভিতর প্রবলতররূপে বর্ত্তমান থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার প্রধান ও দেব-

সরস্বতী বলিয়া জগতীতলে প্রথিত। এই ভাষা আমাদিগের মাতৃভাষার জননী; মাতৃভাষায় কোন সন্দর্ভাদি প্রণয়ন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইহাঁরই গৌরবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলা, লোক-ব্যবহারবিৎ আর্য্যবংশপ্রভব সামাজিক ব্যক্তি-দিগের প্রধান কর্ত্তব্য বিষয়, এবং তাহার অকরণে বিশিষ্টরূপ প্রত্যবায় আছে, এই বিবেচনায় প্রত্যেক প্রস্তাবের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক প্রণয়ন দ্বারা সংস্কৃতের গৌরব রক্ষা করিয়াছি; আর যেরূপ আর্য্যবংশ্য অস্মদাদির প্রত্যেক কার্য্যের আদি, মধ্য ও অন্তে পবিত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তিত হয়, এই গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অন্তভাগে সেইরূপ সংস্কৃত শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাবসিন্ধুতে অবলম্বিত এই প্রণালী সহৃদয় আর্য্য-কুল-গৌরব আর্য্যাচার-নিষ্ঠ ভক্তি-পরায়ণ মহোদয় বিদ্বদ্‌বৃন্দের অরুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ প্রীতিপ্রদই হইবে, আমার এই ধারণা। এক্ষণে সেবার্থে লব্ধোদয় ও কৃতোদ্যম ভাবসিন্ধুকে সেবাবসর-প্রদানে তাঁহারা আমায় চরিতার্থ করেন, ইহাই তাঁহাদিগের সন্নিধানে আমার একমাত্র অনুনয়পূর্ব্বিকা অভ্যর্থনা। "যাচ্ঞা মোঘা বরমধি-গুণে, নাধমে লব্ধকামা"—ইতি মেঘদূতম্।

শ্রীপ্রসন্নকুমারশর্ম্মণঃ।

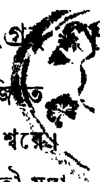
অশুদ্ধি-শোধন ও পাঠান্তরাদি।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধাদি	শোধন
৩	৯	স্থখ	সুখে
১৫	৮	এতেক ইত্যাদি স্থলে	এত বলি ন যযৌ ন তস্থৌ প্রায় হ'য়ে,
৪৭	৫	অনির্ব্বাচ্য প্রেম-অলোক-ভাব।	অনির্ব্বাচ্যতম প্রেমের ভাব (ভাব) অর্থাৎ সত্তা।
৫৭	২৭	(মুগ্ধ)	(মূঢ়)
৬২	১৯	অস্থির জীব,	অবশচিত্ত,
৮০	১৯	আত্মার	আত্মায়
৮১	২৬	মোৎপাদক	মোহোৎপাদক
৯৫	১৫	পিতা,	পরে,
৯৬	৬	আরম্ভিল	আরম্ভিলে
৯৬	৭	ব্যাপিল	ব্যাপিলে
৯৬	৮	প্রশান্ত	প্রশস্ত
১০৩	৭	করিল উত্তর ;—	দেয় প্রত্যুত্তর ;—
১২৫		রত্নবিধান	রত্ননিধান।
১৫২	৪	দীপ †-নির্ব্বাণ-চিন্তায়,	দীপ•-নির্ব্বাণ-চিন্তায়,
১৬৬	২০	ঔৎসুক্য	ঔৎসুক্য
১৮০	২৩	যুদ্ধ	যায়া
২৪০	৯	সমভাবে	সমভাগে
২৪৩	২৪	পর্য্যন্ত)	পর্য্যন্তে)

ভাবসিন্ধু।



প্রথমোচ্ছ্বাস—শীকরসংগ্রহ*



পদার্থশক্ত্যা পদবদ্বিরাজিতে
মনো মমোমাধবসংজ্ঞিতেশ্বরে।
সদাকৃতৌ বাপি নিরাকৃতৌ মুদা
বিনা বিশেষং তনু নৈষ্ঠিকীং রতিম্॥ †

* জলকণা সকলের সঞ্চয়।

† (উ) ভোঃ (মম মনঃ!) মে চেতঃ! (পদার্থশক্ত্যা পদবদ্বিরাজিতে বাচ্যেন সার্দ্ধং বাচকশব্দবৎ শক্ত্যা সুশোভিতে স্বস্বরূপভূতয়া হ্লাদিন্যা স্বলঙ্কৃতে, (সদাকৃতৌ) বিদ্যমানাকারে, সগুণে (অপি বা) অথবা (নিরাকৃতৌ) আকারবিহীনে নির্গুণে (মাধবসংজ্ঞিতেশ্বরে) শ্রীনাথরূপধারিণি বিষ্ণুস্বরূপে ঈশ্বরে ভাবতি। পক্ষান্তরে (মম মনঃ!) (উমাধবসংজ্ঞিতেশ্বরে) শক্ত্যা সুশোভিতে উমাপতিস্বরূপে উমাপতিস্বরূপমাশ্রিত্য শক্ত্যা উময়া সহ স্থিতে ঈশ্বরে শঙ্করে শঙ্করাখ্য ভগবতীতি তাৎপর্যাম্। (বিনা বিশেষং) পার্থক্যং পরিহৃত্য অর্থাৎ বিষ্ণ্বীশয়োরৈক্যং সম্ভাব্য, (মুদা) হর্ষেণ (নৈষ্ঠিকীং রতিম্) ঐকান্তিকীং ভক্তিম্ নিষ্কারণং প্রেম ইত্যর্থঃ (তনু) বিস্তারয়।

অয়ে আমার চিত্ত! তুমি শক্তিরূপ বাচ্যের সহিত বাচকশব্দের ন্যায় শক্তির সহিত সুশোভিত, সাকার বা নিরাকার যেরূপ ভাবধারীই হউন মাধবমূর্ত্তিধারী ভগবানে, অথবা উমাপতিরূপে প্রকাশমান ঈশ্বরে, ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিব এক ভাবিয়া, আনন্দে ঐকান্তিক প্রেম বিস্তার কর। এই সংসারে অনেক বৈষ্ণব শৈবমতের দ্বেষ্টা, অনেক শৈব-মতাবলম্বীও বৈষ্ণবমতের প্রতিপক্ষ; শাক্তদিগের মধ্যে ও অনেকে বৈষ্ণব ও শৈব এই উভয় মতেরই সম্পূর্ণ বিরোধী; অনেকে ভগবানের সাকার ভাবের পক্ষপাতী, ঈশ্বরের নিরাকার ভাবের প্রতি তাঁহাদিগের আস্থা মাত্র নাই; আবার অনেকে ভগবানের নিরাকার ভাবের নিরতিশয় প্রিয়, তাঁহারা ভগ-

স্মর তন্নামমাহাত্ম্যং পিব নামরসামৃতম্ ।
পঠ নাম-মহামন্ত্রং বাসনাবিষখণ্ডনম্ ॥

সাকার কি নিরাকার যে কোন স্বরূপে,
মাধবের রূপে কিংবা উমাপতিরূপে,
শক্তিসহ সুষমা-শোভিত ভগবান্,
পদার্থ-শক্তির সনে পদের সমান ;
এ হেন ঈশ্বরে সুখে মানস ! আমার
নির্ব্বিশেষে নিষ্ঠা-রতি কর হে বিস্তার ।
স্মরহ ত্বদীয় নামের মহিমা,
সেব নাম-রস সুধার প্রায়,
নাম-মহামন্ত্র পাঠ কর তুমি,
বিনাশে বাসনা-গরল যায় ।

বানের সাকার ভাবের উপর একবারেই হস্তাদর । মনঃ ! তুমি সেই সকল উপাসকদিগের মত ভেদবুদ্ধি ধরিয়া চলিলে ভগবদুপাসনার সর্ব্বাঙ্গীণ ফল-লাভে বঞ্চিত হইবে। তাই তোমায় শক্তির সহিত ঈশ্বরের সমগ্র ভাবমূর্ত্তি-তেই অভিন্নভাব-দৃষ্টিতে ঐকান্তিকী রতি বিস্তার করিতে উপদেশ দিতেছি । দ্বিজাতির সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রয়োগার্হ প্রণবের ন্যায় মাধবসংজ্ঞিত ভগবানেরই সর্ব্বকার্য্যে স্মরণ প্রশস্ততর ও শুভাবহ ; এইজন্য "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দম্" "সঙ্কটে মধুসূদনম্" ইত্যাদি স্থলে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নামের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে স্মরণের অনুষ্ঠানন্তরই "সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্" এই বলিয়া সর্ব্বকার্য্যে মাধবের স্মরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কারণেই এস্থলে মাধব-সংজ্ঞিত ভগবানে গাঢ় রতি করিতে বলিবার তাৎপর্য্য । আর উমাখ্য শক্তির সহিত উমাপতিসংজ্ঞিত মহেশ্বর ভক্তিপরায়ণ উপাসককে অভীপ্সিত বাগর্থ প্রদান করিয়া থাকেন । মনঃ ! তোমাকে ইহার পরেই বাগর্থ দ্বারা ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এইহেতু তৎপূর্ব্বেই তৎসংগ্রহে স্বদীয় প্রয়োজন বুঝিয়া শক্তির সহিত মহেশ্বরে গাঢ় রতি বিস্তার করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

চিত্ত-বিহগ-পাঠনা।

রাধাকৃষ্ণ, রাধাশ্যাম, পড় চিত্ত-পাখী,
এস তোমা যত্নে হিয়া-পিঞ্জরে রে! রাখি;
হরিবোল্ হরিবোল্ বল অনিবার,
দিব দুগ্ধ, দধি, সর, চণক, নীবার *।
কুণ্ডলিত শক্তি তুলি শ্রদ্ধাপুরঃসর,
মুক্তকণ্ঠে তারস্বর সহ দ্বিজবর
স্বস্থানে পড়েন বসি সুখ অবিরাম,†
আত্মার ভজনপাঠ হয়ে আত্মারাম;
হৃদয়-পিঞ্জর-ধন ওহে দ্বিজবর! ‡
ক্রমসূক্ষ্ম শীষ তুলি যত্নপুরঃসর,
স্বস্থানে বসিয়া সুখে হ'য়ে আত্মারাম,
মুক্তকণ্ঠে তারস্বর সহ অবিরাম,

---

* (নীবার) উড়িধান্য, বনমধ্যে স্বয়মুৎপন্ন ধান্য।

† (কুণ্ডলিত শক্তি) বলয়াকারা মূলাধারমধ্যগতা কুণ্ডলিনী শক্তি; (শ্রদ্ধাপুরঃসর) গুরুবেদান্তাদিবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় সহিত; (মুক্তকণ্ঠে) চক্রভেদরীতিতে ভিন্ন-কণ্ঠস্থ-বিশুদ্ধ-চক্র-ভাবেতে; (তারস্বর) প্রণবধ্বনি; (দ্বিজবর) উপনয়ন-সংস্কার-লব্ধ-পদ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; (স্বস্থানে) পৃথিবীর যে কোন স্থানে; যেহেতু মনুতে স্মৃত হইয়াছে—সমগ্র পৃথিবীই ব্রাহ্মণের নিজস্ব, তাঁহার আনৃশংস্য হেতু অপরে তাহা ভোগ করিতে পায়।

‡ (দ্বিজবর) অণ্ডজশ্রেষ্ঠ বিহগবর মনঃ! তুমি যখন আমার হৃদয়-পিঞ্জরের ধন হইয়াছ, তখন বর্ত্তমানে ত্বদীয় বিচরণের অনন্ত আকাশ, পত্র-পুষ্পফলাদিপূর্ণ শ্যামবর্ণ সুন্দর কানন, প্রেমের একান্ত আস্পদ সমপ্রাণ বিহঙ্গম জাতি প্রভৃতি আত্মার আরামপ্রদ কোন পদার্থই তোমার নিকটে নাই; অতএব তোমাকে (আত্মারাম) অর্থাৎ আপনাতেই আরাম যার এরূপ হইতে হইবে, তাই বলিতেছি।

আত্মার ভজনপাঠ বন্ধন-মোক্ষণ,
তুমিও পড় না মন! শুনি অনুক্ষণ *।
শিখ সখে! আত্মরতি, কর আত্মহিত,
আত্মনিষ্ঠ হও, মিশ আত্মার সহিত।
কি করিছ কিচিমিচি মিছামিছি ভাই!
আত্মগুণ গাও, শুনি শ্রবণ জুড়াই।
"কহ সখি কৃষ্ণ কথা" গাও না রে গান, †
আস্বাদিয়া মোক্ষফল জুড়াবে পরাণ;
"হরে কৃষ্ণ হরে রাম" পড় না যতনে,
"ওমা তারা তারা গো মা" বল না বদনে ‡।
বিষয়-কণ্টকময় অতিঘোর মরু,
চারিদিকে ফলে ভরা কালী-কল্পতরু;

* আত্মারাম হ'য়ে (স্বস্থানে বসিয়া) ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞা-চক্রে বসিয়া, মুক্তকণ্ঠে) অর্থাৎ গলা ছাড়িয়া, (তারস্বরে) উচ্চধ্বনি, (বন্ধন-মোক্ষণ) বন্ধ-মুক্তিপ্রদ।

† ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবদ্গীতায় কঠিনতর সাংখ্যবুদ্ধির কথা স্থূলতঃ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়া তল্লাভবিষয়ের বিশেষ উপযোগী সরল কর্ম্ম-যোগবুদ্ধির যেরূপ উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন, এস্থলেও সেইরূপ মনের প্রতি কঠিনতর আত্মভজন-বিধির উপদেশ দিয়া তল্লাভবিষয়ে বিশেষ অনুকূল সরল ক্রিয়া-যোগের উপদেশ "কহ সখি" ইত্যাদি দ্বারা আরব্ধ হইতেছে।

‡ সাধক কর্ম্মযোগের প্রারম্ভদশায় গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দানে পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সকলকে পূজা করেন; মন-পাখী! তুমি যখন তির্য্যক্ জাতি, তখন সে সকল বস্তু দ্বারা তোমার ও পূজা করিবার সম্ভাবনা নাই; অতএব তুমি কেবল বদনে "ওমা তারা" প্রভৃতি বলিয়া পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সকলের বাঙ্মাত্রে পূজাবিধি সম্পাদন কর। পরব্রহ্ম ভাবগ্রাহী; অতএব তিনি তোমার কেবলমাত্র বাচনিক পূজায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।

কল্পতরু ত্যজি কেন ধাও মরু-মুখে,
দুঃখের কপাল, তাই আস্থা নাই সুখে ;
ছাড় বিপরীত রীতি, হও রে সুবোধ,
উপদেশে দাও কাণ, রাখ অনুরোধ ;
কালী-কল্পতরু-গান গাও রে সুস্বরে,
শিব-শিব-গুরু-রবে ডাক না ঈশ্বরে।
মন-পাখী! বল কৃষ্ণ রাধা-কৃষ্ণ নাম,
বল পাখী! বৃন্দাবন কিবা সুখ-ধাম ;
নবঘনশ্যাম স্নিগ্ধ যমুনা-জীবন,
রাধাকৃষ্ণ-রাসকেলি কান্ত কুঞ্জবন,
ময়ূর ময়ূরী নাচে তমালে তমালে,
পথিশ্রান্তি হয় শান্তি রম্য বনমালে ; *
সুন্দর বিপিনে বাঁশী বাজায় কানাই,
শুনেছি লোকের মুখে, নিজে শুনি নাই,
সেই বেণুধ্বনি শুনি আভীরীর কুল,
গুরুভয় লাজভয় ত্যজি জাতি কুল
তৃষিত-নয়নে চায় বিপিনের পানে,
চায় তারা কৃষ্ণচন্দ্র-রূপ-সুধা-পানে ; †
চিনে না কুঞ্জের পথ, কোথায় বা যায়,
কোন্ কুঞ্জে মুরারি যে মুরলী বাজায়।

* (বনমালে), অনান্নতক্ষেত্রে, অথবা 'বনমালায়' এই শব্দস্থলে পদ্যে 'বনমালে' ব্যবহৃত হইয়াছে।

† (চায়) দৃষ্টিক্ষেপ করে, কৃষ্ণচন্দ্র-রূপ-সুধা-পানে কর্ম্মকারক। অথবা (চায়) প্রার্থনা করে (কৃষ্ণচন্দ্র-রূপ-সুধা-পানে) কৃষ্ণচন্দ্রের রূপলাবণ্যামৃত পান, অথবা কৃষ্ণরূপ চন্দ্রের সৌন্দর্য্যময় অমৃতপান।

আমিও তাদের মত কৃষ্ণ-দরশনে,
আকুল হয়েছি, কিন্তু যাই কার সনে?
কুঞ্জের জানি না পথ, শুন ওরে ভাই,
তুমি দেখাইলে পথ, কুঞ্জে যেতে পাই।
সর্ব্বত্রগ সদাগতি, অগ্রে তুমি তার
গমন-যোগ্যতা রাখ মানস আমার ; *
তাই বলি চল চল, এস একবার,
কৃষ্ণবিলোক-বাসনা বাড়ে দুর্নিবার,
কৃষ্ণে হেরি জুড়াইব তাপিত জীবন,
দেখিব শোভয়ে কানু কোন্ কুঞ্জবন ;
স্বকর্ণে শুনিব কৃষ্ণ মুরলীর ধ্বনি,
আত্মহারা করে যায় বল্লব রমণী ; †
শিখিপুচ্ছ-গুচ্ছ-চূড়া শিরে শোভা পায়,
সোণার নূপুর বাজে কিবা রাঙা পায়,
বনমালা দোলে গলে, হরে গোপীমন,
সস্মিতাস্যে সপ্তস্বরা সাজে বা কেমন ; ‡

* (সদাগতি) বায়ু (সর্ব্বত্রগ) সর্ব্বস্থানগামী, (তার অগ্রে) সে বায়ুর আগে (মানস) চিত্ত তুমি গমনসামর্থ্য রাখ ; বায়ু সর্ব্বত্র যাইতে সমর্থ, মন তুমি তাহার অগ্রে সর্ব্বত্র গমনক্ষম।

† পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণের বেণুবাদন নিজে শুনি নাই, লোকের মুখে শুনিয়াছি ; এক্ষণে বলা হইতেছে, মন তোমার সাহায্যে স্বকর্ণে কৃষ্ণ-মুরলীর ধ্বনি শুনিব। (বল্লব রমণী) গোপাঙ্গনাকে।

‡ (সস্মিতাস্যে) হসিতবদনে (সপ্তস্বরা) বংশী ; (স্মেরাধরে সপ্তস্বরা নিক্বণে কেমন) পাঠান্তর,—ঈষৎ-হাস্যযুক্ত অধরে (সপ্তস্বরা) বাঁশী কেমন (নিক্বণে) ধ্বনি করে।

অপাঙ্গবিলোকে কৃষ্ণ ভুবন ভুলায়,
কি দিব তুলনা তার, অতুল তুলায়
কৃষ্ণাঙ্গে আধা-জড়িত বামে রাধা-র
সখীদলে বলে জয় জয় ঠাকুরাণী ;
দেখিয়া যুগলরূপ ভুলিব সংসার,
কৃষ্ণ-প্রেমাম্বুধি-তলে ডুবিব এবার।
শ্রীরাধার সখীদের সুষমা কি ক'ব,
যত দেখি, বোধ হয় দেখি নব নব ;
কোন সখী করে উভে চামর বীজন,
যতনে তাম্বূল দেয় কোন সখীজন ;
কুঙ্কুম, কস্তূরী, গন্ধ, নানা বিলেপন,
কেহ বা উভয় অঙ্গে করে বিলেপন ; †
বনফুলে গাঁথি মালা অতীব আদরে
কেহ বা পরায় কৃষ্ণে প্রেমভক্তিভরে,
কোন প্রিয় সহচরী অতিকুতূহলে
মালতীর মালা দেয় রাধিকার গলে,
কেহ গায় রাসলীলা রুচির সঙ্গীত,
কৃষ্ণলীলা চিত্রে কেহ করে বা অঙ্কিত,
তুলসী চন্দন কেহ দেয় কৃষ্ণপদে,
রাধাকরপদ্ম কেহ ঢাকে কোকনদে, ‡

* (অপাঙ্গবিলোকে) চক্ষুর প্রান্তগত দৃষ্টিপাতে, অর্থাৎ নয়নপ্রান্তে চাহিয়া।

† (কুঙ্কুম) কাশ্মীরদেশজাত গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, কাশ্মীরজ ; (কস্তুরী) মৃগমদ, মৃগনাভি ; (গন্ধ) ঘৃষ্টচন্দনাদি ; (নানা বিলেপন) বহুবিধ লেপনদ্রব্য।

‡ (কোকনদে) রক্তপদ্মে, কেহ রক্তপদ্মে রাধার হস্তপদ্ম আচ্ছাদন করে।

কৃষ্ণপ্রেম-রাগাবেশে কেহ আত্মহারা,
ভাবাবেশে ভোর কেহ, চক্ষে বহে ধারা;
প্রেমাবেশে মত্ত হ'য়ে কত সখীজন,
নানা লীলা-রস-নাট্য করে প্রকটন *—
পূতনা হইয়া কেহ স্তন করে দান,
কৃষ্ণ হ'য়ে কোন সখী করে উহা পান ;
কেহ বা শকট হয়, শিশু হ'য়ে কেহ,
কাঁদি কাঁদি পদাঘাতে ভাঙ্গে তার দেহ † ।
একজন বলে অন্যে,—গোপেন্দ্রনন্দন !
দূর বনে গোচারণে থাক যতক্ষণ,
না হেরি তোমার মুখ, বুক ফেটে যায়,
বোধ হয় পলমাত্রে যুগশতপ্রায় ;
কাছে কাছে থাকি যদি চরাও গোধন,
মনসাধে মুখ দেখি জুড়াই নয়ন ।
দ্রুতগতি গিয়া কেহ বেগে লম্ফ দিয়া
কোন গোপিকার শিরে উঠে দাঁড়াইয়া,
লোহিত ঘূর্ণিত আঁখি, কোপে কাঁপে কায়,
ঘন ঘন পদাঘাতে বিদলে তাহায় ;
বলে, রে দুষ্ট কালিয় ! দূর হ'য়ে যাও,
দুরন্তের শাস্তা আমি, দেখিতে না পাও ?

* (নানা লীলা-রস-নাট্য) বহুপ্রকার বিলাসানুরাগ-জনিত নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি, (প্রকটন) প্রকাশ ।

† কোন সখী অন্য সখীর দেহ ভাঙ্গিয়া শকটভঞ্জন-লীলার অনুকরণ করে ।

কোন সখী অন্যসখী-সম্মুখে আসিয়া,
আক্ষেপে মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশিয়া,
বলে, সখি ! কৃষ্ণবেণু অবলার অরি,
আমাদের জাতি মান সব নিল হরি ;
উহার মোহনমন্ত্র নিদারুণ রবে
মুগ্ধ হ'য়ে কুলধর্ম্মে বল কে বা র'বে ? *
কাড়িয়া কালিন্দীজলে দিব ওরে ফেলি,
দেখি কালা কা'র বলে করে রাস কেলি ;
জাতি-কুল-নাশে ধৃষ্ট অবলা মজায়, †
তারে জলে ভাসাইতে মায়া কি বা তায় ?
এত বলি ভ্রমোন্মাদে গোপসহচরী
সখীর অঙ্গুলি টানে বেণু বোধ করি ‡ ।
আলীরে § মাধব বোধে কহে কোন আলী,
বাত-বৃষ্টি আর ত না সহে বনমালি !
শীতে মরি, রক্ষ হরি ! শিরে ছত্র ধর,
এ বিপদে প্রাণকান্ত ! প্রতীকার কর ।

* মোহনমন্ত্রস্বরূপ ঐ বেণুর নিদারুণ (রবে) ঘরে কে বা (র'বে) রহিবে থাকিবে।

† (ধৃষ্ট) প্রগল্‌ভ বা লম্পট, (জাতি-কুল-নাশে) জাতি কুল বিনাশ দ্বারা।

‡ কৃষ্ণবেণু সখীর এত প্রিয়তম যে তাহাকে (কালিন্দীজলে) যমুনার নীরে ফেলে দিব বলিতেও হৃদয়ে মায়ার উদয় হইতেছে, কিন্তু তৎকৃত অত্যাচার মনে হওয়াতে ক্রোধোদ্রেকে সেই হৃদ্গত মায়া অপাকৃত করণানন্তর 'তারে জলে ভাসাইতে' ইত্যাদি বলিয়া ভ্রমোন্মাদে সখীর অঙ্গুলি বেণু বোধ করিয়া কালিন্দীজলে ভাসাইতে টানে।

§ (আলীরে) সখীকে।

সখী কয়, ত্যজ ভয়, গোপিকা সুন্দরি !
এই দেখ গোবৰ্দ্ধন গিরি করে ধরি ;
এতেক বলিয়া বালা ল'য়ে বাম করে
নিজ বামবাসাঞ্চল উৰ্দ্ধে তুলি ধরে * ।
আপনাতে কৃষ্ণভাব আরোপিয়া মনে,
মানিনী রাধিকা বোধে অন্য সখীজনে,
কোন গোপবালা তার চরণান্তে আসি,
কহে সানুনয় ভাষে আদরে সম্ভাষি,—
ও পদপল্লব চারু অরুণ-বরণ,
নিরবধি উহা মম শিরো-বিভূষণ,
কৃপা করি, প্রাণেশ্বরি ! শিরে দাও তুলি ;
যদি দোষ ক'রে থাকি, যাও রাধে ! ভুলি,
মৃষা-মান, বৃথা খেদ, ব্যর্থ অপরাধে
সাধুশীলে ! সাজেও কি তোমাতে শ্রীরাধে
পরিহর মান, আমি তোমার অধীন,
তোমাতেই অনুগত আছি অনুদিন ;
শশিমুখে সুধা-হাস হাসি একবার,
নয়ন-চকোর-তৃষা নাশহ আমার।

* বামাজাতির বাম অঙ্গেই বলের আধিক্য, এইজন্য উহার বাম করই বলবৎ বস্তুর ধারণ পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া, বাম করে বামবাসাঞ্চল ল'য়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণ বাম করেই অবলীলাক্রমে গোবৰ্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং সখীরও কৃষ্ণলীলার অনুকরণস্থলে বাম করেই বামবাসাঞ্চল উৰ্দ্ধে তুলিয়া ধরা যুক্তিসঙ্গত, (বামবাসাঞ্চল) রমণীয় বস্ত্রের অঞ্চল।

কোন সখী কৃষ্ণভাব করে বিড়ম্বন,*
তৃণাবর্ত্ত হ'য়ে তারে হরে অন্য জন।
যশোদার ভাবে কেহ ভাবিত অন্তরে,
কবরী-বন্ধন-মাল্য এলাইয়া করে,
সখীর করযুগল জড়াইয়া তায়
সম্মুখস্থ গুল্মগুচ্ছে বাঁধি গোপিকায়,
কোপে অনুযোগ-যোগে † বারংবার বলে,
দুষ্ট ছেলে! বদ্ধ তুমি থাক উলূখলে;
হেরি সহচরীভাব, মুগ্ধ গোপাঙ্গনা
চলচক্ষে কৃষ্ণভীতি করে বিড়ম্বনা।
গোচারণে পথিশ্রমে স্বেদবিন্দুদয়ে
গণ্ডাদিতে পত্রলতা যায় লুপ্ত হ'য়ে, ‡
আতাম্র-পল্লবোপম চারু ওষ্ঠাধর §
বিদূর বনভ্রমণে হয় শুষ্কতর,
তথাপি অধরে ধরি বাজাইয়া বেণু,
নাচি নাচি আসে কানু, সঙ্গে লয়ে ধেনু;
এই তার আসিবার হতেছে সময়,
দেখি দেখি কত দূরে কৃষ্ণচন্দ্রোদয়;
এত বলি কোন গোপী যশোদা যেমন
অতিব্যস্ত হয়ে পথ করে নিরীক্ষণ,—

---

* (বিড়ম্বন) অনুকরণ, সদৃশীকরণ।
† (অনুযোগ-যোগে) ভৎর্সনাসহকারে।
‡ (পত্রলতা) পত্ররেখা, পত্রাবলী-রচনা।
§ (আতাম্র-পল্লবোপম) ঈষৎ রক্তবর্ণ নবোদগত পত্র-সদৃশ।

ক্ষীর-সর-ননী-পাত্র ল'য়ে দুই করে,
চেয়ে থাকে পথ পানে আকুল-অন্তরে। *
কেন সখি! হেন ভাবে ভূমিতলে পড়ি
হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! ব'লে যাও গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি দেখি হয়েছ মৃদঙ্গ,
কোলে এস, করি তোমা কীর্ত্তন-মৃদঙ্গ! †
তরু, লতা, তৃণ, গুল্ম কুঞ্জে আছে যত,
কৃষ্ণভক্ত হেরি সবে,—কৃষ্ণে অনুগত; ‡
ফল, ছায়া, পত্রাদিতে কৃষ্ণ সেবা করে,
কৃষ্ণপ্রেমে ইহাদের কুসুমাশ্রু ঝরে;
সপুষ্প-শাখাগ্রদল-মৃদুসঞ্চলনে
নিরন্তর ব্যস্ততর কৃষ্ণাঙ্গ-ব্যজনে; §
যোগ্য শ্রোতৃ-বৃন্দ এরা, করিলে শ্রবণ
কৃষ্ণলীলা কর্ণামৃত-সার সঙ্কীর্ত্তন,
ভাবমদে প্রতি পদে হ'বে মাতোয়ারা,
গীত-রাগে-অনুরাগে হ'বে আত্মহারা ¶।

* যশোদা যেমন ক্ষীর-সরাদি লয়ে আকুল-অন্তরে পথ পানে চায়, সেইরূপ চেয়ে থাকে; অথবা (যশোদা যেমন) যশোদার প্রায়।

† (মৃদঙ্গ) মৃন্ময় শরীর, (কীর্ত্তন মৃদঙ্গ) কীর্ত্তন করিবার খোল।

‡ (সবে) সকলকে কৃষ্ণভক্ত হেরি, কৃষ্ণে অনুগত—ইহার সহিত সবে এই পদের অর্থ অন্বয়কালে সকলে 'হয়' উহ্য ক্রিয়ার কর্ত্তা হইবে।

§ পুষ্পের সহিত বর্ত্তমান (সপুষ্প), (শাখাগ্রদল) অঙ্গুলি সকলস্বরূপ বিটপাগ্রশ্রেণী তাহার (মৃদুসঞ্চলনে) ধীর দোলন বা কম্পন দ্বারা, (নিরন্তর) নিরবকাশভাবে, (কৃষ্ণাঙ্গ-ব্যজনে) কৃষ্ণের অঙ্গে বায়ুসঞ্চালনে, (ব্যস্ততর) অতীব ব্যস্ত।

¶ (গীতরাগে অনুরাগে) গানের মাধুর্য্য আসক্তিতে, বা গানের দীপকাদি স্বরে অনুরক্তিতে।

কোন গোপী এত বলি সখী করি কোলে,
তদীয়াঙ্গে করাঘাত সহ মধু-বোলে
বলে "রে মৃদঙ্গ! ধর সুধা বোল ধর!
বোলে প্রকাশিয়া বল কারে ঘৃণা কর"।
মৃদঙ্গরূপিণী সখী তুলি কলধ্বনি,
বামা-কণ্ঠে সুধাস্বরে বলে সে তখনি—
নন্দসূনু-গুণগীত পশি শ্রুতিতলে,
যাহার কঠিন-চিত্ত চকিতে না গলে;
ধারাকারে দুনয়নে প্রেমাশ্রু না বহে,
জীবনে সে শবাকার, মিছা বেঁচে রহে;
কৃষ্ণপদে নিবেদিত তুলসীর ঘ্রাণ,
সপুলকে * সাগ্রহেতে না করে আঘ্রাণ;
ধিক্ তারে ধিগিতি রে! শতাধিক ধিক্,
ধিক্ ধিক্ ধিগতি রে! ধিক্ ততোধিক!
কুঞ্জে ওঠে প্রতিধ্বনি ধিক্ ততোধিক,
শুনায় শ্রবণে যেন "ঠিক্ তা ত ঠিক্"।
প্রাণের অধিক বোধে ভালবাস কারে,
বল রে প্রাণের মুরু! জিজ্ঞাসি তোমারে;
এরূপে আবার বালা মধুর-বচনে,
জিজ্ঞাসি মুরজ-যন্ত্রে প্রিয় সম্বোধনে,
করাঘাত করে যেই তদীয় শরীরে,
বাদ্যরূপা সখী তারে উত্তরে গভীরে—

* (সপুলকে) লোমাঞ্চসহিত

দুগ্ধপোষ্য কৌমারে যে স্তনপান-ছলে *
হাসি হাসি নারী নাশে মহাকুতূহলে ;
রমণীনিধনে সে যে বনভূমি ভ্রমে,
মুগ্ধ যোষাজাতি নাহি বুঝি মনোভ্রমে,
নিষ্ঠুর নির্ম্মম হরি নারী-প্রাণহর,
তবু তায় চায় প্রাণ, এ কি চিত্রতর !
স্বেচ্ছা করি নিজে ভুলি হরিরূপগুণে,
শলভ-সমান পড়ি, পুড়ি সে আগুনে † ;
মনে করি হরিরূপ ভাবিব না আর,
বিরহ দেখায়, দেখি সব তদাকার ;
আমায় ছাড়িবে প্রাণ কৃষ্ণের কারণ,
তবু কৃষ্ণ-প্রেম তার না হবে বারণ ;
প্রাণের অধিক আমি কারে ভালবাসি,
কি দিবে উত্তর তার পরবশ দাসী ?
নিজে হইয়াছি নিজ প্রাণের বালাই,
বড় ভালবাসি মৃত্যু, মরিলে জুড়াই।

* (কৌমার) কু শব্দে পৃথিবী, তাহাকে মারে, পদ দ্বারা আঘাত করে ; যে অবস্থায় দুগ্ধপোষ্য শিশু পৃথিবীতে দুপ্ দাপ্ করিয়া পাদাঘাতে ক্রীড়া করে সেই অবস্থার নাম কৌমার, অতীব শৈশব।

† (হরিরূপগুণে) হরি শব্দের এ স্থলে কৃষ্ণ এই তাৎপর্য্যার্থ অগ্নিশব্দে শ্লিষ্ট, হরি শব্দে অগ্নিও বুঝায় ; (হরিরূপগুণে) কৃষ্ণের রূপে, লাবণ্যে ও গুণে ভক্তবৎসলতাদি বহুবিধ উৎকর্ষে ; অগ্নিপক্ষে অগ্নির রূপ, নেত্রের সম্ভোগ্য বিষয়স্বরূপ গুণ—ধর্ম্ম, তাহাতে (শলভ) পতঙ্গবিশেষ, অগ্নির রূপ-স্বরূপ গুণে ধর্ম্মে বিমোহিত হইয়া অবিরত সেই অগ্নিতে পড়িয়া পুড়িতে থাকে।

সখী বলে মুরু! মোর তুল্যাবস্থ তুমি,
একত্রে মরিব, এস তুমি আর আমি;
ভাঙ্গিল সখীকীর্ত্তন; হরি হরি বল,
চল তবে এক সঙ্গে মরি গিয়া চল;
মরিলে বাঁচি গো! ভাবি, ভাবি আরবার,
মরিলেও কৃষ্ণপ্রেম নহে ঘুচিবার।
এতেক বলিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হ'য়ে,*
সখীর হৃদয় সখী, আলিঙ্গে হৃদয়ে;
তখন মুরজ, প্রেমে দিয়া ত সাবাশী,
প্রাণের অধিক বলে কৃষ্ণে ভালবাসি।
এহেন বিবিধ ভাবে ব্রজসখীগণ,
বিচিত্র লীলাবিভ্রম † করে প্রকটন;
রাধাকৃষ্ণ দুই জনে আনন্দিত-মনে
কৌতুকে ‡ নিরখে উহা সস্মিত-বদনে।
ক্ষীণজল হীনবল তনু নগনদী
গঙ্গাদি মহানদীর সঙ্গ পায় যদি,
আপনার ক্ষীণ অঙ্গ ঢালি তার অঙ্গে,
ক্রমেতে প্রবেশে আসি সাগর-তরঙ্গে;
নাম রূপ গুণ আদি সে সময় তার

---

* (ন যযৌ ন তস্থৌ হ'য়ে) অর্থাৎ যাইতে বা থাকিতে উভয়থাই অসমর্থ হইয়া; জন্মান্তরে কৃষ্ণপ্রেম ঘুচিবে না এহেতু না মরিতে যাইয়া, এবং নিতান্ত পারবশ্য হেতু বাঁচিবার মত বাঁচিয়া থাকিতেও না পারিয়া, এই তাৎপর্য্য।

† (বিচিত্র ইত্যাদি) আশ্চর্য্য ক্রীড়া-বিলাস বা ক্রিয়া-শোভা।

‡ (কৌতুকে) কুতূহলে বা হর্ষে।

লুপ্ত হয়, ধরে নদী সাগর-আকার ;
হীনবল ক্ষীণবুদ্ধি অতিক্ষুদ্র নর
সজ্জনের সাধু সঙ্গে যদি করে ভর,
তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অঙ্গ সুখে দিয়া ঢেলে,
মানবের গম্যভূমি * লভে অবহেলে।
শ্রীরাধার প্রিয়সখী যত গোপীজন
এমতে যশোদাসুতে করে বিড়ম্বন ;
তাহাদের সকলের তদীয় কৃপায়
পূর্ব্বের স্বভাব গুণ সব ঘুচে যায় ;
যে কিছু কৃষ্ণেতে সুখ, রাধাসুখ যত,
সে সকলি গোপীদের হয় করগত ;
রাধার বিচিত্র গুণে তাহারা সকলে
কৃষ্ণাঙ্গে মিলিত হয় রাসলীলা-ছলে।
জিতাসন, জিতশ্বাস, চির-নিরশন,
যতব্রত যতী করে যতনে সাধন
সুকঠিন যোগবিধি, বসি নিরাধারে, †
যার অঙ্গ-জ্যোতি মাত্র দেখা পাইবারে,
অহো ভাগ্য রাধিকার ! সেই কৃষ্ণধনে
বাঁধিয়াছে প্রেমগুণে হেলায় বন্ধনে, ‡
কত পাপ করিলাম 'অহো ভাগ্য' বলি,
ক্ষম রাধে ! অগণিত অপরাধাবলী ;

* (মানবের গম্যভূমি) প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য মহাপুরুষের গন্তব্য স্থান।
† (যতী) সন্ন্যাসী, (বসি নিরাধারে) কুম্ভক-বলে শূন্যে বসিয়া।
‡ ভাগ্যবলে রাধা কৃষ্ণকে হেলায় প্রেমগুণে বাঁধিয়াছে, এ কথা

দাসানুদাসের দাস যদি ভ্রমক্রমে
নির্নাবিক নৌকা হেন বিপথেতে ভ্রমে,
কর্ণে ধরি তুমি তার ফিরাও না গতি,
অনাদি অনন্ত তব মাহাত্ম্য-শকতি *।
নমি আমি প্রেমময়ি! সাধ্য কি আমার
অতুল অপার প্রেম বর্ণিতে তোমার;
অলৌকিক অহো তব প্রেমের মাধুরী!
সর্ব্বস্ব-প্রদানব্রত কি চিত্র চাতুরী! †
যে মাধুর্য্যে যে চাতুর্য্যে বিমোহিত হরি,
গোলোকের আধিপত্য অতি তুচ্ছ করি,

বলায় ভাগ্যেরই মহিমা উল্লিখিত হইল, রাধার স্বকীয় কোন মহিমাই নাই, উক্তবাক্যে আপাততঃ ইহাই বোধ হয়; এই বোধে বক্তা আপনার উক্তিদোষ স্বীকার করিয়া, রাধাকে বলিতেছেন, অয়ি রাধে! আমি 'অহো ভাগ্য' বলিয়া কত পাপ করিলাম ইত্যাদি।

* সাধক এস্থলে রাধাকে গুরুস্থানীয় রূপে বলিতেছেন, যদি (ভ্রমক্রমে) ভ্রান্তিতে পদক্ষেপ করিয়া (দাসানুদাসের দাস) সেবকানুসেবকের সেবক (নির্নাবিক নৌকা হেন বিপথেতে ভ্রমে) নাবিক-বিরহিত নৌকার ন্যায় কুপথে ভ্রমণ করে, তুমি (কর্ণে) কাণে ধরিয়া তার গতি ফিরাও; কাণে ধরিলে বিশেষ অপমান করা হয়, কিন্তু কাণে ধরিয়া শিষ্যকে শিক্ষা দিবার একমাত্র অধিকার গুরুর রহিয়াছে, তিনি কাণে ধরিয়াই প্রথম হইতে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, তিনি আচার্য্য, শিষ্যকে তাঁহার আদিষ্ট আচার কাণে শুনিয়া চলিতে হয়। যদি বল আমি গতি ফিরাইতে পারিব কিরূপে জানিনে, তদুত্তরে (অনাদি অনন্ত তব মাহাত্ম্য-শকতি) উক্ত হইয়াছে। নৌকাপক্ষে নৌকা বিপথে ভ্রমিলে (কর্ণধার) অর্থাৎ বহিত্র-ধারণকারী নাবিক (বহিত্র) হালি, কর্ণ ধরিয়া তাহার গতি ফিরায়; কারণ, সে নৌবিদ্যাবিষয়ে সুনিপুণ।

† (সর্ব্বস্ব-প্রদানব্রত) আপনার বলিতে কিছু না রাখিয়া ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণরূপ অবশ্য-প্রতিপালনীয় নিয়ম। কি আশ্চর্য্য চতুরতা!

অনন্ত ঐশ্বর্য্য সুখ দিয়া বিসর্জ্জন,
ধড়াচূড়ামাত্রে হ’য়ে প্রফুল্লবদন,
ব্রজের গোপাল-বেশে প্রাকৃত-সমান
নিকুঞ্জের ধারে ধারে ফেরে ভগবান্।
না জানি আমার প্রেমে রাধা রাসেশ্বরী,
কি আনন্দ-সুখ ভুঞ্জে দিবা-বিভাবরী;
অপ্রতিম সেই সুখ সম্ভোগ করিব,
রাধার চাতুরী-চর্য্যা * নিজে আচরিব;
অকৈতব রাধাভাব সুধাধিক সার,
আনন্দ-সাগরে ভাসি, ভাবি যত বার;
অন্তরে লুকাব কিসে নিজ কৃষ্ণ-কান্তি,
রাধার সুবর্ণ-কান্তি † লভি পাব শান্তি;
নিজের বঙ্কিমভাব দূরে পরিহরি,
রাধার সরল ভাব কেমনে বা ধরি?
স্বতঃসিদ্ধ, অপ্রাকৃত রসের নিলয়, ‡
চিত্তনেত্র-বিমোহন, মধুরতাময়,

* (চাতুরী-চর্য্যা) চাতুর্য্যানুষ্ঠান, চতুরতা-চরিত্র।

† (সুবর্ণ-কান্তি) উৎকৃষ্টবর্ণ দীপ্তি, বা স্বর্ণময় কান্তি।

‡ (অপ্রাকৃত রসের নিলয়) অসামান্য মধুরাখ্য ভাবের আস্পদ; জাহ্নবীজীবন পক্ষে (রস) জলের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, যেমন আকাশের ধর্ম্ম শব্দ; এই রসরূপ জলের ধর্ম্ম সকল জলেই বিদ্যমান রহিয়াছে. কিন্তু জাহ্নবী-জীবনে, গঙ্গার জলে অপ্রাকৃত অর্থাৎ যাহা অন্যজলের প্রকৃতির অলভ্য, অলৌকিক অতিচমৎকার এবম্ভূত ভাবে ঐ রস থাকাতে উহা অপ্রাকৃত রসের নিলয়। রাধার চরিত্রের সহিত জাহ্নবীজীবনের অন্যান্য বিশেষণ সহজেই বোধগম্য হয়।

সর্ব্বগুণ-সমন্বিত রাধার চরিত্র,
জাহ্নবী-জীবন যেন পরম পবিত্র;
সে চারু চরিত্র আমি কেমনে ধরিব?
রাধার প্রেমের শোধ কেমনে করিব?
স্বরূপ শক্তি মোর রাধা বিনোদিনী,
পরমা প্রকৃতি, রূপে স্থির সৌদামিনী,
নিরন্তর প্রহ্লাদনে হ্লাদিনীর সার,
প্রেমময়ী, অকৈতব প্রেমের আধার,
বৃন্দাবন-লীলা-বীজ, যত্নারাধ্য ধন,
আত্মাধিক প্রেমাস্পদ জীবন-জীবন;
দৃঢ়বদ্ধ আছি আমি তার প্রেম-ঋণে,
না জানি নিষ্কৃতি পাই কিসে, কত দিনে,—
এইরূপ চিন্তার তরঙ্গে নিরবধি, *
উদ্বেল-হৃদয় যেন প্রলয়-জলধি;
কি বৈকুণ্ঠে, কি গোলোকে, † কোথাও তখন
সুস্থির নহেন প্রভু পূর্ব্বের মতন;
বিশুদ্ধ-চৈতন্যানন্দ-নিধান ‡ শ্রীহরি,
শ্রীচৈতন্যরূপে শেষে ভূমে অবতরি,—
তব প্রেম-মহাসিন্ধু অনন্ত-প্রসার,
ছায়াভাসে দিয়াছেন পরিচয় তার,

* (নিরবধি) নিরন্তর।
† (বৈকুণ্ঠে) বৈকুণ্ঠাখ্য-বিষ্ণুলোকে; (গোলোকে) গোলোকাখ্য-স্বর্গলোকে।
‡ (বিশুদ্ধ-চৈতন্যানন্দনিধান) নির্ম্মল-জ্ঞানানন্দের আধার

স্বরূপ অতিবিদূর *। বলিহারি যাই।
তোমার প্রেমের রাই! পার নাই নাই!
হা রাধে! হা রাধে! রাধে! করে মহাপ্রভু,
কভু বা শ্রীকৃষ্ণ যেন, রাধা যেন কভু;
মাতোয়ারা, আত্মহারা, ক্ষণে অচেতন,
ক্ষণে সচেতন পুন, পাগল যেমন;
মোহন মৃদঙ্গ, তূর্য্য, করতাল ল'য়ে,
প্রেমনাট্য-নটগুরু, কারুণ্য-হৃদয়ে,
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন-পথ করি প্রবর্ত্তন, †
ভাসালেন প্রেমরসে ‡ সমস্ত ভুবন;
"রাই! রাখ, রাই! রাখ মোরে," মুখে অনিবার,
নয়নে প্রেমাশ্রুপূর বহে নিরাধার, §
তব প্রেম-মহাবর্ত্তে ডুবিয়া ভাসিয়া,
নীলাচলে তিরোহিত হ'লেন আসিয়া ¶।

* তার অর্থাৎ সেই অনন্তপসার প্রেম-মহাসিন্ধুর (ছায়াভাসে পরিচয়) অর্থাৎ লেখা-প্রতিবিম্ব বস্তুপ্রদর্শনরূপ অভিজ্ঞান দিয়াছেন, (স্বরূপ) প্রকৃত-রূপ অভিজ্ঞান (অতিবিদূর) অর্থাৎ তাহা দূরাতিদূর, সে পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই।

† (প্রেমনাট্য-নটগুরু) প্রেমাভিনয়ের অভিনেতৃকুলপ্রধান বা শিক্ষাদাতা। (প্রবর্ত্তন) আরম্ভ।

‡ (প্রেমরসে) প্রেমরূপ জলে, বা প্রেমানুরাগে; প্রেমলক্ষণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা—"হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম।"

§ (নিরাধার) নিরালম্বে অর্থাৎ অনর্গলভাবে।

¶ (প্রেম-মহাবর্ত্তে) প্রেমময় মহাসাগরের মহাঘূর্ণিতে, প্রবল জলের পাকে, (ডুবিয়া ভাসিয়া) তাৎপর্য্যার্থ—হাবুডুবু খাইয়া; রাধার প্রেমসাগরের তোড়্ধারণায় অক্ষমভাবে শেষে নীলাচলে আসিয়া (তিরোহিত) অদৃশ্য হইলেন।

তাই বলি তব প্রেমে না মিলে যে সীমা,
কি বুঝি কি বলি রাই! ও প্রেম-মহিমা;
কৃপাপাঙ্গে হের মোরে, রাধাঠাকুরাণী!
হৃদে রাখি, দাও দেখি চরণ দুখানি;
জাতি কুল সকলি ত লইলে আমার,
বলিহারি! আহা মরি মহিমা তোমার!
মনপাখী! বল কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ নাম,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পড় অবিরাম।
বিনা কৃষ্ণ সাধ্যবস্তু আছে কি সাধিতে,
কৃষ্ণ হতে আরাধ্য কে বল আরাধিতে?
আত্মার আরাম-ক্ষেত্র, জীবান্ত-বিশ্রাম,
শ্রুতি-পুট-সুধাপূর * রাধাকৃষ্ণ নাম;
দুই তনু একাকারে বিরাজে জড়িত,
অম্বরে নীরদে যেন জড়িত তড়িত;
নিত্য-সম্মিলিত পদ-পদার্থের প্রায়,
উভ অঙ্গে এক অঙ্গ, অভিন্ন দেখায় †;
পদ বা পদার্থ পানে স্থির দৃষ্টি রাখি, ‡
হয় রাধা নয় কৃষ্ণ, পড়্ না রে পাখী!

---

* (জীবান্ত-বিশ্রাম) জীবের শেষ বিশ্রামের স্থল, (শ্রুতিপুট-সুধাপূর) কর্ণকুহরের অমৃত-প্রবাহস্বরূপ।

† নিত্য ইত্যাদি। পদে যাহা বুঝায় তাহার নাম পদার্থ, পদের বাচ্য, পদবোধক পদধর্ম্ম, উহা পদের সহিত নিত্যসম্মিলিত এবং অভিন্ন, কৃষ্ণ-রাধারও উভয় অঙ্গ উক্ত পদ-পদার্থের ন্যায় একাঙ্গে অপৃথক্ দেখায়।

‡ (স্থির দৃষ্টি রাখি) অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া।

রাধাকারে কর পাখী! কৃষ্ণের সাধন,
কৃষ্ণাঙ্গে জড়িত র'বে * রাধার মতন;
কৃষ্ণপদে দেহ প্রাণ সকলি সঁপিব,
কৃষ্ণ-পদ-পদ্ম মধু নিশিদিন পিব, †
শ্রীকৃষ্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি নিশিদিন,
বল পাখী! হইলাম কৃষ্ণের অধীন;
নবীন-জলদ-কান্তি, বিশ্ব-মূলাধার,
কাম-কল্পতরুবর শ্রীমতী রাধার, ‡
গোপ-বধূ-বস্ত্রহর, গোপেশ-জীবন, §
গোপ-কিশোরের বেশ, বিভু, সনাতন,
রসভাবরূপ-সিন্ধু, সর্ব্বগুণাধান,
নিরঞ্জন, নিরাময়, পুরুষ-প্রধান;
স্বপ্রকাশ সূর্য্য যথা আপন প্রকাশে,
স্ফুরিত আপন ভাসে আপনাতে ভাসে, ¶
চিদাকার ব্রহ্ম তথা চৈতন্য-স্বরূপে,
আত্মভাসে বিভাসিত আত্মার স্ব-রূপে; ‖
করিবারে সৃষ্টিময়ী লীলা সমাধান,
পুরুষ-মূর্ত্তিতে পরে হ'য়ে শোভমান,

* (র'বে) রহিবে, থাকিবে।

† (কৃষ্ণ-পদ-পদ্ম-মধু) কৃষ্ণের চরণপদ্মের মধু—মাধুর্য্য, বা (কৃষ্ণ) এই বিভক্ত্যন্তশব্দরূপ পদ্মের মধু—মধুতুল্য মিষ্ট রস।

‡ (কাম-কল্পতরুবর) বাসনানুরূপ ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষপ্রধান।

§ (গোপেশ-জীবন) নন্দের প্রাণতুল্য।

¶ (আপন ভাসে) আত্মদীপ্তিতে, (ভাসে) দীপ্তি পায়।

‖ (চিদাকার) চৈতন্যাকৃতি, (স্ব-রূপে) আপনার রূপে।

বিরাটের * অন্তরাত্মা, অনাদিনিধন,
প্রলয়জ-জলেশয় † আদি-নারায়ণ,
সমাধিস্বরূপ নিদ্রা ত্যজি আপনার,
নাভিপদ্ম-শুভাসন করিয়া বিস্তার,
বিধিরূপে বসি তায়. মূর্ত্ত্যন্তর ধরি,
স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব সৃজেন শ্রীহরি।
ভুবন-নিচয় যাঁর অঙ্গ-সন্নিবেশে ‡
কল্পিত, সজ্জিত পূর্ণ-পুরুষের বেশে ;
যতিজন § যতচিত্ত যাঁয় নিরোধিয়া,
সুকঠিন যোগবিধি যতনে সাধিয়া ;
অনন্ত-মস্তকোদর, অনন্ত-বদন,
অনন্ত-বাহুরুরস্ক,¶ অনন্ত-নয়ন,
অনন্ত-চরণাদিক—সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবে

* (বিরাট্) বিশেষরূপে দীপ্তিবিশিষ্ট ; বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণিদেহ যে সমস্ত বস্তু লইয়া বিশেষরূপে সজ্জিত হইয়াছে, উহাদিগের তত্ত্বাবয়বের সমষ্টি-রূপ ভগবদ্বিগ্রহ।

† (প্রলয়জ-জলেশয়) যিনি প্রলয়োত্থিত-জলে শয়নকারী ; ভগবান্ ঈশ্বর যুগক্ষয়ে স্বকীয় চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, কালশক্তি ও জগতের অন্যান্য কারণ-সমূহরূপ নিজের অঙ্গ সকল কূর্ম্মের ন্যায় আপনাতে বিলীন রাখিয়া প্রলয়-বিবর্দ্ধিত উদ্বেল অর্ণবের জলরাশিতে যোগনিদ্রাশ্রয়ে শয়ন অর্থাৎ বিশ্রাম করিয়া থাকেন, এই জলরাশির নাম প্রলয়জ-জল বা প্রলয়ার্ণব।

‡ (বিধিরূপে) বিধানকর্ত্তা লোকপিতামহ ব্রহ্মার আকারে, (ভুবন-নিচয়) ভূরাদি লোক সকল, (অঙ্গ-সন্নিবেশে) অবয়বসংস্থান দ্বারা।

§ (যতিজন) মুনিজন বা সন্ন্যাসী ব্যক্তি।

¶ (অনন্ত-বাহুরুরস্ক) অগণিত বাহু উরু ও উরস্—বক্ষঃস্থলে অন্বিত।

সমুদিত, সমন্বিত সর্ব্বাত্ম বৈভবে, *
অনন্ত কিরীট, হার, কেয়ূর, কুণ্ডলে †
বিচিত্র ভূষিত দিব্য বস্ত্রমাল্য-দলে ;
নিরবধি শক্তি, বল, জ্ঞান মহিমায়
নিরন্তর সুশোভিত চিত্র-সুষমায় : ‡
যে মূরতি, জ্ঞাননেত্রে করি নিরীক্ষণ,
অপার পাথোধিতলে মগ্ন অনুক্ষণ ;
ইহাই উর্জ্জিততম শুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপ, §
অনাদি, বিভুবিগ্রহ বিরাট্-স্বরূপ ;
এই ভাগবতী তনু নিত্য দীপ্যমান,
অসংখ্যেয়-অবতার-নিকর-নিদান ; ¶

* (সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবে) সর্ব্বাবয়ব-সৌন্দর্য্যে বা উৎকর্ষে, (সর্ব্বাত্ম-বৈভবে সমন্বিত) সর্ব্বাঙ্গীণ-সামর্থ্যযুক্ত।

† (কিরীট) মুকুট, (কেয়ূর) অঙ্গদ—বাহুভূষণ, (কুণ্ডল) কর্ণভূষণ।

‡ (নিরবধি) যাহার অবধি অর্থাৎ সীমা নাই, অসীম ; (নিরন্তর) অন্তর—অবকাশ, ফাঁক, যাহার মধ্যে কোন অবকাশ অর্থাৎ ফাঁক নাই এরূপে, নীরন্ধ্রভাবে ; (সুষমায়) পরম সৌন্দর্য্যে।

§ (শুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপ) কেবল সত্ত্বময়, অতএব (উর্জ্জিততম) অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণে অনাবিদ্ধ, (অনাদি) যাহার আদি নাই, অর্থাৎ সে স্বয়ং আদি, (বিরাট্-স্বরূপ বিভুবিগ্রহ) বিরাট্রূপ ভগবানের শরীর, বিরাটের অন্তরাত্মা ; ভগবানের যদিও এরূপ বিগ্রহ নহে, তথাপি বিরাটের অন্তরাত্মা অন্তর্যামী, পরমেশ্বরের সাকারোপাসনার নিমিত্ত এবংবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে, ইহার ধারণায় কৃতকার্য্য সাধক সহজে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার নিরাকার-ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারেন। বিরাট্ ভগবানের স্থূলাতিস্থূল অতিস্থূলতত্ত্ব, ও নিরাকার তদীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম ভাবমাত্র।

¶ (ভাগবতী তনু নিত্য দীপ্যমান) ভগবদ্বিগ্রহ নিত্যকাল শোভমান, অর্থাৎ অবতারগণের দেহ সকলের ন্যায় আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক নহে ; (নিকর) সমূহ, (নিদান) মূলকারণ।

অণ্ডজ, কচ্ছপ, কোল, নৃসিংহ, বামন,
নারদ, কপিল, ব্যাস, রেণুকা-নন্দন, *
রামাদি বিবিধরূপ যত অবতার,
এ সকল পুরুষের অংশাদি-আকার † ।
কৃষ্ণ কিন্তু প্রত্যক্ষ পুরুষ মূর্ত্তিমান্,
মায়া-মানুষ-বিগ্রহ, পূর্ণ ভগবান্ ; ‡
বশীকৃত-মায়াশ্রয়ে মর্ত্ত্যে অবতরি,
বিরাজিত বৃন্দাবনে মনুজ-কেশরী ; §
অপ্রাকৃত নিজভাব মায়ায় ঢাকিয়া,
নর-বিড়ম্বিত তনু নরে দেখাইয়া,
ভুভার-সংহার-রূপ-কৃত্য-ব্যপদেশে, ¶
গোচারণে রত, ব্রহ্ম, গোপালের বেশে ;
মুখ্য হেতু এ বিষয়ে লীলানুশ্রবণে,
স্মরণে, মননে, চর্য্যা-কীর্ত্তনে, ‖ বন্দনে,

* (অণ্ডজ) মৎস্য, (কোল) শূকর—বরাহ, (কপিল) সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা ঋষি, (রেণুকা-নন্দন) পরশুরাম।

† (অংশাদি-আকার), কোন অবতার অংশ, (আদি শব্দে) কেহ বা কলা, বিভূতি ইত্যাকার।

‡ কিন্তু কৃষ্ণ মায়াশ্রয়ে বিগ্রহধারী প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান্ পূর্ণ ভগবান্ পুরুষ; অর্থাৎ পূর্ব্ববিবৃত পুরুষ সাধারণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, কিন্তু কৃষ্ণ মূর্ত্তিপরিগ্রহে সাক্ষাৎ ভগবদ্রূপে শোভমান সেই পূর্ণ পুরুষেরই স্বরূপ বা সেই পুরুষই।

§ (মনুজ-কেশরী) নরশ্রেষ্ঠ।

¶ (নর-বিড়ম্বিত তনু) মনুষ্যের সদৃশীকৃত দেহ, অনুকরণীকৃত শরীর; (কৃত্য-ব্যপদেশে) কার্য্যের ছলে।

‖ (চর্য্যা) আচরণ, চরিত্র।

অজ্ঞানান্ধ মায়া-মুগ্ধ জীবের নিস্তার;
ভূমিতলে অলৌকিক প্রেমের বিস্তার, *
নিষ্কারণ-ভক্তি-যোগে শিক্ষা-প্রকটন,
সর্ব্বাঙ্গীণ-জীবকুল-কল্যাণ-সাধন।

স্বজন-বিনাশ-বোধে দোষ-শঙ্কা করি,
ক্ষত্রিয়-স্বভাব-ধর্ম্ম দয়ায় পাসরি,
কাতর অন্তরে পার্থ মহাধনুর্দ্ধর,
'যুঝিব না' বলি, ত্যজি নিজ ধনুঃশর,
সসজ্জ স্বপর-বল-মধ্যে † রণ-স্থলে,
নিরুদ্যমভাবে রথে উপবিষ্ট হ'লে,—
যে কৃষ্ণের উপদিষ্ট আত্মবিদ্যা-সার, ‡
সে সময়ে সে কুমতি নাশিয়াছে তার,
পুনশ্চ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ক'রেছে তাহারে,
কেবল তাহারে নয়, ভারত-মাঝারে,—
অদ্যাপি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বহু মূঢ় জনে,
করে রে! স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কৃপাবলোকনে।
সখার সারথ্য-কৃত্যে কুরুক্ষেত্র-রণে
করিব সাহায্যমাত্র বিনা প্রহরণে, §

---

* (প্রেমের) হ্লাদিনীর সারাংশের, প্রেমলক্ষণ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যথা—"হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম"।

† (সসজ্জ স্ব-পরবলমধ্যে) সৈন্যরচনাক্রমে সজ্জিত আত্মসৈন্য ও বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে।

‡ (আত্মবিদ্যা-সার) ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানবল, গীতা।

§ (সখার সারথ্য-কৃত্যে) বন্ধু অর্জ্জুনের রথচালনকার্য্যে, (বিনা প্রহরণে) অস্ত্র ব্যতীত, অর্থাৎ অস্ত্র ধারণ না করিয়া।

এই হৃষীকেশ-সত্য জানি দেবব্রত,
দেখিব কেমনে নাথে থাকে সত্য-ব্রত, *
ধরাইব অস্ত্র দেবে, সত্য করি মনে,
সমরে প্রবৃত্ত হ'য়ে অর্জ্জুনের সনে,
করিলে বিশিখ-বিদ্ধ বাঞ্ছেয়-শরীর, †—
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত-ধারা, সংরম্ভে অধীর, ‡
রক্তনেত্র হ'য়ে, নর-নাট্য বিস্মরিয়া, §
পদক্ষেপে ধরাতল কম্পিত করিয়া,
চক্র ধরি হরি অরি বধিবার তরে
ধাবিত হইলে, ভীষ্ম হাসিয়া অন্তরে,
ভক্ত-প্রেম-রক্ষা মাত্র ভক্তারাধ্য ধনে
করাইল সত্যভঙ্গ, বুঝিলেন মনে ; ¶

* (হৃষীকেশ-সত্য) হৃষীকেশ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ; মন ইন্দ্রিয়ের প্রধান, সুতরাং যিনি মনেরও ঈশ্বর, অতএব তিনি অন্তরের সমগ্রভাব জানিতে পারেন, এই তাৎপর্য্য অর্থ ধরিলে হৃষীকেশ শব্দে অন্তর্যামী অর্থাৎ আন্তরিক-ভাববেত্তা বুঝায় ; এখানে কৃষ্ণকে হৃষীকেশ শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (সত্য, অঙ্গীকার, কৃষ্ণের অঙ্গীকার ; অন্তর্যামিত্ব-হেতু তিনি ভীষ্মের মনোগত প্রতিজ্ঞা বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝাইবার জন্য এই ব্যাখ্যার অবতারণা। (দেবব্রত) ভীষ্ম, (সত্য-ব্রত) প্রতিজ্ঞাবধি প্রতিজ্ঞাস্থিতি।

† (বিশিখ-বিদ্ধ) বাণ-বিদ্ধ, (বাঞ্ছেয়-শরীর) কৃষ্ণ-দেহ।

‡ (সংরম্ভে) ক্রোধে, (অধীর) অস্থির।

§ (নর-নাট্য) মনুষ্য-নটকৃত্য।

¶ (ভক্ত-প্রেম-রক্ষা মাত্র) শুদ্ধ ভক্তের স্নেহ বা প্রণয় রক্ষা, (ভক্তারাধ্য ধনে) ভক্তের আরাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে।

অহো! ভক্ত-পারবশ্য কৃষ্ণের অপার,
জানিয়া ভীষ্মের নেত্রে ঝরে প্রেম-ধার *।
বিষম সংসারাবর্ত্তে † হয়ে নিপতিত,
স্মরিয়া বিচিত্র লীলা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত,
হেলায় শ্রীকৃষ্ণ-নাম করি উচ্চারণ,
মুক্ত হয় জীব, খণ্ডে ভববিড়ম্বন; ‡
যে কৃষ্ণে এরূপ গুণ, এমন স্বভাব,
অলৌকিক বিভু-ভাব, আশ্চর্য্য প্রভাব, §
'নানা চিত্র পরা শক্তি যে কৃষ্ণে শোভিত,
যে কৃষ্ণ-কৈশোর-কৃত্যে বিশ্ব বিমোহিত,—
হেন কৃষ্ণে রাখ পাখী! সদা নিষ্ঠা-রতি;
কৃষ্ণ রে! পরম পদ, কৃষ্ণ পরা গতি;
কৃষ্ণপদে প্রেম ভক্তি না করিলে সার,
তির্য্যগাত্ম-বন্ধনাদি কে ঘুচাবে আর? ¶

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

* (অহো! ভক্ত-পারবশ্য) আশ্চর্য্য ভক্তপরাধীনতা, (প্রেম-ধার) প্রেম-নিবন্ধন ধারাপতিত জল।

† (সংসারাবর্ত্তে) ভবরূপ ঘূর্ণিতে।

‡ (ভববিড়ম্বন) সংসারযন্ত্রণা, (খণ্ডে) খণ্ডিত হয়।

§ (বিভু-ভাব) সর্ব্বব্যাপিত্ব, অর্থাৎ পুরুষস্বরূপে সর্ব্বব্যাপনশীলতা; (প্রভাব) মহিমা।

¶ (সার) স্থায়ী, স্থির, (তির্য্যগাত্ম-বন্ধনাদি) পক্ষিদেহবন্ধন প্রভৃতি বা বক্রস্বভাবোচিত সংযমনাদি।

দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস—পয়ঃপ্রসারণ *।

তৎ সৎপদং পরতমং পরমং পরেষাং
জ্যোতির্ম্ময়ং যদুদিতং দিবি দেবমূর্ত্ত্যা।
নারায়ণং নর-হৃদব্জ(ব্ধি)-নিষণ্ণ-ভাবং
ভাবাজ্য-দীপ-কলনেন সভাজয়েয়ম্॥ †

সর্ব্ব পরপদ হ'তে পদ পরতম,
সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মপদ, নিত্য নিরুপম,

---

* (পয়ঃপ্রসারণ) জল-বিস্তার-করণ; প্রথমোচ্ছ্বাসে (শীকরসংগ্রহে) জলকণা সকলের সঞ্চয় শেষ হইয়াছে, সম্প্রতি পয়ঃপ্রসারণ শীকরসংগ্রহেরই রূপান্তরাপাদন দ্বারা ভাবসিন্ধুর জলরাশিভাব গঠিত হইতে চলিল।

† তৎ সদিত্যাদি—(পরেষাম্ পরতমম্) সর্ব্বাণি প্রধানানি যানি পদানি বিদ্যন্তে তেষাং সর্ব্বেষাং মধ্যে প্রধানতমম্, (দিবি) আকাশে, নিরালম্বপ্রদেশ ইত্যর্থঃ, স্বর্গে বা, (দেবমূর্ত্ত্যা) ক্রীড়াপরস্বভাবেন দ্যোতনস্বরূপধর্ম্মেণ বা মূর্চ্ছিতমিতি যাবৎ, (জ্যোতির্ম্ময়ং) তমসঃ পরস্তাদিত্যাদিবর্ণেন প্রকাশবর্ণিতার্থঃ, (উদিতং) প্রাদুর্ভূতং "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদিমন্ত্রেণ সূরয়ঃ যৎ সদা পশ্যন্তীতি শ্রূয়তে, (নর-হৃদব্জ-নিষণ্ণ-ভাবম্ নর-হৃদব্ধি-নিষণ্ণ-ভাবং বা) মানবহৃৎপদ্মশয়িতস্বরূপম্,—গুহাশয়রূপেণ অন্তর্যামিতয়া চ আত্মভাবমবলম্ব্য স্থিতমিতি যাবৎ, (নারায়ণং) নরসমূহকৃতাশ্রয়ং নারায়ণাখ্যং, যতো হি নারায়ণাখ্যম্ অতঃ নরহৃদব্ধিনিষণ্ণভাবং নরহৃদয়সাগরশায়িমূর্ত্তি ইতি বা, (তৎ) প্রসিদ্ধং (সৎ) সত্যং ব্রহ্ম বস্তু, অহং (ভাবাজ্য-দীপ-কলনেন) দেবাদিবিষয়া রতির্ভাবঃ, ভাবশ্চিন্তা বা, তদাত্মকানাং ঘৃতদীপানাং গ্রহণেন, ভাবময়ান্ নীরাজনকর্ম্মসাধনভূতান্ ঘৃতপ্রদীপান্ গৃহীত্বেতি তাৎপর্য্যার্থঃ, আরাত্রিকবিধিমবলম্ব্য, (সভাজয়েয়ম্) পূজয়েয়ম্, বা সেবেয়। এতেন মানসিকী পূজাপ্যবগম্যতে।

কবিতেয়ম্ বক্ষ্যমাণসন্দর্ভস্য সুখেন পরিসমাপ্তয়ে মঙ্গলাচরণমুখী, অতএব গায়ত্র্যর্থগর্ভা, তুতোঽতিপাবনধর্ম্মময়ী ভগবদ্ভক্ত্যাত্মিকা চাপি, অনয়া সন্দর্ভশ্চাসাবপি যৎ সর্ব্বজনহৃৎকমলনিষণ্ণভাবস্য সর্ব্বেষামাত্মভূতস্য পরব্রহ্মণো ভগবত এব লোকোত্তরগুণকার্য্যাদীনাং ভাবনীরাজনদীপালোকেন প্রদর্শনপরস্তত এব চ সর্ব্বজনস্যৈব ঘনিষ্ঠসম্বন্ধতয়া দ্রষ্টব্যোঽযুত্তমঃ স্পৃহণীয়তমশ্চ, এতদপ্যভাসমুখেন ব্যজ্যতে বিবক্ষিতম্। তস্মাদেতৎপক্ষে অলনতিপল্লবিতেনেতি সুধীভিরবগন্তব্যম্।

যে পরম-ব্রহ্মপদ জ্যোতির্ম্ময় ভাসে
দেবতার মূর্ত্তি ধরি উদিত আকাশে,
মানব-হৃদয়পদ্মে নিষণ্ণ-স্বরূপ,
নরকুল-কৃতাশ্রয়, নারায়ণ-রূপ;
সেই সত্য পদ আমি করি আরাধন,
ভাব-ঘৃতদীপ লয়ে আরতি-কারণ। *

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক।

আ মরি প্রকৃতি! কে তোরে সৃজিল,
কে ক'রে দিল রে! এরূপ রূপ?
নিরখি নয়নে প্রাণ ভুলে যায়,
ওরূপের নাহি হেরি স্বরূপ।
যাইলে যামিনী, মধুর হাসিয়া,
অরুণ-নয়নে চাও যখন; †
কি ভাব সঞ্চরে ভাবুক-অন্তরে,
তাহা কি গো তুমি বুঝ তখন?

* (আরতি-কারণ) আরতির নিমিত্ত বা আরাত্রিক-হেতু। আরাত্রিক-হেতু অর্থে ইহা ভাব-ঘৃতদীপ-পদের বিশেষণ।

† মধুর হাসিয়া ইত্যাদি, (মধুর হাসিয়া) হৃদয়ানন্দময় ভাবে দীপ্তি পাইয়া, নারীপক্ষে রাত্রিতে দীর্ঘকাল অচেতনাবস্থায় থাকিবার পর পুনশ্চৈতন্যলাভে মনোরম ভাবে হাসিয়া, প্রফুল্লতা প্রকাশ করিয়া এই তাৎপর্য্য; (অরুণ-নয়নে) প্রকৃতি নারীরূপে বর্ণিত হওয়াতে অরুণ-নয়নে বলিতে লোহিতাভ চক্ষুতে এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাব ধরিতে হইলে, সূর্য্য কিংবা অরুণস্বরূপ চক্ষুতে বুঝাইবে; স্ত্রীলোক প্রভাতে যখন নিদ্রোত্থিত হয়, পূর্ব্বে নিদ্রাবস্থায় দীর্ঘ সময় মুদ্রিত থাকাতে পরে তাহার চক্ষুর প্রথম বিকাশের মুখে উহা রক্তবর্ণ দেখায়। অয়ি প্রকৃতি! এইরূপ নয়নে যখন চাও, অকৃত্রিম সরল দৃষ্টিক্ষেপ কর।

বুঝিবে কি বল, নিজে অচেতন,
কিন্তু সকলের চেতনা দাও :—
যাঁহা হ'তে পে'লে এরূপ মহিমা,
ওগো গো প্রকৃতি ! তাঁহারে গাও ;
গাই তোমা সনে মিলিয়া আমরা,
এস সম-স্বরে সকলে গাই ;
তাঁর গুণ-গানে জুড়াই জীবন,
সুখ পারাবারে ভাসি সদাই।
নয়ন মুদিলে ভুবন আঁধার ;
কিন্তু শুনি কোন আলোক জ্বলে ;
যে দেখেছে উহা আঁখি নিমীলিয়া,
সেই ভাসে স্বতঃ * আঁখির জলে।
সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, অনল, চপলা,
এরা তার কাছে অতি মলিন ;
সূক্ষ্মাধিক সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্মতম,
সুসূক্ষ্ম সকলে, তেজোবিহীন।
পড়ি তার ভাতি, ভাসিত হইয়া,
ভুবন ভাসা'য়ে ইহারা হাসে ; † —
ভাব না প্রকৃতি ! কি ভাস্বর মণি,
সে ভাস-নিধান কত বা ভাসে ! ‡

* (স্বতঃ) আপন হইতে।

† (ইহারা) সূর্য্য-চন্দ্র-তারাদি, (ভুবন ভাসা'য়ে হাসে) জগৎ আলোকিত করিয়া দীপ্তি পায়।

‡ (ভাস্বর মণি) দীপ্তিবিশিষ্ট রত্ন, (ভাস-নিধান) দীপ্তির ভাণ্ডার বা আধার, (ভাসে) প্রকাশ পায়।

রূপ-রত্নাকর, তাহার বিভায়
কণিকার কণা পাইয়া তুমি,
এ হেন হাসিছ, প্রকৃতি ললনে !
সে তব রূপের আকর-ভূমি ।
গাও না প্রকৃতি ! গাও না তাহারে,
স্বরূপে সে প্রাণ টানে সদাই ;
কৃষ্ণ এই বোলে, গোপবালা রাই,
আদরে আকারে তাহারে তাই * ।
নিষ্ঠার অভাব, কপট বসন,
ত্যজি তায় বালা ভ'জেছে ব'লে,
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী, যে বলে উহায়,
স্বরূপ ত নয়, বলে সে বলে † ।
নিরমল মধু রাধিকার প্রেম ;
লই রে রাধার চরণ-ধূলি !

* ভগবান্ পরমেশ্বরের সহিত জীব প্রকৃত বিচারে অবিচ্ছিন্ন-স্বরূপ ; মায়াগুণে বিভিন্নবৎ প্রতীত হইলেও (সে) অর্থাৎ পরম, (স্বরূপে) আপন রূপে—স্বকীয় সচ্চিদানন্দময়ত্বে, জীবের (প্রাণ) সর্ব্বদাই (টানে) আকর্ষণ করে ; এই আকর্ষণসূত্রে বদ্ধ হইয়া, রাধা তাহাকে "কৃষ্ণ" কর্ষতীতি অন্বর্থ-ব্যুৎপত্তিগর্ভ (বোলে) বাক্যে আদরে (আকারে) আহ্বান করে ।

† (নিষ্ঠার অভাব) ঐকান্তিকী রতির অসদ্ভাব, উহাই ছদ্মবস্ত্র ; (তায় ত্যজি) সেই কপট আবরণ-পট পরিহার করিয়া, (বালা) মুগ্ধা (তাহাকে ভজিয়াছে বলিয়া) অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি করিয়াছে বলিয়া, (যে উহায় কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী বলে) সে কথন (স্বরূপ ত নয়) প্রকৃত ত নয়, অর্থাৎ অবাস্তব কথা, (সে) সেই লোক (বলে বলে) অযৌক্তিক বাক্য জোর করিয়া কহে ।

যে প্রেমে মাতিয়া বলেন শ্রীহরি,
দাও রাধে! পদ মাথায় তুলি *।

---

* রাধিকার প্রেম (নিরমল মধু) বিশুদ্ধ মদ্য—খাঁটি মদ, কাযেই তাহাতে মত্ততাজনিকা শক্তি প্রচুরপরিমাণে রহিয়াছে; এইজন্য পরেই (যে প্রেমে মাতিয়া) মাতোয়াল হইয়া উক্ত হইয়াছে। নিরমল মধুতে মাতিলে লোকে সকলই করিতে পারে; অতএব কৃষ্ণ রাধিকার নিরমল প্রেম-মধুতে মাতিয়া (দাও রাধে! পদ মাথায় তুলি) রাধে! তুমি পদ মাথায় তুলিয়া দাও, অথবা তুমি পদ দাও আমি মাথায় তুলি বলিবেন, ইহা বিচিত্র নয়। ইহাতে সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌কে নিতান্ত প্রাকৃত লোকের সমান গণ্য করা হইতেছে; সুতরাং উহার নিরসনার্থ 'নিরমল মধু পদের বিশুদ্ধ মকরন্দ বা পবিত্র মধুর-ভাবাখ্য রস, তাহাতে (মাতিয়া) আনন্দিত হইয়া' এইরূপ ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। আর রাধে প্রভৃতি পদেরও বক্ষ্যমাণ অর্থ অনুসন্ধেয়, যথা—অয়ি রাধে! তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক একনিষ্ঠ প্রেম করিয়াছ, তোমার এই গুণে (আমি আপনার 'কৃষ্ণ' এই নামপদে সকল পদের উপরে স্থান লাভ করিয়াছি) তোমার 'রাধে' এই সম্বোধনান্তপদ আমারও উত্তমাঙ্গ ভূষিত করিয়া উহাতে পদ লাভ করুক। অহো! ভগবানের এইরূপ ভক্ত-পারবশ্যই বটে; তাহা না হইলে, ভীষ্মদেব শরশয্যায় থাকিয়া কৃষ্ণসমক্ষে দেহবিসর্জ্জন-সময়ে সেই কৃষ্ণাখ্য ভগবানেই অনিমেষনেত্রে সমাধি করিয়া, "স্বনিগমমপহায়" ইত্যাদি বাক্যে তিনি যে ভক্তমনোরথপূরণার্থে অধিক কি আপন প্রতিজ্ঞাও বিসর্জ্জন দেন, এ ভাব কেন ব্যক্ত করিবেন? ইহার বিশেষ বিবরণ ভাগবতে দ্রষ্টব্য। ক্ষত্রিয় হইয়া আপন প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকরণা-পেক্ষায় রাধার অলৌকিক অতুল্য প্রেমে তদীয় 'রাধে পদ' মস্তকে ধারণ জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রার্থনা করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ বিস্ময়াবহ ব্যাপার নহে। ভক্তবৎসল পুরুষোত্তম বাসুদেব তুলসীদলসম্মিলিত জলের গণ্ডূষ, জলাঞ্জলি, বা শুদ্ধ তুলসীদল, কিংবা জলগণ্ডূষ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত-দিগকে যে আপন আত্মা বিক্রয় করেন, অর্থাৎ ভক্তদিগের ক্রীতের ন্যায় হইয়া থাকেন, "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানম্ ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥" গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত এই নারদবচনই ইহার প্রমাণস্বরূপ। অহো! তাঁহার স্বাভাবিক করুণা ও নিরতিশয় বৈভব কে ভাবিয়া স্থির করিবে? তিনি সর্ব্বেশ্বর, বিভু, পূর্ণৈশ্বর্য্যনিলয়, অবিভাজ্যবৈভব ও কারুণ্য-রসের রত্নাকর। তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার প্রাকৃত দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত সম্ভবিতে পারে না।

গুণের গৌরব গুণীর নিকটে ;
জাতি কি বয়স বাধে না তায় ;
পুরুষ-প্রবর হ'য়ে হৃষীকেশ,*
দেখালেন ধ'রে নারীর পায় ।
ননীর পুতলী, ননীময় তনু,
সকল অঙ্গই সমান তার ;
উত্তমাঙ্গ, পদ, প্রেমময় দেহে
সকলি সমান প্রেমবিকার † ।
প্রেমময়ী রাই ;— আপাদ-মস্তক—
সর্ব্বাঙ্গ তাহার গঠিত প্রেমে ;
আছে কোন্ অঙ্গ হৈম-মুরতির,
একাকারে যাহা মিশে না হেমে ?
প্রেমময় হরি নিজে প্রেমপাশ,
নিজেই নিবদ্ধ হ'য়ে উহায়,
আপনি আপন যাচেন চরণ ;
বিমোহিত যেন প্রেমমায়ায় ! ‡
ভাবের জলধি, ভাবময় বিভু,
আপনি প্রকৃতি-পুরুষাকার ;

---

* (পুরুষ প্রবর) পুরুষোত্তম ভগবান্, (হৃষীকেশ) ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর ।

† (উত্তমাঙ্গ, পদ) মস্তক, চরণ ; (প্রেমবিকার) প্রেমময় ।

‡ (বিমোহিত যেন) "পরব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র আপন যোগমায়াকে বশীভূত করিয়াই তাহার আশ্রয়ে বৃন্দাবনে লীলা প্রকাশ করেন, সুতরাং প্রেমের মায়াতে তাঁহার বিমোহিত হইবার সম্ভাবনা নাই ; এইজন্য 'যেন বিমোহিত' কথা উক্ত হইয়াছে ।

রাধা-কৃষ্ণ-রূপে, ভাব-আস্বাদন,
প্রকাশেন পর-পুরুষকার *।
বিধি-বদ্ধমূল ভজন সাধনে,
কে পারে ধরিতে মায়িক-বরে ?
আমার বলিতে কিছু যে না রাখে,
বাঁকা সখা রাঁধা তাহারি করে †।
কৃষ্ণ-নামাক্ষর- ককার-মাত্রের
শ্রুতি, শ্রুতি-মূলে করি প্রবেশ,
আপাদ-মস্তক, শিহরে যাহার,
উদিয়া সাত্ত্বিক-বিকারাবেশ ; ‡
কপোল বহিয়া, ধারাকারে জল,
দুনয়ন দিয়া ঝরে যাহার ;
কৃষ্ণ-প্রেমাব্ধির মথনে কি সুধা
ওঠে, সেই বুঝে তাহার তার।
কৃষ্ণচন্দ্র-প্রেম সুধাকর-সুধা,
উহার সম্ভোগ কঠিন নয় ;

* (পর-পুরুষকার) প্রধান পুরুষার্থ।

† (বিধি-বদ্ধমূল ভজন সাধনে) যে ভজন সাধনের মূল—ভিত্তি, বিধি অর্থাৎ নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ—নিযন্ত্রিত, এরূপ সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন সীমাবদ্ধ ভজন সাধন দ্বারা। (আমার বলিতে কিছু না রাখা) অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অহঙ্কার-বুদ্ধিতে ধনপ্রাণাদি কোন বস্তু মমতায় পৃথক্ করিয়া না রাখা।

‡ কৃষ্ণের 'কৃষ্ণ' এই নামাক্ষরদ্বয়ের মধ্যে কেবল 'ক' এই বর্ণের (শ্রুতি) ধ্বনি, (শ্রুতিমূলে) কর্ণমূলে। (সাত্ত্বিক-বিকারাবেশ) সত্ত্বময় ভাবের সঞ্চার ; সাত্ত্বিক বিকার যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় (অর্থাৎ মূর্চ্ছা বা মৃতি),—এই অষ্টবিধ।

ঘন তমোঘনে অন্তর-গগন
সতত না যদি ছাইয়া র'য় * ।
অপাণ্ডব ধরা করিব ভাবিয়া,
আচার্য্য-কুমার ক্ষেপিলে শর,
গর্ভ লক্ষ্য করি, উত্তরার প্রতি ;
আতঙ্কে অবলা হ'য়ে কাতর,—
মরি আমি মরি, গর্ভে রাখ হরি !
বলিলে, যে বিভু অবলীলায়,
গর্ভমধ্যে গিয়া, নিজ-যোগ-বলে,
ব্রহ্মশর হ'তে রাখেন তায় ; †
বল্লব-কিশোর, রাখালের বেশে,
গোপ-শিশুদের সহ কেশব,
গোচারণে যান, প্রাকৃত সমান ;
বুঝিবে কে তাঁর কত বিভব ?
ইনি কি হ'বেন, গোলোকের পতি ?
পরীক্ষিব ইহা হয় কি নয় ;

* (ঘন তমোঘনে) গাঢ় অন্ধকারে—তমোগুণ বা অহঙ্কাররূপ মেঘে ; (অন্তর-গগন) হৃদয়াকাশ, (ছাইয়া র'য়) আচ্ছাদন করিয়া রহে, বা ছায়া অর্থাৎ আড়াল করিয়া থাকে।

† (মরি আমি মরি) হে হরি ! আমি যদি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি তজ্জন্য তোমার নিকট আত্ম-প্রাণ-রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি না ; তুমি আমার (গর্ভে) গর্ভস্থ বালককে, (রাখ) বাঁচাও, এই বাক্যে নিজ প্রাণের অপেক্ষা গর্ভস্থ বালকের উপর জননীর যে অধিকতর স্নেহ, ইহাই বুঝা যাইতেছে ; (তায়) এখানে গর্ভস্থ বালককে।

হৃদয়-মাঝারে এই দ্বিধা-ভাব
কোন এক দিন হ'য়ে উদয়,
গোপ-শিশুচয়, গো-শিশু, গো-কুল,
বিধাতা হরণ করিলে পরে,
সে সবার রূপ নিজেই ধরিয়া,
বর্ষাবধি প্রায় সময় ধ'রে,
নব-লীলা-ভাব প্রকটেন প্রভু,
হেরিয়া বিধাতা হয় মোহিত।
বিশ্ব-বিমোহিনী, মায়ার মূরতি,
যাঁহার ঈক্ষণে * করে উদিত,—
কাল-কোষাবৃত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়,
উডুম্বরাবৃত-বীজের মত,
ল'য়ে বীজাশ্রয়, অতি ক্ষুদ্রতনু
প্রজাপতি হেন পতঙ্গ কত!
যাঁহার স্বেচ্ছায় উদরে উদিয়া,
অস্তমিত হয় লীলায় যাঁর,—
স্বীয় ব্রহ্ম-ধামে নিরস্তকুহক,
পর সত্য † যিনি, পরার পার,—

* (ঈক্ষণে) উদিত করে ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ।

† উডুম্বরাচ্ছাদিত বীজতুল্য কালকোষাবৃত ব্রহ্মাণ্ড সকল, বীজকৃতাশ্রয় অতিক্ষুদ্রকায় প্রজাপতিতুল্য ব্রহ্মার সদৃশ বা প্রজাপতিসংজ্ঞ পতঙ্গের ন্যায় কত পতঙ্গ লইয়া যাঁহার স্বকীয়েচ্ছায় উদরে উদিত হইয়া যাঁহার লীলায় অস্তমিত হয়, আপন ব্রহ্ম-জ্যোতিতে অপাস্তমায় যিনি পরমা প্রকৃতির অতীত, পর সত্য—শ্রেষ্ঠ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম।

জ্ঞান, ক্রিয়া, বল যাঁর স্বাভাবিক,
নানা পরা শক্তি শোভিছে যাঁতে,
বিচিত্র-চরিত্র যশোদা-কিশোর,
সে কি অসম্ভব, সাজে না তাঁতে ?
বর্ণিতে ভারতী মূক হয় যাঁর
মহিম-কণার লবাতিলেশ,*
ব্রহ্মবিমোহন, রাধিকা-রমণ,
আছেও কি তাঁর গুণের শেষ ?
চিদাভাস জীব, ভবে আসা তার,
চিদাকার কৃষ্ণে লভিবে ব'লে,
কৃষ্ণেতে প্রবেশ, ভবোপশমন,
জীবলীলা শেষ, মিলন হ'লে ; †
রাধা-প্রেম তার ‡ সহজ সুপথ,
এমন শরণি আর কি আছে ?
রুচি-ভেদ-মূল আছে কত পথ,
পরাজিত সবে প্রেমের কাছে।
জাতি, কুল, মান, জীবন অবধি,
ভেসে যায় সব প্রেমের টানে,
যার প্রেম, সেই প্রেমময়ী রাই,
নিজের প্রেম কি নিজে না জানে ?

* (লবাতিলেশ) কণাতিকণ।

† (ভবোপশমন) সংসারের নিবৃত্তি, (মিলন হ'লে) কৃষ্ণে ঐক্য জন্মিলে জীবলীলার পরিসমাপ্তি, "কৃষ্ণৈক্যং ভবৌষধম্।"

‡ (তার) সেই কৃষ্ণেতে প্রবেশের।

প্রেমিক সুজন যাচক পাইয়া,
নয়নে নয়নে প্রেম বিলায় ;
প্রেম-দ্রবময়ী সুরধুনী সতী,
প্রেমে হরিপদে বহিয়া যায়।
প্রেমে হাসে, কাঁদে, প্রেমে নাচে, গায়,
প্রেমেই পাগল প্রেমিক জন,
বীণা-সহযোগে আপনি মহেশ,
হরিগুণগান প্রেমে মগন।
এই এক প্রেম, ঝড় যেন বহি,
স্থবিরা জননী, যুবতী জায়া,
সাধের সংসার, প্রিয় বাসভূমি,
স্বজন-বান্ধব-জাতির মায়া,
সকল ছাড়ায়ে, লয়ে নানা দেশ,
ভূতলে আছাড়ি সোণার কায়,
স্বরূপ প্রকৃতি স্ববলে হরিয়া,
শচীসুতে * করে পাগল প্রায়।
এই সর্ব্বময় প্রেম-মহানিধি,
দয়ার মুরতি করি ধারণ,
জীমূতবাহন- হৃদয়ে উদিয়া
নাগকুল ক্ষয় করে বারণ ;
দয়া-বীর্য্যাগ্রণী বিদ্যাধর-পতি,
শঙ্খচূড়-স্থলে আপন কায়,

* (শচীসুতে) চৈতন্যদেবকে।

ভক্ষণ-কারণ দিয়া বৈনতেয়ে,
কতক খাইয়া দেখি তাহায়,
আহার-বিরত, চিন্তা-চমকিত,
ভাবি অলৌকিক ধীরতা তাঁর,
যতনে দ্বিজেন্দ্রে সম্ভাষি তখন,
বলেছেন বীর অনেকবার,—
এবেও ঝরিছে কতক রুধির,
মম শিরামুখ সকল হ'তে,
আছেও কিয়ৎ পিশিত শরীরে,
খাও হে বুভুক্ষু বিহগ-পতে ! *
প্রেমের অধীন ভারত বিধবা,
কত সতী প্রেমে বিবশ হ'য়ে,
কাঁদায়ে ভারত পুড়েছে আগুনে,
মৃত পতিদেহ চিতায় ল'য়ে।
প্রেমের আদান প্রদান লইয়া,
মোহন এ বিশ্ব প্রেমের হাট,
প্রেম-রঙ্গময় এ হাটের মাঝে,
হেরি প্রেমময় প্রেমের নাট † ।
প্রেমেতে রাখাল বলে, কানু ভাই !
এতক্ষণ তুই ছিলি কোথায় ?
গালে ফেলে ফল, দেখিয়া মধুর,
অমনি ভুলিয়া রেখেছি তায় ;

---

* ইহার বিশেষ বিবরণ নাগানন্দ নাটকে দ্রষ্টব্য।
† (রঙ্গ) অভিনয়ভূমি, (নাট) নৃত্য বা অভিনয়।

ডাকিয়া আয় না, সেই এঁটো ফল
বিভুর শ্রীমুখে দেয় রে তুলি,
ভুবন ভুলায় যাঁহার মায়ায়
ভুলায় তাঁহায় রাখাল-বুলি ;
ফল খান, আর বলেন কানাই,
এ ফল, ও সখা ! কোথায় পেলে ?
ফল ব'লে ফল ! এ কি সুমধুর,
খেতে হয় দেখি সুধায় ফেলে ;
শিবারাধ্য যিনি, অবনত-শিরে,
বিরিঞ্চি যাচয়ে যাঁর প্রসাদ,
প্রেমে তাঁর মুখে হ'ল সুধাধিক,
রাখালের এঁটো ফলের স্বাদ !
মা বাপের মনে রহে এই প্রেম,
অপত্যস্নেহের আকৃতি ধরি,
নবনীতময় শিশু মৃদুকায়
বাঁচায় কত না যতন করি !
অদৃশ্য সূত্রের স্বরূপে এ প্রেম,
জায়া-পতি-হৃদে হ'য়ে উদিত,
সমান বন্ধনে উভয় হৃদয়
বাঁধি, জীবস্রোত করে বাহিত।
ঘোর রোগ, শোক, ভাবনা, জ্বালায়,
দেহ ভার বোধ হয় যখন,
পরমহিতৈষী প্রাণ-হর সখা,
মৃত্যুরূপে প্রেম আসে তখন।

চিদানন্দাকাশ ঘটাকাশরূপে *
ঘটায়ে প্রেমের ঘটনা যত,
নিজ ঘট-রূপ প্রেমেতে ভাঙিয়া,
বিরাজেন প্রভু প্রথম-মত †।
প্রেমানন্দ-মূল জীবের জনম,
প্রেমানন্দে সব জীবিত র'য়,
আনন্দ-সমীপে যাইয়া, শেষেতে
আনন্দময়েতে বিলীন হয়।
চিদানন্দময় শ্রীনন্দ-কিশোর,
প্রেমানন্দময়, রসের সার,
অলক্ষ্য প্রেমের বিন্দুর আকারে,
নিজরসভোগী নিজেই তাঁর।
বলিহারি যাই! প্রেমের মহিমা;
প্রেমে দাসখত করে সৃজন,
রাধা মহাজন, স্বকৃত স্বাক্ষরে
খতের খাতক কেশিসূদন ‡।
অনন্ত আকারে প্রেমানন্দ-সুখ,
অনন্ত প্রকারে ভোগের আশে,

---

* (ঘটাকাশরূপে) ঘটমধ্যে অবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়, দেহমধ্যস্থ-পরিমিতাকাশভাবে—এখানে তাৎপর্য্যার্থ জীবভাবে; সাধক রামপ্রসাদের উক্তিতে মনকে জীববোধে লক্ষ্য করিয়া ঘটাকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—"বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে" ইত্যাদি।

† (প্রথম-মত) জীবাবস্থার পূর্ব্বাবস্থ-ভাবে।

‡ (কেশি-সূদন) কৃষ্ণ,—সিংহরূপ দৈত্যবিশেষের নাম কেশী, তাহার নিহন্তা।

আপন ঈক্ষণে স্ফুরিত হইয়া,
ভাসেন আপনি আপন-ভাসে *।
সব ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত অসংখ্য
নানামত যত পদার্থচয়,
সুসূক্ষ্ম-সঞ্চার প্রেমবিন্দু হ'তে
ইহারা কেহই বিভিন্ন নয়।
এহেন প্রকারে, সবার ভিতরে,
প্রেমের সঞ্চার দেখিতে পাই,
বিশ্ব রচে প্রেম, প্রেম নাশে সব,
প্রেমের দ্বিতীয় কিছুই নাই।
প্রেমময় হরি, প্রেমের ভিখারী,
রচেছেন তিনি প্রেমে তোমায়,
তাঁর গুণ গানে তুমিও প্রকৃতি!
প্রেমদানে প্রেম কর তাঁহায়।
পাইয়া তাঁহার রূপের আভাস,
ধরেছ এরূপ সুরূপ কায়,
ভাবিতে তদীয় মোহিনী-মূরতি, †
পুলকে হৃদয় পূরিয়া যায়।

* (আপন-ভাসে) আপনার দীপ্তিতে, আপন ঈক্ষণে, নিজের দৃষ্টিপাতে, "স ঐক্ষত" তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, উহাই সৃষ্টির মূল (বৈদান্তিক মত এই)।

† (মোহিনী-মূরতি), যে মোহিনী-মূর্ত্তিতে তিনি স্মরহর শঙ্করকেও মোহিত করিয়াছেন।

মনে হয় সদা দেখি প্রাণ ভ'রে,
মানবজীবন সফল করি,
এ ভবসাগর সুদূর-প্রসার
তরি, ধরি তাঁর চরণ-তরি।
পতিতপাবন তিনি যে জগতে,
আমিও চরণে পতিত তাঁর,
পড়েছি যে ঘোর বিষম-ভ্রমিতে,
সে জন বিনা কে তুলিবে আর?
প্রলোভন দিয়া কুপথে লইয়া,
রিপুকুল মম হ'রেছে সব;
এবে দীন হীন মলিন বদন,
নেত্রাসার শুধু আছে বিভব।
আহা! এ সময় সে দীনদয়াল
বিহনে কে পুন করিবে ধনী?
স্নেহের নয়নে চাহিবেন সখা,
দিবেন বিবিধ রতন মণি;
আর পাপ পথে যাব না কখন,
রিপুর ছলনে ভোলে কে আর?
তাঁহার নিকট নিয়ত থাকিয়া,
ঘুচা'ব সকল ভাবনা-ভার।
এবার প্রকৃতি! সাজাব প্রকৃতি,
নিরমল সতী * তোমা-সমান,

---

* (সতী) উত্তমা, এখানে সতী প্রকৃতিপদের বিশেষণ।

মিলিয়া উভয়ে, সমান-হৃদয়ে,
ধরিব মোহন ললিত গান ;
প্রতিধ্বনি তার যাবে সুর-পুর,
দেবগণ তান ধরিবে তায়,
ভূলোক দ্যুলোক হ'বে একাকার,
সাগরে মিশিবে সরিত-কায় ;
আনন্দের স্রোত উভয়ের মাঝে
বহিবে, তাহাতে ডুবিবে সবে ;—
সে শুভ সময় আনিতে প্রকৃতি !
সঙ্গীত-সঙ্গত ধর * গো তবে।
পত্র, পুষ্প, ফল, সুচারু ভূষণে
সাজালেন যিনি তোমার কায় ;
ও কমল মুখ প্রফুল্ল করিয়া,
যে বিভু সৌরভ দিলেন তায় ;
মন্দ গন্ধবহ সুধীর নিশ্বাস,
পেয়েছ প্রকৃতি ! যাঁহার বলে ;
পরা'লেন যিনি হিমময় হার,
হৃদয় সুন্দর সাজিবে ব'লে ;
বিভাকর হেন হেমের মুকুট,
যাঁর করে শিরে ধ'রেছ তুমি ;

* (সঙ্গীত-সঙ্গত) গান-প্রেম, বা তৌর্য্যত্রিক,সম্বন্ধ বা মিলন, নৃত্য-গীত-বাদ্যের ঐক্যসম্বন্ধ ধর, অর্থাৎ একত্র নৃত্য-গীত-বাদ্য করিতে থাক।

কে জানে তাঁহার বিভূতি-বিভব ?
সে বিভু, বিভূতি-জনম-ভূমি *।
নিশিতে তোমার কমল বদন
মলিন দেখিয়া, করি যতন,
ও চাঁদ বদনে দেন সুধা-হাস;
চারু ভাসে যার ভরে ভুবন ;
যিনি তারাকার, কনক-কুসুমে
সাজালেন তব গগন-শির ;
কৌমুদী সমান, আনীল বসনে,†
যাঁর গুণে তুমি ঢাক শরীর ;
কভু তমোময় সুনীল অম্বর ‡
পর গো প্রকৃতি ! যাঁহার করে ;
পুন নবাতপ- চারু-পীতবাসে §
তব নব বেশ বিধান ক'রে ;
মনঃপ্রাণারাম ভ্রমর-গুঞ্জনে
করি বিড়ম্বন বীণা-বাদন,¶
পল্লবিত বাহু- বিটপ দুলায়ে,
নাচিয়া, হরিতে ভুবন-মন,

* (বিভূতি-বিভব) সমৃদ্ধি-সম্পত্তি, (বিভূতি-জনম-ভূমি) অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের আকর।

† (আনীল বসনে) ঈষৎ নীলাভ বস্ত্রে।

‡ (তমোময় সুনীল অম্বর) অন্ধকারময় গাঢ় নীলাভ বস্ত্র।

§ (নবাতপ-চারু-পীতবাসে) নবোদিত রবি-কিরণরূপ সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রে।

¶ (বিড়ম্বন করি) বীণা-বাদনের সদৃশীকরণ করিয়া।

শিখা'লেন যিনি আদরে তোমায়,
দেখা'য়ে আপন বিভু-বিভাব, *
তোমাতে তাঁহার অতুল আদর,
অনির্ব্বাচ্য প্রেম-অলোকভাব †।
তাঁর সে আদর, তাঁর সেই প্রেম,
তার গুরুভাব স্মরণ করি,
বিহগ-কূজনে ‡ সুজন-হৃদয়-
মোহন, মধুর সুরাগ ধরি,
গাও রে, গাও রে, গাও রে প্রকৃতি!
সারা দিনমান গাও তাঁহায়,
চারু ঝাঁঝাঁ রব— § সুমধুর স্বরে,
আবার তাঁহায় গাও নিশায়;
দিবা-বিভাবরী সঙ্গীতের স্রোত
খেলুক, সকলে ভাসিয়া যাই;
ভাসিতে ভাসিতে, মধুর সঙ্গীতে,
আমরাও তাঁর মহিমা গাই;
ভুলে যাই শোক, সংসার-সন্তাপ,
বিরাট্-সঙ্গীতে ¶ ঢালিয়া প্রাণ,
ঘোর দুঃখময় এ ভব-মাঝারে,
এই এক সুখ বিরাজমান।

---

* (আপন বিভু-বিভাব) নিজের বিভুতাপরিচয়, যোগ্যতাবিজ্ঞান।
† (অনির্ব্বাচ্য) বাক্যাতীত প্রেমের (অলোকভাব) অলৌকিকতা।
‡ (বিহগ-কূজনে) পক্ষীর অব্যক্ত ধ্বনিতে।
§ (ঝাঁঝাঁ রব) ঝিঁঝিঁ পোকা প্রভৃতির ঝঙ্কাধ্বনি।
¶ (বিরাট্-সঙ্গীতে) পরমেশ্বরবিষয়ক গানে।

মোহের কুহকে চেতন হারা'য়ে,
নিবারিতে তৃষা যেখানে যাই,
ধন জন আদি মাত্র মরীচিকা,*
সে সব কৌশল দেখিতে পাই ;
হরিনাম গান, তৃষা-নিবারক,
সে সুধা-রসের পাইলে স্বাদ,
সদানন্দময় হয় রে ! জীবন,
ঘুচে যায় যত সব বিষাদ ।
তাই ত প্রকৃতি ! করি গো বিনতি,
গাও বলি, তুমি তাঁহারে গাও ;
ভবতাপতপ্ত জীবের জীবনে
গীতি-সুধাসার † ঢালিয়া দাও ।
অমৃত-লহরী খেলুক সতত,
জীবন প্লাবিত হউক তায়,
লভুক ভাবুকে ভাবের মাধুরী,
বহুক প্রতিভা শতধারায় ;
ভাসি সেই স্রোতে দিবস-রজনী,
ক্ষণে ভাসি, আর ডুবি রে সবে ;
সে শুভ সময় আন না প্রকৃতি !
ধর গান সতি ! ললিত-রবে ।

* (মরীচিকা) মৃগতৃষ্ণিকা ।
† (গীতি-সুধাসার) সঙ্গীতামৃত-বৃষ্টিপাত

ভালবাসি যারে, অসি ধরে সেই,
বিষয়-বিষয় সুতাদিচয় ; *
পরমেশে প্রেম করিতে পারিলে,
কোন জ্বালা আর নাহি ত রয়।
এমন প্রকৃতি দাও না প্রকৃতি !
মানব-জনম করি সফল ;
গান কর তুমি, শুনি এক-মনে,
প্রাণের যাতনা করি শীতল।
কেহ কহে গান সবার প্রধান,
গানের প্রধান কিছুই নাই ;
জ্ঞান পরতর কাহার বা মতে,
রুচি-ভেদ-কথা শুনিতে পাই।
ফলতঃ কঠিন মানবের প্রাণ,
গানে তরলিয়া দ্রবিয়া যায় ;
জ্ঞানে, জ্ঞানময়ে জানিতে পারিয়া,
একাকারে উহা মিশে তাহায়।
সহজ সরল মধুর ও গানে
দ্রবময় দেবি ! হউক প্রাণ,
তোমা জন্যে হেরি, জনকে জানিয়া,
ভব-মোহ হ'তে পাই গো ত্রাণ † ।

---

* (বিষয়-বিষয়) বিষয়—রূপরসাদি সকল, তাহার (বিষয়) ক্ষেত্র-স্বরূপ, (সুতাদিচয়) রূপাদির আধার পুত্র প্রভৃতি সকলে।

† (জন্যে) উৎপাদ্যে, (ভব-মোহ হ'তে পাই গো ত্রাণ) প্রকৃতির উৎপাদক ঈশ্বরকে জানিতে পারিলেই অর্থাৎ আত্মায় ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার

ঘোটকী বাসনা, অনুধ্যানানল,
মহামায়া হেন জলের রাশি ;
সুখাসুখময় তরঙ্গ নিচয়,
এক যায় এক উপজে আসি ;
কামিনী কাঞ্চন, রতন, মাণিক্য
কামাদির গণ গ্রাহাদিকুল ;
আধি-ব্যাধিরূপ, জলবিম্ব, ফেন,
এ সবে ভবাব্ধি সদা আকুল ;
বাসনার মুখে অনুধ্যানানল
জীবন থাকিতে নিবিবে নাই ; *
এ বাড়বানল জলেও জ্বলিবে ; †
গান কর, শুনি' প্রাণ জুড়াই।

হইলেই হৃদয়গ্রন্থিভেদ ও সর্ব্বসংশয়চ্ছেদ ঘটিয়া সংসারোত্থ অজ্ঞান হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, এইজন্য বলিতেছি তোমা জন্যে ইত্যাদি।

* (অনুধ্যানানল) অনুচিন্তনাগ্নি, (মহামায়া হেন জলের রাশি)— জলের একটী নাম জীবন, (জীবন থাকিতে) প্রাণ থাকিতে অর্থাৎ মৃত্যু না হইলে, স্থূলাদি দেহের ধ্বংস না হইলে, অথবা জীবনরূপ মহামায়া থাকিতে বাসনার মুখে অনুধ্যানানল নিবিবে না; আর মহামায়ার অত্যয় নাই, ভগবানের এই দৈবী গুণময়ী মায়া গীতাশাস্ত্রে দুরত্যয়া বলিয়া ভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তবে যে একান্ত ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কেই আশ্রয় করে, সেই ইহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ, ইহা স্মরণ করিয়া প্রস্তাবরচয়িতা প্রকৃতিকে বলিতেছেন, তুমি তাঁহাকেই গান কর, আমি তদাকৃষ্ট হইয়া মহামায়োত্থ বাড়বাগ্নিজ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাই; মহামায়ার ত নাশ হইবে না, এই ভাব পরবর্ত্তী শ্লোকের পাঠেও স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

† (এ বাড়বানল) অন্য অগ্নি জলে নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু ইহা বাড়বানল, এজন্য জলেও জ্বলিবে, সমুদ্রের মধ্যে ঘোটকীর মুখে অনল জ্বলিতেছে তাহার নাম বাড়বানল বা বড়বানল, ইহা পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি; বড়বা-শব্দে ঘোটকী বুঝায়।

হিংসা, হত্যা, চৌর্য্য, ক্রূরতা, কাপট্য,
দম্ভাদির কায় করি ধারণ,
শমাদি-পাদপ, ক্ষমাদি-লতিকা,
ভস্ম করে সব, পাপ-দহন; *
এ সংসার-দাবে † নিত্য দাহ-ক্রিয়া,
নিতান্ত নিবৃত্তি কদাপি নাই;
বাড়বাগ্নি-দাহে, দাবানল-তাপে
জীবমাত্রে পোড়ে দেখিতে পাই;
যাহা কিছু সুখ, তোমাতে নিরখি,
তোমায় দেখিলে জুড়ায় প্রাণ,
তোমার গানেতে মন ভুলে যায়,
তাই বলি, সতি! গাও গো গান।
অথবা প্রকৃতি! পরিজন-সনে
সতত তাঁহারে করিছ গান;
আছে যার হিয়া, হৃদয় ভরিয়া
সে গান শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ।
ঐ হিমগিরি গগন ভেদিয়া,
তুলি উচ্চ শির গাইছে তাঁয়,
তাঁর প্রেমামৃত- নির্ঝর-প্রবাহে
গিরিবর-বপু ভাসিয়া যায়;

* (পাপ-দহন) পাপরূপ অগ্নি, হিংসাদি নানাপ্রকার শরীর ধারণ করিয়া, শমাদি-পাদপ প্রভৃতিকে ভস্ম করে।

† (সংসার-দাবে) ভবারণ্যে।

সে নির্ঝর-স্রোত নদীর আকারে
চলেছে মিলিতে সাগর সহ;
পথ চলে, আর কল কল স্বরে
বিভুগুণ গায়—কি সুখাবহ!
নাচে তাঁর প্রেমে ওই নীরনিধি,
মিশি একাকারে সরিত-সনে,
তুলি ঊর্ম্মিরব, তাঁরে করে গান,
ভাবেতে ভুলায়ে ভাবুকজনে;
হাসি ফুল-হাসে বন, উপবন,
ভ্রমরা-গুঞ্জিত-মধুর-সুরে,
প্রাণ ভরে তাঁর গায় অবিরাম,
যত জ্বালা শুনি যায় যে দূরে।
শুনেও সে গান, কেন বা নীরব,
মন রে! তোমার এ কি চরিত?
ধর সুধা-সুর, প্রকৃতি সহিত,
গীতিরসে প্রাণ কর মোহিত;
হৃদয়-মুকুর- মার্জ্জন-মার্জ্জনী,
সর্ব্বাঙ্গ-প্রীণন * শ্রীহরি-নাম,
সুধাতিমধুর, শ্রবণ-রঞ্জন,
জীবত্ব-ভঞ্জন, † মানসারাম,

* (হৃদয়-মুকুর-মার্জ্জন-মার্জ্জনী) অন্তঃকরণরূপ দর্পণ পরিষ্করণ পক্ষে (মার্জ্জনী) খিস্থরীস্বরূপ, ঝাড়িবাঁর ঝাড়ন তুল্য, (সর্ব্বাঙ্গ-প্রীণন) সর্ব্বগাত্রের প্রীতিপ্রদ।

† হরিনাম (জীবত্ব-ভঞ্জন) জীবত্বের নাশক।

পরিপক্ক রসে ভার-বিগলিত,
নিগম-পাদপ-রসাল-ফল, *
কলি-পাপপুঞ্জ- মহাতূলরাশি-
দহন-সাধন-জ্বলিতানল, †
মোহ-নিবন্ধন- সংস্থতি-বন্ধন-
মূল-নিকৃন্তন নিশিত অসি, ‡
অকিঞ্চন-ধন- রতন-রতন,
সাধুচিত্তাকাশ-শারদ-শশী, §
বেদ-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রমাঝে,
আদ্যন্তে, প্রগীত সকল স্থলে,
ভীম ভবসিন্ধু তরিতে তরণী,
শান্তি-সুশরণি, ¶ ধরণীতলে,
কামগন্ধশূন্য, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ,
মধুর মধুর-ভাবের ‖ খনি,

* হরিনাম (পরিপক্ক রসে ভার-বিগলিত) পরিণত অতএব রসে ভার-বিগলিত, পরিপক্কতা-হেতু অধিকরসসঞ্চারে ভার দ্বারা ভূতলে বিচ্যুত। (নিগম-পাদপ-রসাল ফল) বেদশাস্ত্ররূপ বৃক্ষের সরস ফল।

† (দহন-সাধন-জ্বলিতানল) দগ্ধ করিবার উপায়স্বরূপ বা দাহসম্পাদক প্রজ্বলিতাগ্নি।

‡ মোহেত্যাদি—অজ্ঞানজনিত সংসারবন্ধনের মূলচ্ছেদক শাণিত খড়্গস্বরূপ।

§ (অকিঞ্চন-ধন-রতন-রতন) হরিনাম, যাহার কিছুই নাই এরূপ নিষ্কিঞ্চনের রত্নপ্রধান ধনস্বরূপ, (শারদ-শশী) শরৎকালীন চন্দ্র।

¶ (তরিতে) পার হইবার পক্ষে, (শান্তি-সুশরণি) শান্তির উৎকৃষ্ট পথ।

‖ (মধুর মধুর-ভাবের) মধুর—মাধুর্য্যযুক্ত বা মনোহর, (মধুর-ভাবের) মধুরাখ্য আস্বাদ্যবিশেষের।

রসনায় মুখে লইতে যে নাম,
কায় কণ্টকিত হয় তখনি,
নানা-জন্ম-যোনি- ভব-রোগ-ভোগে,*
নাম, রুচিকর অরুচি-মুখে,
নামের সমান কিবা আছে আর
রসায়ন-রস সেবিতে সুখে? †
নাম বিষ্ণুময়, নাম শিবময়,
ব্রহ্মময় নাম, ভাষায় ভণে,‡
নির্ব্বাণাখ্য পদ নিজে হরিনাম,
নামে মিশ, মন! প্রাণের সনে; §
নাম ব্রহ্মময়, ভিন্ন নয় কভু
নামে ও পদার্থে বিচার-মুখে,
তাই বলি নাম গাও নিশিদিন,
নামে হরি-ধন মিলিবে সুখে;
সহজ-সরল কুরঙ্গ সমান
গান শুনি, আর প্রাণ জুড়াই;

* নানাজন্মেত্যাদি—বিবিধ জন্মের কারণ ভবব্যাধি ভোগ দ্বারা।

† (রসায়ন-রস) ঔষধ ও ভোগ্য বস্তু, যে ঔষধ—আহার এবং ঔষধ উভয়ের গুণসম্পন্ন, (সেবিতে সুখে) সুখে সেবা করিবার; নামের সমান সুখভোগ্য পদার্থ আর কিবা আছে?

‡ (ভাষায় ভণে) হরিনাম বলিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এ তিনকেই বুঝায়, সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষার অভিধানে হরি শব্দের উক্তরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়।

§ (নির্ব্বাণাখ্য পদ নিজে হরিনাম) হরিনাম আপনি নির্ব্বাণাখ্য-মুক্তি-পদস্বরূপ, মন! তুমি প্রাণের সহিত সেই নির্ব্বাণাখ্য মুক্তিপদে মিশিয়া যাও।

জ্বলিছে জ্বলুক ভব-দাবানল,
আর কি ও দিকে ফিরিয়া চাই ? *
কিবা দাবানল, কি বাড়বানল,
জ্বলিছে সমান জ্বলুক, ভাই !
তা ব'লে কেন বা ছাড়ি রে ! এ সুখ,
গান কর, মন ! প্রাণ জুড়াই।
যাবৎ হৃদয়ে রহিবে জীবের
প্রবৃত্তি-বীজের কণিকা-কণা,
ঘুচিবে না কভু ভব-রোগ-মূল
দুর্ব্বিষহতর ঘোর যাতনা ;
হরিনাম-রূপ মহামহৌষধ
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সাধন করে ; †
স্বীয় স্বস্থভাব যদি চাও ভাই !
নাম-মহৌষধ সেব আদরে। ব্রহ্মার্পণমস্তু।

* সহজ-সরল ইত্যাদি—হরিণ গান শুনিতে বড় ভালবাসে, সে বাঁশীর গান শুনে ও প্রাণ জুড়ায়, লুব্ধকের শর পরক্ষণেই যে তাহাকে আঘাত করিবে, আর সে শরও সম্মুখে ধনুতে যোজিত রহিয়াছে, সে দিকে তার দৃষ্টিপাতমাত্র নাই, এইজন্য সে (সহজ-সরল) স্বাভাবিক মূঢ়ধী ; ভব-দাবানল জ্বলিতেছে জ্বলুক, আমিও সেই সহজ-সরল কুরঙ্গের ন্যায় গান শুনি আর প্রাণ জুড়াই, ভবদাবানলের দিকে আর ফিরিয়া চাই কি ?

† (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি) উৎপত্তি-বিরতি, জন্মবিষয়ে বিরাগ, অনাসক্তি, (সাধন করে) সম্পাদন করে, জন্মিবার বাসনা ঘুচাইয়া দেয়। স্ব—আত্মা, স্থ—যে থাকে, যে আপনাতে থাকে সে স্বস্থ, প্রকৃতিস্থ, নীরোগ, (স্বীয় স্বস্থ-ভাব) আপনার প্রকৃত অবস্থা, ভবরোগ হইতে মুক্ত হইলেই জীব আপনার আত্মময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (ভাই !) রে মন ! ইহা জীবসম্বোধন, তুমি যদি আত্মস্থ অর্থাৎ স্বপদে স্থিত হইতে চাও, তবে আদরে নাম-মহৌষধ সেবা কর।

তৃতীয়োচ্ছ্বাস—তরঙ্গবিকাশ।

পুত্রাণাম্প্রতিমস্তকং কৃতিমতাং ব্যাসাদি-বিদ্যাবতাং
বিদ্যে ! ফুল্ল-সরোজ-শীতলকরস্তেষামভীষ্টাপ্তয়ে।
যো ন্যস্তো গুণতঃ পুরা জননি ! মেঽসৌ ন্যস্যতাং মূর্দ্ধ্যপি,*
যস্মাদল্পগুণে সুতেঽধমতমে মাতুঃ প্রসাদোঽধিকঃ ॥
জন্তূনাম্ভববারিধৌ ভ্রমিমুখে ভ্রান্ত্যাভিভ্রান্তাত্মনাং
গর্ভান্তর্ভব-বাড়বানলময়ং তাপং মুহুর্ভুঞ্জতাম্।
কাতর্য্যাৎ করুণস্বনং বিলপতাস্তাবো ময়া বর্ণ্যতে
বর্ণন্যাসমুখেন বাণি ! বরদে ! মহ্যং প্রযচ্ছাশিষম্ ॥ †

---

* জননি ! যাচ্ঞাবৃত্তির একরূপ লঘুভাব যে, মাতার নিকটও যাচ্ঞা করিবার সময় যাচক পুত্রেরও উক্তির গুরুত্বনীয় বর্ণ পর্য্যন্ত স্থান-বিশেষে মাত্রায় লঘু গণ্য হয়; অপি শব্দের (পি) এস্থলে তাহার প্রমাণ, ভাগ্যে ছন্দোগ্রন্থে ছন্দোবিশারদ পণ্ডিতগণ পাদান্তগ লঘুর পক্ষে পক্ষপাতী হইয়া উহার পাক্ষিক গুরুতা স্বীকার করিয়াছেন, নতুবা অপি এই শব্দের পর্য্যন্ত পংক্তিতে স্থান পাওয়া ভার হইয়া উঠিত, এমন কি সে স্থান পাইতই না। যখন যাচ্ঞাবৃত্তির একরূপ নীচতা, তখন যে কার্য্যার্থে উহাকে আশ্রয় করে, তাহার দৈন্য কতদূর, মা ! তুমি যখন বিদ্যাস্বরূপে সকলই জান, তখন তোমাকে উহা বলা কেবল অকিঞ্চন দীন যাচক সন্তান যেন কোনমতে ত্বদীয় কৃপায় বঞ্চিত না হয়, এইজন্য।

† (বিদ্যে !) সরস্বতি ! (জননি !) মাতঃ ! (হে পুরা গুণতঃ) স্বয়া পূর্ব্বং গুণানুসৃত্য (কৃতিমতাং ব্যাসাদি-বিদ্যাবতাং পুত্রাণাম্প্রতিমস্তকং) সন্দর্ভাদিবিরচনপটূনাং জ্ঞানবতাং বেদব্যাসাদীনাং তনয়ানাং মস্তকে মস্তকে সর্ব্বেষাং মস্তকে ইত্যর্থঃ, (তৈ যঃ ফুল্ল-সরোজ-শীতলকরঃ) যস্তব বিকশিত-শতদলশীতলো হস্তঃ (তেষামভীষ্টাপ্তয়ে ন্যস্তঃ) ব্যাসাদীনাং বাঞ্ছিতলাভায় অর্পিতঃ,(অসৌ) স এব করঃ (মে মূর্দ্ধ্যপি ন্যস্যতাম্) মমাপি মস্তকে নিধেহি, (যস্মাৎ অল্পগুণে অধমতমে সুতে মাতুঃ অধিকঃ প্রসাদঃ) যতঃ সামান্যগুণে নিকৃষ্টতমে পুত্রে জনন্যাঃ স্বাভাবিক এব বহুলোঽনুগ্রহো ভবতীতি।

জীব-জন্মক্রিয়াবস্থা, শাস্ত্রবিধি ধরি,
বর্ণন্যাসমুখে মাতঃ! ভাবি চিত্র করি;
ভবাব্ধিতে ভ্রমিমুখে ভ্রান্তিনিবন্ধন,
ভ্রান্তদেহ মুগ্ধচিত্ত মূঢ়জন্তুগণ,
বাড়বাগ্নিময়-তাপ গর্ভের ভিতর, *
বারংবার ভুঞ্জে হ'য়ে বিষম কাতর,
বিবিধ বিলাপ করে করুণ নিস্বনে;
তাদের সে ভাব আমি বর্ণিব কেমনে?
যদি তুমি বরদাত্রি! অয়ি সরস্বতি!
না করিবে কৃপাদৃষ্টি মূঢ় পুত্র প্রতি;
তাই ডাকি যত্নে তোমা, এস একবার,
প্রফুল্ল-পদ্মশীতল শ্রীকর তোমার,
শক্তিসঞ্চারিণি! বাণি! আশিস্ কারণ,

(ভববারিধৌ গর্ভান্তর্ভব-বাড়বানলময়ং তাপং মুহুর্ভুঞ্জতাম্) সংসার-সাগর-কুক্ষ্যান্তর্গতবাড়বাগ্নিময়ং দাহনং বারংবারং সহমানানাং (ভ্রমিমুখে ভ্রান্ত্যাপ্তি-ভ্রান্তায়নাম্) জলাবর্তমুখে ভ্রমবশাৎ চতুর্দ্দিক্ষু ভ্রমিতচেতসাং ঘূর্ণিতশরীরাণাং বা (কাতর্য্যাৎ করুণস্বনং বিলপতাম্) বৈক্লব্যাৎ কাতরস্বরং বিলাপং কুর্ব্বতাম্ (জন্তূনাম্) জীবানাং (ভাবঃ) জন্মক্রিয়াদশারূপঃ (ময়া) ভবাধমতমেন পুত্রেণেত্যর্থঃ (বর্ণন্যাসমুখেন বর্ণ্যতে) অক্ষরবিন্যাসপূর্ব্বকং রঙ্গন্যাসসাধনেন বা লিখ্যতে বা চিত্র্যতে, (বরদে! বাণি!) অয়ি অভীষ্টপ্রদে বাগ্দেবতে! (মহ্যম্ আশিষম্ প্রযচ্ছ) মে আশিষম্ দেহীতি স্বাভীষ্টসংসিদ্ধয়ে মাত্রনুগ্রহবরপ্রার্থনা।

* (ভবাব্ধিতে) সংসার-সাগরে, (ভ্রমিমুখে) জলাবর্ত্তের দিকে, (ভ্রান্তিনিবন্ধন) ভ্রমহেতু। (গর্ভের ভিতর) মাতার জঠরমধ্যে বা ভবসাগরের কুক্ষ্যভ্যন্তরে, (তাপ) দাহ। (ভ্রান্তদেহ) ঘূর্ণিত-শরীর, (মুগ্ধচিত্ত) ভ্রান্তমানস, (মুগ্ধ) অবোধ।

মস্তকে আমার গো মা! করহ স্থাপন *।
মাতা তুমি গুণময়ী, গুণে মুগ্ধ হ'য়ে,
কৃতিমান্ † বিদ্যাবান্ ব্যাসাদি তনয়ে
কৃপা করি, তাঁহাদের শিরে এই কর
বিন্যস্ত ক'রেছ পূর্ব্বে যত্নপুরঃসর,
পূরাইতে মনোরথ, ইষ্টদাত্রী তুমি;
নির্গুণ অধমতম তব পুত্র আমি—
অধন্য, অকৃত-পুণ্য, মুগ্ধ ‡ এ জগতে,
তোমার কৃপার পাত্র নহি কোনমতে।
কিন্তু মা! অধমতম গুণহীন যেই,
মার সমধিক দয়া লাভ করে সেই;
এই বলে, তব শীলে § উভে করি ভর,

---

* প্রফুল্ল-পদ্মশীতলেত্যাদি,—মস্তক স্নিগ্ধ না থাকিলে রচনাকার্য্য উৎকৃষ্ট হয় না, এইজন্য প্রফুল্লপদ্মশীতল শব্দ শ্রীকরের বিশেষণ দিয়া উহা মস্তকে স্থাপনের প্রার্থনা করা হইয়াছে। করাগ্র দ্বারা আধেয়ের উপর শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এইজন্য দ্বিজাতি জাতি, প্রণাম-পরায়ণ ভক্তের প্রতি শক্তিসঞ্চারে তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে পুরুষের দক্ষিণকর প্রশস্ত বলিয়া উহার অগ্রভাগ শক্তিসঞ্চারের উপযোগী করিয়া আশিস্‌-প্রয়োগে নিরত হন। মা! তুমি যখন শক্তিসঞ্চারণশীলা, তখন আশিস্‌-কারণ আমার মস্তকে কর স্থাপন কর,ইহা বলিতেছি—উহার তাৎপর্য্য এই, মস্তকস্থ মস্তিষ্ক বোধলক্ষণা ধীবৃত্তির সাক্ষাৎ প্রধানতম অবস্থিতি-ক্ষেত্র, কর দ্বারা উহাতে তোমার শীলগুণে শক্তি সঞ্চারিত হইলে উহা অচিরে বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিভার সংবর্দ্ধন দ্বারা আমাকে কৃতকৃত্য করিতে পারিবে।

† (কৃতিমান্) সন্দর্ভাদি-রচনশীল।

‡ (মুগ্ধ) অবোধ।

§ (তব শীলে) তোমার শক্তিসঞ্চারণস্বভাবে।

আপন উদ্যমে হ'য়ে বদ্ধ-পরিকর,
সুরাসুর নরারাধ্যে ! শুন গো ! মা বাণি !
অন্তরে স্মরিয়া মার রাঙা পা দুখানি,
যেরূপ জীবের ভাব শাস্ত্রে শুনা যায়,
প্রতিভা-তূলিতে বর্ণে চিত্রি তুলি * তায়।

জীবভাবচিত্রণ।

অম্বরে সূত্রের যথা সম্বন্ধবন্ধন,
ওতপ্রোতভাবময় সূত্রাবলম্বন,
কর্ম্মমূল দেহ তথা, কর্ম্মের বন্ধনে
স্ফুরিত হইতে দেখি কর্ম্মাবলম্বনে †।
দেহমূল জীবদুঃখ,—(অহঙ্কারক্রমে
আত্মার অধ্যাস দেহে আত্মবুদ্ধি ভ্রমে
জীব-কর্ম্মপ্রবর্ত্তক)—তন্মূল সংসার,
জীবের বিলাসক্ষেত্র অসীমপ্রসার ; ‡

---

* (ভাব) জন্ম, ক্রিয়া ও অবস্থা, (প্রতিভা-তূলিতে) প্রতিভা—কবি-কল্পনা, তদ্রূপ তূলিতে—চিত্রসাধনী বা লেখ্যসাধনী দ্বারা, (বর্ণে) অক্ষরে বা রঙ্গে, (চিত্রি তুলি) রঞ্জিত করিয়া তুলি।

† (অম্বরে) বস্ত্রে সূতার সম্পর্কগ্রন্থি যেরূপ সূতাকে আশ্রয় করিয়া ওড়ন পাড়ন অর্থাৎ টানা পড়েন ভাবাত্মক, কর্ম্মাত্মক শরীরকে সেইরূপ কর্ম্মবন্ধে কর্ম্মাশ্রয়ে বিকাশ পাইতে দেখি।

‡ শরীর জীবের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের মূল, অহঙ্কার অনুসারে ভ্রান্তি হেতু শরীরে (প্রকৃতপক্ষে অনাত্মবস্তুতে) আত্মার আরোপ, ইহাই জীবের কর্ম্মের প্রযোক্তা, তন্মূল অর্থাৎ অহঙ্কারে দেহে আত্মবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে কর্ম্ম, তাহাই সংসারের মূল, যে সংসার জীবের অসীম-বিস্তার স্ফুরণ-ক্ষেত্র। সুতরাং বুঝা যায় যে, ভ্রান্তিহেতু দেহাত্মবোধে 'অহং কর্ত্তা' এই কর্ত্তৃত্বাভিমানের বশে যদি কর্ম্ম না করা হয়, অর্থাৎ (যখন

শুভাশুভকর্ম্মসূত্রে সদা সুসংযত,
বাসনাবিবশচিত্ত, মমতানুগত,
মায়া-খেলনক জীব শোচ্যদরশন,
অদৃষ্টচক্রেতে ঘোরে উর্দ্ধাধো-ভুবন।
জড়দেহ যবে তার প্রাণশূন্য হয়,
উহায় শ্মশানসাৎ করি, সে সময়
সকলে ফিরিয়া যায় যে যার ভবন,
পরমহিতৈষী যারা—আত্মীয় স্বজন,
জীব সঙ্গে কেহও না যায় পরলোকে—
মাতা পিতা সোদরাদি জ্ঞাতি বন্ধু লোকে।
স্বকৃত-সুকৃত বন্ধু তাহার তখন,
পরত্র বান্ধব-কৃত্য করে সম্পাদন।
পুণ্য-পরিমাণমত পরেত মানব,
পুরাকৃত-সমুদ্ভব * বিবিধ বৈভব
ভোগ করি পুণ্যলোকে, সুকৃতি-সংক্ষয়ে,
কর্ম্মের প্রবৃত্তিবশে চেষ্টমান হ'য়ে,

কর্ম্ম না করিয়া জীবের নিশ্চেষ্ট থাকিবার উপায় নাই তখন) কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে, আমি ঈশ্বরাধীন হইয়া তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহা হইতে প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছি, এ কর্ম্মের ফলের গ্রহীতাও তিনিই, এইরূপ ভগবৎপ্রীতিসম্পাদক তদর্পণফলে অভিনিবিষ্ট বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা হয়, তবে সেই কর্ম্ম জীবের সংসার-মোক্ষের হেতু হইতে পারে। আমার নিরবধি আত্মানন্দ-সুখ হউক, দুঃখের নামমাত্র না থাকে, জীবমাত্রের যখন এইরূপী ইচ্ছা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তখন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিপক্ষে হেতুভূত মোক্ষের প্রসঙ্গাধীন উপায়োল্লেখ এস্থলের অযোগ্য নহে।

* (পুরাকৃত-সমুদ্ভব) পূর্ব্ব-কৃত কার্য্য সকল হইতে উৎপন্ন।

পুণ্যময় লোক হ'তে প্রথমে আসিয়া
সুধাংশুমণ্ডলে মিলি, নীহারে মিশিয়া,
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে শিশির-সহিত,
ধীরে ধীরে হয় উহা ভূতলে পতিত।
অনন্তর ধান্যাদিতে থাকে খাদ্যাকারে,
পুরুষে আহার করে ক্রমশঃ তাহারে।
এইরূপে নরদেহে পেয়ে অবকাশ,
রেতোরূপে হয় তথা জীবের বিকাশ।
দম্পতি-মিলনে রেতঃ শোণিতের সনে
বদ্ধ থাকি নারী-গর্ভে জরায়ু-বন্ধনে,
দিনমাত্রে হ'য়ে উহা কলন-সংজ্ঞিত,
ক্রমশঃ দৃঢ়তা লভে রক্তের সহিত;
পঞ্চরাত্রে কললাখ্য জরায়ু-মাঝারে
শোভা পায় রক্তসহ জলবিম্বাকারে;
সপ্তরাত্রে পেশীরূপে উহার উদয়;
পঞ্চদশ দিন পেশী থাকে রক্তময়;
পঞ্চবিংশ রাত্রি প্রায় করিয়া অতীত,
মাংসপেশী-বীজে হয় অঙ্কুর গঠিত।
গ্রীবা, শির, স্কন্ধভাগ, পৃষ্ঠ-বংশোদর,
জনমে অঙ্কুর পঞ্চমাসের ভিতর;
হস্ত, পদ, পার্শ্ব, কটি, জানু দুই মাসে,
একে একে ক্রমে ক্রমে জঠরে বিকাশে;
মাসত্রয়ে অঙ্গ-সন্ধি হয় সমুদয়;
মাসচতুষ্টয়ে জন্মে অঙ্গুলি-নিচয়;

নাসিকা, শ্রবণযুগ্ম, যুগল নয়ন,
দংষ্ট্রদেশ, নখাবলী, পায়ুর গঠন,*
পঞ্চম মাসেতে ক্রমে হইয়া নিঃশেষ,
ষষ্ঠ মাসে জনমে উপস্থ,† নাভিদেশ ;
রোমরাজী, শিরঃ-কেশ সপ্তমে জনমে,
সর্ব্বাঙ্গের সন্নিবেশ নিঃশেষ অষ্টমে।
পঞ্চম মাসেতে হয় চৈতন্য-সঞ্চার ;
বিচিত্র গর্ভের সৃষ্টি, বুঝে সাধ্য কার ?
জননীর রসনাড়ী জীবনাভি-নালে ‡
জীবে বাঁচাইতে রহে মিলি এই কালে ;
মাতৃভুক্ত অন্নসার নাল-ছিদ্র দিয়া
বৃদ্ধি করে জীবদেহ, দেহ-মধ্যে গিয়া।
নিজ কর্ম্মবশে জীব আসি গর্ভবাসে,
রুদ্ধ হ'য়ে রেতোরক্তরূপ দেহপাশে,
ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্বতন জনম-নিচয়,
জন্ম-জন্ম-কৃত কর্ম্ম স্মরি সমুদয়,
জঠর-দহন-দাহে দগ্ধ-কলেবর,
অস্থির-অন্তর জীব, বিষম কাতর,
হৃদয়ে উদিত হ'য়ে ঘোর অনুতাপ,
বারংবার করে কত করুণ বিলাপ।

---

* (দংষ্ট্রদেশ) মাঢ়ি, (পায়ু) মলদ্বার।
† (উপস্থ) মূত্রদ্বার।
‡ (জীবনাভি-নালে) জন্মীর নাভিশিরাতে।

ঘন ঘন বহে শ্বাস, করে হাহাকার,
বলে, আমি ভবে ভ্রমিয়াছি কতবার!
রমণী-তনয়-আদি পরিজনগণে
মায়া-গুণে কত বার ফেলেছে বন্ধনে;
সে সবার প্রীতি আর পোষণের তরে,
অর্জ্জিয়াছি নানা দ্রব্য কত যত্ন ক'রে;
ধনার্জ্জনে পূরাতে তা'দের মনোরথ,
ধরিয়াছি কত শত ন্যায়ান্যায়-পথ;
বহ্নিতাপ-তপ্ত লৌহে সলিল যেমন,
তেমনি নশ্বর ভবে জীবের জীবন;
তারে আমি নিত্য মানি, মাতি মোহমদে,
তার তৃপ্তি-হেতু ব্যস্ত থাকি প্রতিপদে,
শুদ্ধ নিজ-বোধভাব দিয়া বিসর্জ্জন,
জন্মে জন্মে সহি কত মায়া-নিযন্ত্রণ।
ইন্দ্রিয়ঘোটকযুক্ত দেহযান-যোগে
ন্যায়ান্যায়-পথ ভ্রমি, বিষয়-সম্ভোগে,
অনেকের অপকার করিয়াছি কত,
অনেকে অনেক জ্বালা দিয়াছি নিয়ত;
কতবার অনেকের করি সর্ব্বনাশ,
সাধিয়াছি আপনার প্রিয় অভিলাষ।
আমা হ'তে সহেছে অনেকে অপমান,
অনেকে অনেক ক্ষোভ করেছি প্রদান;
অপ্রিয় পরুষভাষ ভাষি কত জনে,
দিয়াছি বিষম ব্যথা তাহাদের মনে;

কত দীন দুঃখী লোকে আহা ! কত দিন
নিদারুণ দুর্দ্দৈবের হইয়া অধীন,
কাতর-বচনে সবে দ্বারদেশে আসি,
জানায়েছে ক্ষুধা তৃষ্ণা, নেত্রনীরে ভাসি,
পায় নাই কিন্তু কোন পান বা ভোজন,
প্রত্যুত্ত সহেছে নানা তাড়ন গঞ্জন ;
দম্ভমদে মত্ত হ'য়ে ক্ষিপ্তজন-মত
অন্যায় অবাচ্য বাক্য বলিয়াছি কত ;
স্বমতবিরোধী জনে ক্রোধে কতবার
নির্ম্মম হইয়া কত করেছি প্রহার ;
গর্ভবাসে ভুঞ্জি এবে যাতনা যে সব,
এ সমস্ত সে সমস্ত পাতক-সম্ভব।
কর্ত্তা আমি, আমি ভোগী, আমি বলবান্,
কে আছে আমার তুল্য শ্রীমান্ ধীমান্ ?
কত কুটুম্বেরে পালি অন্নবস্ত্র-দানে,
আমার কীর্ত্তি-কলাপ কে বা নাহি জানে ?
অমুক আমার মত কে বলিবে কিসে,
পবিত্র চামর কভু শ্বপুচ্ছে কি মিশে ?
অমুক শত্রুকে আমি তৃণতুল্য গণি,
দেশের মস্তক আমি বীরচূড়ামণি,
সবার প্রধান আমি, আমি দলপতি,
লঙ্ঘিবে আমার আজ্ঞা কাহার শকতি ?—
এইরূপ দম্ভবাক্যে অহঙ্কারভরে
সঞ্চিয়াছি ঘোর পাপ আজীবন ধ'রে ;

মনুষ্যে মনুষ্য বলি করি নাই জ্ঞান,
আত্মমদে থাকিতাম সতত অজ্ঞান;
জঠর-যন্ত্রণা এই সমুচিত তার,
কে খণ্ডিবে উহা আজি, সাধ্য আছে কার?
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন হ'তে অনিষ্টের ভয়ে
আসিয়া আমার কাছে ব্যাকুল-হৃদয়ে,
অনেক নিরীহ লোক অনেক সময়
আনুকূল্য-আশে মোরে করিয়া আশ্রয়,
ঔদাসীন্য বুঝি শেষ হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
হতাশ্বাসভাবে সবে করেছে প্রয়াণ;
সেইজন্য আজি বুঝি এ দশা আমার,
জঠর-নিরয়-মাঝে করি হাহাকার।
দেব, দ্বিজ, গুরু, বৃদ্ধে ভক্তির সহিত
সেবি নাই পূর্ব্বজন্মে যত্নে কদাচিত;
পূজ্যপূজা-ব্যতিক্রম সেই দোষ হ'তে,
গর্ভ-কারাবাসে কষ্ট পাই নানামতে।
অসার ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগ-কারণ
কতবার ধর্ম্মাচার করেছি ভঞ্জন,
জন্মে জন্মে সঞ্চিয়াছি পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ;
তার ফল গর্ভবাসে পাই পরিতাপ।
কেমনে আমার সুখ, আমার কল্যাণ,
ঘটিবে আমার তৃপ্তি, এই অনুধ্যান
জাগরূক যাঁহাদের মনে অনুক্ষণ,
প্রাণাধিক স্নেহে মোরে করিয়া পালন,

ভাবিতেন যাঁরা সদা সুখী হ'ব পরে,
পশ্চিম বয়সে পুত্র পালিবে আদরে,
শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশিবে আমাদের প্রতি,
স্থবির বয়সে পুত্রমাত্র হয় গতি,
আমায় আশ্রয় করি এই মত কত
আশার সঞ্চার হ'ত যাঁদের সতত,—
সেই মাতা পিতা মম দুষ্ট আচরণে
কতবার কত ব্যথা পেয়েছেন মনে।
দিনেকের কথা মার হ'তেছে স্মরণ,
কহেন জননী আমা করি সম্ভাষণ—
অবোধ তনয় ওরে শুন যাদুমণি !
তোমা হ'তে যত জ্বালা সহেন জননী ;
দশ মাস দশ দিন কত কষ্ট স'য়ে
তোমায় তনয় ! গর্ভে বহিয়াছি ল'য়ে ;
সহেছি বেদনা কত প্রসব-সময়,
মা ভিন্ন অন্যের যাহা বুঝিবার নয় ;
ভূমিষ্ঠ হইলে তুমি, হেরি চাঁদমুখ,
অতিস্নেহে ভুলিয়াছি সকল অসুখ ;
আপন শোণিতসার স্তনদুগ্ধ দিয়া,
বাঁচায়েছি স্তনন্ধয় তোমায় পালিয়া ;
কোলে শুয়ে মলমূত্র ত্যজিয়াছ যত,
সে সব নিগ্রহ বাছা সহিয়াছি কত ;
কোমল সজল নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া
তোমার মলাক্তগাত্র দিয়াছি মুছিয়া ;

ঘটিলে তোমার রোগ রোগীর মতন,
স্নানাহার দিয়াছি সকল বিসর্জ্জন ;
কিসে সুস্থ হ'বে তুমি, কিসে সুখে র'বে,
করেছি সে কায যাহা—যাবৎ সম্ভবে ;
খাইতে সুস্বাদ যাহা পেয়েছি যখন,
না খেয়ে তোমায় খেতে দিয়াছি তখন ;
এই মতে পালিয়াছি তোমায় যতনে,
তোমা হ'তে কত আশা সঞ্চিয়াছি মনে ;
পুন্নাম-নরকে পুত্র করে পরিত্রাণ,
ইহ পরলোকে করে কল্যাণ-বিধান ;
অসময় পুত্র হ'তে পা'ব উপকার,
পুত্রসম হেন ধন কিবা আছে আর ?
যদি পুত্র ! হয় পুত্র জ্ঞানী, গুণবান্,
আনন্দ রাখিতে মার নাহি থাকে স্থান ;
সুতের সুখ্যাতিবাদ শুনিলে শ্রবণে,
আনন্দ না ধরে বাছা ! জননীর মনে ;
ধার্ম্মিক সুশীল হয় সন্তান যাহার,
শান্তিসুখ-সিন্ধু তার অগাধ অপার ;
ন্যায়লব্ধ ধনে পুত্র যদি হয় ধনী,
সফল প্রসব বলি মানেন জননী ;
আজ্ঞাধীন হ'য়ে পুত্র যদি বশে রয়,
সার্থক জীবন মোর, মার মনে লয় ;
শুন বাছা যাদুধন ! পুত্র মূর্খ হ'লে,
বিনানলে মাতৃ-মন দিবানিশি জ্বলে ;

দুরাচার পুত্র যার, আহা ! সে রমণী
জীবনে মরিয়া থাকে দিবস-রজনী ;
বন্ধ্যা হয় নারী যদি, মনে হয় তার,
পুত্র-নিধি ভাগ্যে বিধি লেখে নি আমার,
ইহা ভিন্ন অন্য দুঃখ আর না সে গণে ;
মূর্খ পুত্র নানা কষ্ট দেয় মার মনে ;
তীর্থদরশন, পূজা, ব্রত নানামত,
দানাদি মঙ্গল পুণ্য ধর্ম্মকর্ম্ম যত,
সম্পাদিব সে সকল পুত্রের যতনে ;
কার মাতা এ সকল না ভাবেন মনে ?
পাপিষ্ঠ অধর্ম্মপর হইলে তনয়,
সে সব কামনা তাঁর তিরোহিত হয় ;
এই চিন্তা অনুক্ষণ হ'তে থাকে মার—
ম'লে বাঁচি, এত জ্বালা সহে না ত আর ;
সুতে নিন্দা করে সবে শুনি নিরন্তর,
দুঃখ-বিষে অঙ্গ তাঁর সতত জর্জ্জর ; *
অন্তরের জ্বালা মার থাকে আজীবন,
না করেন যদবধি চিতাধিরোহণ ;
কৌমারে পালেন পিতা, বল্লভ যৌবনে,
বার্দ্ধকে নারীকে সুখে রাখে পুত্রধনে ;
সুপুত্রের সদাচার শ্রদ্ধা মমতায়,
সুখে দিন যায় মার প্রাচীন-দশায় ;

---

* (জর্জ্জর) শিথিলাবরণ।

দেখিয়া সন্তানে সুখে করিতে সংসার,
পরিণামে ভব-সিন্ধু সুখে হ'ন পার ;
আমার মনেও বাছা ওরে যাদুমণি !
ওরূপ অনেক আশা জন্মেছে আপনি ;
সে সকল আশা মম, তব কদাচারে,
মূলসহ সমুচ্ছিন্ন হ'ল একবারে ;
এততেও বাঞ্ছি সদা তোমার মঙ্গল,
তোমার ভাবনা ভাবি হৃদয় চঞ্চল ;
পিতাও তোমার বাছা ! আমার মতন,
বাঞ্ছেন কল্যাণ তব শান্তি অনুক্ষণ ;
অসীম মমতা তাঁর, কত ভালবাসা,
সুখে থাকি সুখী কর সদা এই আশা ;
আত্মাধিক, প্রাণাধিক, প্রিয়তম ধন,
ভাবিয়া তোমায় তিনি করেন যতন ;
রূপ, গুণ, বিজ্ঞানাদি বিষয় সকলে,
আমিই সবার শ্রেষ্ঠ হই ধরাতলে,—
এই মত আত্মোন্নতি পর-পরাজয়,
ইচ্ছা করে সর্ব্ব নরে সকল সময় ;
কিন্তু কি বিচিত্র ভাব দেখহ পিতায় !
পুত্র হ'তে পরাজয় শ্লাঘনীয় তাঁয়,
বাঞ্ছেন সতত তিনি, আমার সন্তান
সকল বিষয়ে হয় সবার প্রধান ;
দেখিলে পুত্রের সুখ, আহা ! একবারে
ডুবেন অতলস্পর্শ সুখ-পারাবারে ;

এহেন জনক তব স্থবির-প্রবর,
জরাজীর্ণ, শোকশীর্ণ, রুগ্নকলেবর,
এমন সময় তাঁরে সেবা-শ্রদ্ধা-ভরে
তুষিলে না তুমি পুত্র! দিনেকের তরে;
প্রত্যুত প্রত্যহ নানা মন্দ আচরণে,
দারুণ বেদনা কত দাও তাঁর মনে;
বৃথামোদে মিছা দিন কাটাও তনয়!
এ বয়সে আর উহা উচিত ত নয়;
ধর বাছা ধীর ভাব, সাধুসঙ্গ কর,
দুষ্ট কার্য্য, মন্দ সঙ্গ দূরে পরিহর,
যত্নে পরিচর্য্যা কর দেহ বাক্য মনে,
যে কয়েক দিন মোরা বাঁচি দুই জনে—
এইরূপ সকরুণ বাক্যেও মাতার
হয় নাই পূর্ব্বে মম চৈতন্য সঞ্চার;
তাঁর উপদেশবাণী ক'রেছি লঙ্ঘন;
জঠর-নিরয়ে তাই ডুবি রে এখন।
ভয়, দুঃখ, শোক, জ্বালা, যে কোন অসুখ
ঘটিলে, ঘুচিত হেরি মা বাপের মুখ;
বারেক তাঁদের দেখা আজি যদি পাই,
গর্ভকারাবাস-কষ্ট কতক জুড়াই।
জরায়ু-বেষ্টন-বন্ধ বড় ভয়ঙ্কর,
আর ত সহে না, প্রাণ হয়েছে কাতর;
হায়! হায়! প্রাণ যায়, করি কি উপায়?
কে দেখিবে, কে রক্ষিবে, কহিব বা কায়?

রে পাপ নিলাজ দুষ্ট দুরাচার মন!
পুরাকৃত কর্ম্ম তব ফলিছে এখন;
নিজে আমি তোমা হ'তে নিজের যে নই,
তব সঙ্গ ছাড়ি চাই, পারি তাহা কই?
যাবত না হবে মন! তোমার মরণ,*
করিবে আমায় তুমি কত জ্বালাতন।
প্রেমময়! কোথা আছ এস পরমেশ!
দেখ প্রভু! দুর্দ্দশার ঘটিয়াছে শেষ।
করি নাই তব পূজা আমি কদাচন,
না ক'রেছি কভু তব ভজন সাধন,
সংসারে না পালিতাম তব উপদেশ,
নাহি শুনিতাম কভু তোমার আদেশ,
লঙ্ঘিতাম তোমার নিয়ম পদে পদে,
তবু তুমি রক্ষা মোরে ক'রেছ বিপদে;
স্বপনেও না করেছি তোমার ভাবনা,
সেই হেতু সহি আজি এতেক যাতনা;
নিজে আমি নিজ-শত্রু স্বকর্ম্ম-কারণ,
নিজ দোষে দুঃখ পাই, কে করে বারণ?
তোমার গোবিন্দ নাম সর্ব্বদুঃখ হরে,
দুর্দ্দৈব বিপদরাশি নিরসন করে,

---

* জীবের দুঃখ মনের মরণাবধি, মনের মৃত্যুতেই জীবত্বের উপশম ও স্বপ্রকাশ আত্মার প্রকাশ হয়, ঐ অবস্থায় সর্ব্বদুঃখাদির শান্তি যোগিজন-সংবেদ্য।

শুনিয়াছি সাধুমুখে শাস্ত্রের বচন,
লইলাম সেই নামে একান্ত শরণ ;
ওহে দীনবন্ধু হরি, অগতির গতি,
ব্যারেক করুণা করি ঘুচাও দুর্গতি ;
তুমি ত দয়াল নাথ, পতিত-শরণ,
চরণে পতিত আমি, রাখ হে এখন ;
ভ্রমিতেছি নানা যোনি নিরবধি কাল,
ও পদে বিশ্রাম দাও, ঘুচাও জঞ্জাল ;
অনেকের কাছে আমি আছি অপরাধী,
পাই যদি সে সকলে, পায় প'ড়ে সাধি ;
কিন্তু তাহাদের দেখা পাব না ত আর,
কর্ম্মসূত্রে কে কোথায়, সন্ধান কি তার ?
তুমি কিন্তু সর্ব্বময়, আছ সর্ব্বস্থানে,
যাচিতেছি ক্ষমা তাই তব সন্নিধানে ;
আর আমি পাপকার্য্য না করিব কভু,
ঘুচাও দেহের দাহ, ক্ষমা কর প্রভু !
এখন হইতে সদা ভাবিব তোমায়,
দেখা দাও প্রাণসখা ! আছ হে কোথায় ?
নরকনাশন হরি শ্রীমধুসূদন,
ভ্রান্ত-ভ্রান্তি-হর দেব ! কমললোচন !
শ্রদ্ধাসহ ও চরণে করিলে প্রণতি,
কাটে নাথ ! কোটি কোটি জন্মের দুর্গতি ;
প্রণমি শ্রদ্ধায় আমি তোমার চরণে,
ছেড় না অধম বলি দুরাচার জনে ;

প্রেমসিন্ধু, পরবন্ধু, পতিতপাবন,
দয়াময়, প্রপন্নের দুরাধিভঞ্জন ;
তুমি কর্ত্তা,—বিধিমুখ ত্রিদশ-নিকর
তব অনুগত, সবে তোমার কিঙ্কর ;
চরমে তুমিই গম্য, নিরাময়-ভূমি,
অকিঞ্চন মানবের মহানিধি তুমি ;
আমি অকিঞ্চন, তুমি সর্ব্বস্ব আমার,
করুণ-নয়নকোণে হের একবার ;
কি আর বলিব বিভো ! জানিছ সকল;
নিদারুণ যাতনায় হতেছি বিকল ;
আহা আহা ! আর জ্বালা সহে না সহে না,
উহু মরি, দেহ বুঝি রহে না রহে না ;
কেমনে এ স্থান হ'তে পাই পরিত্রাণ,
যন্ত্রণায় মরি হরি ! বাহিরায় প্রাণ।—
এমতে গর্ভস্থ জীব সম্বোধি ঈশ্বরে,
নিজ দুর্বিষহ দুঃখ নিবেদন করে ;
আবৃত তাহার দৃষ্টি বিষম মায়ায়,
হৃদয়স্থ হৃষীকেশে হেরিতে না পায় ;
উদ্দেশি ঈশ্বরে করে নানা স্তুতি নতি,—
কহে, রক্ষা কর দেব ! দুর্গতের গতি,
প্রলয়াগ্নি-গর্ভদাহে হই দহ্যমান,
নিবার হে দাহপীড়া, কর শান্তিদান।—
বলিতে বলিতে কথা রোধে বাষ্পভরে,
অবশাঙ্গ হয় জীব, নেত্রে নীর ঝরে।

উপজি সূতিমারুত * এমন সময়,
নিঃসারিতে তারে ভূমে বেগবলে বয় ;
বেগে গর্ভ হ'তে থাকে ক্রমশঃ বিস্রুত, †
ক্রমে উপক্রমে হতে স্বস্থান-বিচ্যুত ;
নরক হইতে চ্যুত নারকী যেমন,
পূতি-ব্রণ-বিগলিত-কৃমি-দরশন, ‡
মলাক্ত, রক্তাক্ততনু পোত অবশেষে,
গর্ভচ্যুত হয়ে তথা ঘৃণাকর বেশে,
ভূমে পড়ি দেয় দেখা আসি এ সংসারে,
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মমত ফল ভুঞ্জিবারে ;
গর্ভের যাবৎ জ্ঞান সব ভুলে যায়,
তারস্বরে কাঁদে শিশু তৃষ্ণার জ্বালায় ;
মায়ামূর্ত্তি স্নেহময়ী জননী তখন,
কোলে তুলে লয়ে তারে খেতে দেন স্তন
দিন দিন শুক্লপক্ষে যেন শশধর
শিশুকায় বৃদ্ধি পায়, শোভে মনোহর ;
বিশাল পিপ্পলতরু অব্যক্তস্বরূপে
পিপ্পল-বীজের মধ্যে রহে যেইরূপে,
শিশুর অন্তরমাঝে কর্ম্মজ সংসার
প্রথমে অদৃষ্টরূপে থাকে সেপ্রকার ;

* (সূতিমারুত) প্রসবকালীন বায়ু, যাহার বলে গর্ভ বেগে ভূমে প্রচ্যুত হয়।

† (বিস্রুত) ক্ষরিত বা পতিত।

‡ (পূতি ইত্যাদি) পচা ক্ষত হইতে ভ্রষ্ট কৃমির আকার।

উঁহার বয়স ক্রমে বৃদ্ধি পায় যত,
অব্যক্ত সংসার-বৃক্ষ ব্যক্ত হয় তত ;
কালে যথা পিপ্পলের কাণ্ড, শাখা, দল,
পত্রাদি বিবিধ অঙ্গ ব্যাপে ধরাতল,
সংসারের অঙ্গরাশি বর্দ্ধিত হইয়া
বিশ্বময় পড়ে তথা ক্রমে বিস্তারিয়া ;
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, অহঙ্কার,
রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, মান অনন্তপ্রকার,
দুঃখ, ক্ষোভ, সুখ, শোক, নানা অভিলাষ,
স্নেহ, দয়া আদি যত মানস-বিলাস,—
কার্য্যাকারে পরিণত হ'য়ে অবশেষ,
উহারা ধরায় জীবে সংসারীর বেশ ;
যদি পূর্ব্ব পুণ্যরাশি সুসঞ্চিত থাকে,
বন্ধুরূপে সমাশ্রয় করে আসি তাকে ;
তখন সাধুর সঙ্গ, শান্ত ব্যবহার,
শ্রেয়োমার্গ স্বভাবতঃ ভাল লাগে তার ;
পূর্ব্বকৃত সুকৃতির হইলে উদয়,
কুপ্রবৃত্তি কিছুকাল প্রশমিত রয় ;
অন্যথা কুপথে জন্তু চলে নিরন্তর,
কামাদির বশে হ'য়ে বিবশ-অন্তর ;
নিবারিতে নারে তারে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান,
ধর্ম্মাদি বিধানবাক্য, গুরুদত্ত জ্ঞান ;
ঈপ্সিত-বশগ জীবে লজ্জা, দণ্ডভয়,
উষর-নিক্ষিপ্ত বীজ যেন পায় লয় ;

ছলে, বলে, সুকৌশলে পরে পীড়া দিয়া
অতিমাত্র হয় প্রীত স্বসুখ সাধিয়া ;
প্রবৃত্তিপ্রবণ জন্মী নিগ্রহ না মানে,
নিজে সে নিজের শত্রু জানিয়া না জানে ;
স্বর্ণময় পাশবন্ধ সুকৃতি সকল,
যত কিছু পাপপুঞ্জ লোহার শিকল ;
প্রকৃতিপ্রবণ জীব সুখাশী হইয়া
উল্লিখিত পাশেতরে বদ্ধ হয় গিয়া ;
দৃষ্টির বিভ্রমমুগ্ধ কুরঙ্গমগণ
মরীচিকা হ'তে যাচে তৃষানিবারণ ;
না হয় মানস পূর্ণ, মিছামিছি ভ্রমে,
ভ্রমণে দারুণ তৃষ্ণা বাড়ে ক্রমে ক্রমে ;
তৃষ্ণাশান্তি বাঞ্ছি নর বিষয়নিচয়ে,
সেই মত বৃথা ভ্রমে মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ;
বৃথাশ্রম, মনোরথ না পূরে তাহার,
বাড়ে মাত্র ঘোর তৃষ্ণা, ভ্রান্তিমাত্র সার ; *
নারীরত্ন, দাস, দাসী, নানা যানাসন,
শস্যাদি সর্ব্বসম্পদ্, পশু অগণন,
রজত, কাঞ্চন, মণি, বিবিধ বৈভব,
যত কিছু ভোগ্যবস্তু ধরণীসম্ভব,
একজনে পায় যদি সম্ভোগ-কারণ,
তথাপি তাহার তৃষ্ণা † না হয় বারণ ;

---

* (ভ্রান্তিমাত্র সার) ভ্রমণমাত্র স্থায়ী ফল, আর কিছুই হয় না, এই তাৎপর্য্য।

† (আকাঙ্ক্ষা তার) পাঠান্তর।

স্বতঃ কি পরতঃ ইহা করি অনুভব,
তথাপি চেতনহারা অবোধ মানব,
মায়াবর্ত্তে মোহগর্ত্তে তীব্রবেগভরে
অসাধ্যসাধনদক্ষ-দৈব-শক্তি-করে
নিপাতিত হ'য়ে কত ভ্রমে অবিরত ;
কোষকার কৃমি যথা কোষমধ্যগত,
প্রবৃত্তিরচিত সূত্রে বদ্ধ অনুক্ষণ,
শান্তিহারা ভ্রান্ত জন্তু ভ্রমে রে ভুবন।—
দেব, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গম,
বৃক্ষ, লতা, পাষাণাদি স্থাবর, জঙ্গম,
নানাকারে, নানাযোনি, ধরি নানা কায়,
কুলালের চক্রারূঢ় মৃত্তিকার প্রায়,—
আধি, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, জরার যাতনা,
বিদ্যা, ধন, প্রতিষ্ঠাদি লাভের বাসনা,
প্রাণাধিক প্রিয়তম বস্তুর বিয়োগ,
মর্ম্মান্তিক ক্লেশপ্রদ অপ্রিয়-সংযোগ,
নানা পাপে, নানা তাপে সদা দহ্যমান,
না পায় প্রশম মাত্র বিন্দুপরিমাণ।
অবিশ্রান্ত ধ্বান্তময় পথ-পর্য্যটনে
পথশ্রান্ত, পরিক্লান্ত বিকল-চরণে,
হতাশ হইয়া পড়ে, আহা! যে সময়,
চারিদিক্ দেখে দুঃখে নিরালম্বময় ;
প্রাক্তন সুকৃত যদি সুসঞ্চিত থাকে,
সে সময় সেইমাত্র, সুখী করে তাঁকে ;

বৈরাগ্য পবনরূপে সহসা বহিয়া,
মায়াবৃতি-যবনিকা * দেয় উড়াইয়া ;
বিমল হৃদয়াদর্শ জ্যোতির্ম্ময় রূপ,
আপন সহজ ভাসে ভাসে অপরূপ ;
তখন দর্পণ-তলে বিবেক-নয়নে,
আত্মানন্দ নিজ জ্যোতীরূপ দরশনে,
মুহূর্ত্তে মোহিত জীব, ভুলি পূর্ব্বরূপ,
প্রকাশে আনন্দভাব, ভাষে এইরূপ,—
যেন এই ভাবে আমি থাকি চিরদিন,
মিশিয়া সংসারপাপে না হই মলিন।
প্রেমাস্পদ আত্মরূপ জীব দেখে যত,
উথলিয়া ওঠে তার ভাবসিন্ধু তত।
আত্মপ্রেমময় রসে গলিত হইয়া,
আত্মরূপে ভাসে জীব আত্মায় লইয়া,—
কহে, নিরঞ্জন ওহে ! প্রকৃতির পর,
তোমায় এতেক কাল করিয়াছি পর,
মোহে হ'য়ে বিড়ম্বিত, † ক্ষম অপরাধ,
এইভাবে থাক সদা, পূর্ণ কর সাধ ;
নিজগুণে পরমেশ ! এ কি বিমোহন
রচিয়াছ ধাঁধা-চক্র মায়িক-রতন !
ছাড় লুকোচুরি-ভাব, ফেলেছি ধরিয়া,
দেখি তোমা অনিমিষে নয়ন ভরিয়া ;

* (মায়াবৃতি-যবনিকা) মায়ার আবরণশক্তিরূপ পর্দ্দা।
† (মোহে বিড়ম্বিত) মায়াতে বঞ্চিত।

বহুকাল পরে যদি উদিলে হৃদয়ে,
আলিঙ্গি এস হে হৃদে, প্রাণে তুলে লয়ে; *
বিচ্ছেদ না সহে আর তোমাতে আমাতে,
দূর কর ধাঁধা-চক্র—মিশি গে তোমাতে।
চৈতন্যবিগ্রহে যথা পূর্ণাস্বাদময়
রাধাকৃষ্ণ-ভাবরস-নিত্য-সমুদয়, †
সেই মত এই দেহে তোমার বিকাশে,
পূর্ণভাব রস আজি স্বতঃ যে বিলাসে;
এই ভাবে মিলি উভে থাকি হে সতত,
তুমি গুরু, আমি শিষ্য তব অনুগত;
তুমি হে রসের বশ, রস-সিন্ধু-পতি,
প্রাণনাথ! আমি তব স্বাদনিষ্ঠরতি; ‡
আমি দেহ, তুমি প্রাণে জীবের গঠন,
তুমি নিত্যপদ, আমি পদার্থ মতন,
সতী সীমন্তিনী আমি, তুমি মম পতি,
জনমে জনমে নাথ! তুমি মাত্র গতি; §

* প্রাণ লোকের অতিশয় প্রিয়, শরীরস্থ দশবিধ বায়ুর মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রধান, ইহার স্থিতি হৃদয়ে। তুমি এত প্রিয় যে তোমাকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তি বোধ হয় না; তাই বলিতেছি, হৃদয়স্থিত হৃদয়াধিক প্রিয়তম প্রাণে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করি।

† (চৈতন্যবিগ্রহে) চৈতন্যদেবের শরীরে, (রাধাকৃষ্ণ-ভাবরস-নিত্য-সমুদয়) রাধা ও কৃষ্ণ এতদুভয়াত্মক আস্বাদের নিত্যোত্থান—সদাবির্ভাব।

‡ (রসের বশ) অনুরাগের অধীন, (রস-সিন্ধু-পতি) মাধুর্য্যাদি-গুণ-সাগর, (স্বাদনিষ্ঠরতি) রসানুভব বিষয়ে স্থিরানুরাগ।

§ সতী সীমন্তিনী জন্মান্তরেও আপনার পতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়, এই-জন্য তুমিমাত্র আমার প্রতিজন্মে আশ্রয়।

তুমি নাম, আমি রূপে স্ফুরে চরাচর; *
তুমি বিন্দু, আমি নাদে অবনী-অম্বর
অভিন্নগঠনে মিশি, প্রণব-প্রকাশ;
চিদানন্দময় তুমি, আমি চিদাভাস;
তুমি শুদ্ধ হেম, আমি হৈম বিভূষণ;
তুমি বীজ, আমি তায় অঙ্কুর মতন;
তুমি সূত্র, সর্ব্বেশ্বর! আমি বস্ত্রাকার,
ওড়ন পাড়ন তুমি সকলি আমার;
তুমি বারি, বারিবিম্ব আমি বারিময়, †
তোমাতে উদয় মম, তোমাতে বিলয়;
লোহার বর্ত্তুল যথা অনল-প্রবেশে,
অবিভিন্ন ভাবে শোভে অনলের বেশে,
তোমার প্রবেশে বিষ্ণো! হয়ে বিষ্ণুময়,
তোমারে সর্ব্বাত্মভাবে করিয়া আশ্রয়,
এইভাবে তোমাতেই থাকি চিরদিন,
সংসারে মিশিয়া আর না হই মলিন।—
আত্মলাভে আত্মহারা জন্মী এইমত
আত্মার লইয়া ভাব ব্যক্ত করে কত।
আত্মাতে জীবের নব এ শুভ মিলন,
পূর্ণিমার নিশা সহ নিশেশ-শোভন,

* নাম ও রূপ উপাধি অর্থাৎ ভেদক ধর্ম্ম, উহাকে আশ্রয় করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের স্ফুরণ, নাম-রূপের বিলয়ে কেবল শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রের সত্তা বর্ত্তমান থাকে।

† (বারিবিম্ব) জলবুদ্‌বুদ, (বারিময়) জলবিকার।

অপার ভাবজলধি দেয় উথলিয়া, *
ভাবস্রোতে জীবচিত্ত ফেলে গলাইয়া ;
পুনঃ পুনঃ যাচে জীব এ শুভ মিলন,
বিচ্ছেদ-কবলে নাহি পড়ে কদাচন ;
মায়াশক্তি-ধাঁধা-চক্র-বিক্ষেপ-বিক্রমে †
বিচ্ছিন্ন বিলুপ্ত নাহি হয় কোনক্রমে ;
কিন্তু দৈবী চিত্রগতি কে বুঝিতে পারে ?
মায়াবৃতি-যবনিকা, সবেগ-সঞ্চারে
হৃদয়দর্পণ-কান্তি করি আচ্ছাদিত,
পূর্ব্বের সমান পুনঃ হয় প্রসারিত ;
মায়াশক্তি-ধাঁধা-চক্র-বিক্ষেপ-ঘূর্ণন
পূর্ব্বমত জীবে ল'য়ে ঘুরায় তখন।
শ্মশানবৈরাগ্য কবে চিরস্থায়ী হয় ?
জীবের অদৃষ্টদুঃখ ঘুচিবার নয়।
তৈলকার যন্ত্র-বদ্ধ, নিরুদ্ধনয়ন,
নাসাপাশ-নিয়ন্ত্রিত বৃষের মতন,
মায়ান্ধদর্শন হ'য়ে সংসারসংযত, ‡
শ্বাসপাশবদ্ধ জন্মী ভ্রমে পূর্ব্বমত ;

* আত্মাতে জীবের নব শুভ মিলন পূর্ণিমার রাত্রির সহিত চন্দ্রের মিলনের ন্যায় সুন্দর, পূর্ণিমার রাত্রির সহিত চন্দ্রের মিলনে সাগর উথলিয়া দেয়, জীবের ভাবসাগরও উথলিয়া দেয় ; এ মিলনেও জীবের ভাবসাগর উথলিয়া দেয়।

† মায়াশক্তি-বিক্ষেপ জীবকে ঈশ্বর হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া চক্রের ন্যায় ঘূর্ণ্যমানভাবে জীবকে ঘুরাইয়া থাকে, এইজন্য উহা ধাঁধা-চক্র অর্থাৎ মোহোৎপাদক চক্রস্বরূপ, উহার (বিক্রমে) আক্রমণে।

‡ (সংসারসংযত) সংসারে নিয়মিত, (মায়ান্ধদর্শন) মায়াতে অন্ধদৃষ্টি।

হাসে, কাঁদে অনিয়ত আপন স্বভাবে,
অতিমুগ্ধ শিশু যথা জ্ঞানের অভাবে ;
অবিশ্রান্ত ধ্বান্তময় পথে বারংবার
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সদা করে হাহাকার।
রাগ-বায়ু-সহযোগী কাম-হুতাশন,
বিষয় ক্ষেত্র-নিবিষ্ট অক্ষ-তরুগণ,
অসীমপ্রসার ভীম ভব দাবময়,
অবোধ জীবের কুল, কুরঙ্গ-নিচয়, *
যাবৎ ইহারা সবে র'বে বিদ্যমান,
ঘোর দাবদাহকাণ্ড না হবে নির্ব্বাণ ;
পুড়িবে কুরঙ্গকুল করি হাহাকার,
ঘুরিবেও ধাঁধা-চক্র বেগে অনিবার।
যাবৎ থাকিবে ঘোর সংসার-জলধি,
প্রবৃত্তি হেন বড়বা র'বে যদবধি,
মায়াশক্তি-শিখিশিখা যাবৎ জ্বলিবে, †
বিষম বাড়বানল কেমনে নিবিবে ?
যদবধি কামনার থাকিবে আবেশ,
যাবৎ বাসনাবিন্দু না হ'বে নিঃশেষ,
ঘুচিবে না তদবধি মায়া-নিযন্ত্রণ,
জীবজ্বালা কিছুতে না হ'বে প্রশমন ‡। বিদ্যার্পণমস্তু।

* (রাগ-বায়ু সহযোগী) অনুরাগরূপ বায়ুর সঙ্গচর, (বিষয়-ক্ষেত্র-নিবিষ্ট অক্ষতরুগণ) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ-রূপ ক্ষেত্রে, (অক্ষ-তরুগণ) ইন্দ্রিয়-রূপ বৃক্ষ সকল, (দাবময়) বনস্বরূপ, (কুরঙ্গ-নিচয়) হরিণকুল।

† (শিখিশিখা) অগ্নির শীষ।

‡ (মায়া-নিযন্ত্রণ) মায়াবন্ধন, (প্রশমন) নিবারণ।

চতুর্থোচ্ছ্বাস—রত্ননিধান *।

বাল্মীকি-তপোবন-দর্শন।

আসীনং সুখমাসনে কবিবরং বন্দে বিবিক্তাশ্রমে,
গায়ন্তং প্রতিভামুখেন সরসং রামেতি মন্ত্রাক্ষরম্।
খেলন্তং শিশুবৎ সহাসমনিশং বাগ্দেবতাকন্যয়া,
মজ্জন্তং সরসি স্বকে সুরসদে রামায়ণে বাল্মিকম্ †।
ঋষেশ্চ্যবনপুত্রস্য তস্য পুণ্যময়াশ্রমম্।
দৃষ্ট্বাদ্য মামকং চিত্তং ভাবসিন্ধৌ নিলীয়তে ‡॥

* তৃতীয়োচ্ছ্বাসে "তরঙ্গবিকাশ" প্রদর্শিত হইয়াছে, সম্প্রতি চতুর্থো-চ্ছ্বাসে (রত্ননিধান) রত্নস্থাপন দ্বারা ভাবসিন্ধুর রত্নাধারতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

† (বিবিক্তাশ্রমে) বিজনে পবিত্রে বা তপোবনে, (আসনে সুখম্ আসী-নম্) কুশাদিক্লিপ্তরূপবিষ্টরে স্বচ্ছন্দমুপবিষ্টম্; (প্রতিভামুখেন সরসং রামেতি মন্ত্রাক্ষরম্ আনশং গায়ন্তম্) কবিকল্পনাস্যেন রামেতি সরসং মধুরাস্বাদ-পূর্ণং মন্ত্রাক্ষরং মন্ত্রব্রহ্ম বা মন্ত্রবর্ণম্ শশ্বৎ কীর্ত্তয়ন্তম্, সরসম্ ইতি পদং ক্রিয়াবিশেষণং বা, সরসং সানুরাগং গায়ন্তম্, লোকেভ্যঃ বিতরণায় উচ্চৈ-র্ব্যাহরন্তমিতি যাবৎ, প্রকৃতিপ্রত্যয়সংযোগাদিক্রমেণ নানার্থভাবপ্রকটন-পূর্ব্বং বর্ণয়ন্তমিতি বা; (বাগ্দেবতাকন্যয়া সহ সহাসং শিশুবৎ খেলন্তম্) কন্যোপময়া সরস্বত্যা সার্দ্ধং হাস্যপূর্ব্বকং কৈশোরক্রীড়াং কুর্ব্বন্তম্; (সুরসদে স্বকে রামায়ণে সরসি মজ্জন্তম্) বিশুদ্ধকরুণাখ্যরসপ্রদে [সরঃপক্ষে সুজলপ্রদে] স্বকীয়ে স্বরচিতে ইত্যর্থঃ রামায়ণাখ্যমহাকাব্যে সরসি রামা-য়ণমহাকাব্যরূপসরোবরে নিমজ্জমানম্; (কবিবরম্) কবিপ্রধানম্, আদ্যতয়া সর্ব্বেষাং কবীনাং শ্রেষ্ঠম্, (বাল্মিকম্ বন্দে) স্বকীয়াসাধারণতপশ্চরণসঞ্জাত-বল্মিকনিচয়-নিচিত-দেহসম্পর্কাৎ বাল্মিকসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধিং গতম্ মহর্ষি-মহং প্রণমামি।

‡ (অদ্য) অস্মিন্নহনি সাম্প্রতং, (চ্যবনপুত্রস্য) চ্যবনমুনেস্তনয়স্য, (তস্য) বাল্মিকেতি সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধস্য, (ঋষেঃ) তপোধনস্য, (পুণ্যময়াশ্রমম্ দৃষ্ট্বা) পবিত্রং তপোবনমবলোক্য; (মামকং চিত্তং) মদীয়ং মানসম্, (ভাব-

বিজন আশ্রমমাঝে বসি সুখাসনে,
গাইছেন অনুরাগে, প্রতিভাবদনে
মন্ত্রব্রহ্ম রামনাম ; শিশুসম হাসি,
খেলিছেন সদা বিদ্যাকন্যা-সহ মিশি ;
ডুবিছেন সুরসদ রম্য সরোবর
স্বরচিত রামায়ণে ; আদ্য কবিবর,
বাল্মিকি তাপস-নিধি চ্যবনকুমার,
ভক্তিভরে তাঁর পদে করি নমস্কার।
আজি তাঁর পুণ্যাশ্রম করি বিলোকন,
ভাবসিন্ধু-মাঝে চিত্ত হ'তেছে মগন।
ত্রিলোক-পাবনী, শিব-শিরো-বিহারিণী,
পূর্ণেন্দু-কিরণ-কান্ত-প্রবাহ-ধারিণী,
আশ্রিত-তাপিত-ভক্ত-তাপ-সংহারিণী,
প্রসন্ন-পুণ্য-জীবনা, জীব-নিস্তারিণী,
সীমান্তপ্রদেশে দেবী সুরধুনী সতী,
অমৃতরূপিণী গঙ্গা চলে মন্দগতি *।
সাগরপরিখীকৃত বসুধার প্রায়,
বনরাজী অতিমাত্র শোভিছে তাহায় †

সিন্ধৌ) ভক্তিরত্যাদিরূপসমুদ্রে, আদিশব্দাৎ নির্ব্বেদাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে, (নিলীয়তে) গাঢ়লীনং ভবতীতি।

* অপর বিশেষণগুলি পূর্ব্বে দিয়া (প্রসন্ন-পুণ্য-জীবনা সতী সুরধুনী অমৃতরূপিণী গঙ্গা দেবী সীমান্তপ্রদেশে মন্দগতি চলে) এইরূপ অন্বয়। অর্থ —নির্ম্মল-পবিত্র-জলসম্পন্না উৎকৃষ্টা দেবনদী ভগীরথখাতাবচ্ছিন্ন-জলময়ী ভাগীরথী দেবী ; শেষ অর্থ সহজ। ভগীরথখাতাবচ্ছিন্ন-জলময়ী গঙ্গার মূর্ত্তি, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ।

† (সাগরপরিখীকৃত) সমুদ্র দ্বারা গড়বন্ধনে বেষ্টিত, (তাহায়) সেই গঙ্গায়।

উচ্চ শাল, তুঙ্গ তাল, সরল, তমাল,
হরীতকী, বিভীতকী, পিপ্পল, পিয়াল, *
নানাজাতি রম্যাকৃতি আরণ্য-পাদপ,
নিরোধিছে খরতর সূর্য্যের আতপ।
বনরাজি-মধ্যভাগে দিব্যদরশন,
শান্তরসাস্পদ রাজে রম্য তপোবন;
আশ্রমের ইতস্ততঃ চরে ধেনু-দল,
শাবক সহিত খেলে হরিণী সকল;
তরুশিরে গান গায় বনের বিহঙ্গ,
শুনিলে শ্রবণে খেলে পীয়ূষ-তরঙ্গ; †
ফুলময় বৃক্ষে অলি ফেরে ফুলে ফুলে,
মধুর গুঞ্জিত-গীত ‡ বনময় তুলে;
স্নিগ্ধ বনপুষ্পামোদ করিয়া বহন,
সদাগতি আমোদিত § করে তপোবন।
তপোবনমধ্যে ওই উটজ-প্রাঙ্গণে, ¶
কোন্ যতিবর বসি পবিত্র আসনে?

* (তুঙ্গ) উচ্চ, (সরল) পীতদ্রু, রজন-উৎপাদক বৃক্ষ, (বিভীতকী) বয়েড়া গাছ, (পিপ্পল) অশ্বত্থ, (পিয়াল) রাজাদন বৃক্ষ।

† (শ্রবণে) কর্ণে, (পীয়ূষ-তরঙ্গ) সুধালহরী।

‡ (গুঞ্জিত-গীত) গুন্ গুন্ শব্দ-গান।

§ (আমোদ) গন্ধ, (আমোদিত) গন্ধাঢ্য।

¶ (উটজ-প্রাঙ্গণে) তৃণকুটীরের উঠানে।

প্রলম্বিত জটাভার পড়ে পদতলে,
নবীন তুলসীদাম কিবা শোভে গলে;
স্কন্ধ হ'তে যজ্ঞসূত্র আনাভিলম্বিত,
স্ফটিকাচ্ছ শ্মশ্রু করে অক্ষি বিমোহিত;
ললাট-ফলক হ'তে জ্যোতিঃ নিঃসরিয়া,
সৌরকর সহ শূন্যে মিশিছে পড়িয়া *।
কুন্দেন্দুস্ফটিক-কান্তি নিন্দিয়া সুন্দর,
আহা মরি! কি বিরাজে, শুভ্র কলেবর;
প্রহ্লাদন পদাম্ভোজ কেমন বা শোভে,
পড়ে যায় আসি মধু-সুধারস-লোভে,
কবিদল, পঙ্কজে মধুপকুল প্রায়, †
তুষ্ট কর সে সবারে ও পদকৃপায়;
রচে তারা যে সকল মধুচক্র পরে,
তব পদাম্ভোজ-গন্ধ ‡ সে সবে সঞ্চরে;

---

* (জ্যোতিঃ) দীপ্তি, আভা, ললাট-ফলক হইতে (নিঃসরিয়া) নিঃসৃত হইয়া, শূন্যে পড়িয়া (সৌরকর সহ) সূর্য্যকিরণের সহিত মিশ্রিতেছে।

† (প্রহ্লাদন) আহ্লাদজনক, (পঙ্কজে মধুপকুল প্রায়) পদ্মে ভ্রমর সকলের ন্যায়, অর্থাৎ ভ্রমর সকল (মধু-সুধারস-লোভে) অমৃতদ্রবতুল্য পুষ্পরস (মকরন্দের) লালসায় যেরূপ পদ্মে আসিয়া পড়ে, (কবিদল) কাব্য-প্রণয়নকর্ত্তৃবর্গ সেইরূপ (মধু)-মিষ্ট-(সুধা)-অমৃতস্বরূপ-(রস)কাব্যের আত্মভূত সামাজিকসংবেদ্য স্বাদৈকস্বরূপ চমৎকারবিশেষ, তাহার (লোভে) লাভেচ্ছায়, (যায়) তোমার যে (পদাম্ভোজে) (পদ) শ্লোকপাদাদি রূপ, যথা—"শ্লোক-পাদং পদং কেচিৎ সুপ্তিঙন্তমথাপরে। পরেহ বাস্তবরাক্যঞ্চ পদমাহুর্বিশারদাঃ॥" (স্থানবিশেষে এ গ্রন্থে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য লিখিত হইয়াছে, দেখিবেন), উক্ত পদরূপ (অম্ভোজে) রামায়ণে নিবদ্ধ শ্লোকপাদাদিস্বরূপ পদ্মে, আসিয়া পড়ে—ইহার সহিত অন্বয়।

‡ (তব পদাম্ভোজ-গন্ধ) তোমার পূর্ব্বোক্ত সরস পদপদ্মের সম্পর্ক।

পদাম্ভোজ-বিগলিত সুধা করি পান,
জিতমৃত্যু হয় তারা অমরসমান * ।
কটিতটে অজিন বসন পরিধিয়া,
হুতাগ্নিনিঃশেষভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া,
কৃত্তিবাসা শব-ভস্ম-মাখা শিব যেন,
কে তুমি বরিষ্ঠবর ! এখানে বা কেন ?
তোমায় দেখিয়া মনে হয় সমুদিত—
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে আমার সহিত ;
বহু পূর্ব্বে কোন স্থানে দেখিয়াছি যেন,
চিনি চিনি করি, চিত্তে বোধ হয় হেন ;

* (তারা) সেই কবিবর্গ পদাম্ভোজক্ষরিত সুধা পান করিয়া (অমর-সমান) অমৃতপানলব্ধপদ দেববৃন্দের তুল্য (জিতমৃত্যু হয়) মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ অমর হয়। যদি কেহ বলেন, অম্ভোজে অর্থাৎ পদ্মে ত অমৃতক্ষরণ সম্ভবে না, তৎপক্ষে উত্তর—(অম্ভোজ) চন্দ্রমা তৎক্ষরিত সুধা পান করিয়া ; অম্ভস্ শব্দে জল ; উদধিমন্থনসময়ে অমৃতদীধিতি চন্দ্রমা সমুদ্রজল হইতে উত্থিত হওয়াতে চন্দ্রমার একটী নাম অম্ভোজ ; চন্দ্র হইতে তদীয় সারভূত জ্যোতিঃ বিগলিত হইয়া থাকে ; কবিদল পদচন্দ্রে উহা পান করিয়া অমরসমান জিত-মৃত্যু হয়। অম্ভোজ শব্দে চন্দ্র ও তাহা হইতে সুধাক্ষরণের শিষ্টপ্রয়োগ এখানে "ভাগবত" হইতে উদ্ধৃত হইতেছে, যথা—"নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে। পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥" ইতি। পরীক্ষিৎ শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে গুরো ! আমি আপন ব্রহ্মশাপবার্ত্তা শুনিয়া ভাগীরথীতীরে অনশনে প্রাণবিসর্জ্জনার্থে জলপান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি (প্রায়োপবেশনে যে অতি দুর্ব্বিষহ ক্ষুধা লোককে অতিমাত্র প্রপীড়িত করে) এই ক্ষুধা আমাকে অণুমাত্র পীড়া প্রদান করিতেছে না ; আমি আপনার আস্যচন্দ্রবিগলিত হরিনামসুধা পান করিতেছি, ইহাই এতৎপক্ষে কারণ। দেবাদিবিষয়া রতিকে ভাব বলে ; এ গ্রন্থও যখন ভাবসিন্ধু, হরিকথামাত্রই যখন ইহার জীবনস্বরূপ, তখন এ স্থলে ঈদৃশ শিষ্টপ্রয়োগ উদ্ধার করাতে ইহা ভক্তজনের সমধিক প্রীতি-প্রদই হইবার সম্ভাবনা।

তাই বটে, এতক্ষণে পড়িয়াছে মনে,—
তমসাতটিনীতটে দেখা তোমা সনে ;
পূজ্যপাদ পিতামহ-সহোদর তুমি,
পুরাতন তপোধন, জপ-যজ্ঞ-ভূমি *
তমসাতটিনীতটে সে এক সময়,—
যে কালে লাবণ্যসিন্ধু, রসভাবময়,
সুঘটিত-অঙ্গসন্ধি, সুদৃঢ়-বন্ধন,
সামাজিক-চিত্তহর, সজ্জন-রঞ্জন,
ভারতে যে দেবীমূর্ত্তি দেবাদিবন্দিত,
তোমা হতে হয় উহা নব প্রতিষ্ঠিত ;
বিচিত্রমাধুরীময়ী সে দেবী প্রতিমা
প্রকাশে কবিত্বে তব অদ্ভুত মহিমা।
বসিয়া তটিনীতটে তরুর শাখায়,
উভয়ে উভয়স্পর্শে অবশাঙ্গ-প্রায়,
ক্রৌঞ্চ-জায়াপতি, আঁখি করি নিমীলন,
চঞ্চুপুটে উভয়াঙ্গ করে বিলিখন,

* (পূজ্যপাদ) বন্দ্যপাদ, (পিতামহ) ব্রহ্মা, তিনি আদি সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রজাপতি মরীচ্যাদি পিতৃগণের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বহেতু তাঁহার নাম পিতামহ—পিতৃগণের পিতা : (তুমি) বাল্মীকি, তাঁহার (সহোদর) সমান, কারণ তুমি কাব্যের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা, অস্মদাদির পিতৃস্থানীয় বেদব্যাসাদি কবিকুলের কবিত্ববিষয়ে পথপ্রদর্শকতা ও দীক্ষাদাতৃতাপ্রযুক্ত সে সকলের পিতৃস্থানীয় ; অতএব তোমার লোকপিতামহ প্রজাপতির সমানতা থাকাতে, পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, তোমায় দেখিয়া মনে সমুদিত হয়—তোমার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এক্ষণে সেই সম্বন্ধ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। (জপ-যজ্ঞ-ভূমি) যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞই প্রধান, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে ইহা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন ; যথা—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" ইতি, সেই জপযজ্ঞের (ভূমি) ক্ষেত্র, আধার।

পরস্পর বিমোহিত উভয়-সংযোগে,
অন্যোন্যে প্রমত্ত * উভে প্রমোদ-সম্ভোগে ;
অতর্কিতে আসি দুষ্ট দুরন্ত নিষাদ,
এ হেন সুখের মুখে সাধিল বিষাদ,
শর নিক্ষেপিল ধূর্ত্ত ধনুতে যোজিয়া,
বিহঙ্গশরীরে উহা প্রবেশিল গিয়া ;
ফুল্ল-কাশ-প্রতীকাশ † ক্রৌঞ্চকলেবর,
বজ্রাগ্নিসংস্পর্শ অহো ! নিষাদের শর ;
শরাঘাতে বিবশাঙ্গ, গাত্র যায় জ্বলে,
মৃত্যুরব করি পাখী পড়িল ভূতলে।
নদীতীরে তুমি, দেব ! ভ্রমিছ তখন,
শোকাবহ এই দৃশ্য করি বিলোকন,
কারুণ্যরসেতে তব হৃদয় গলিল,
সূক্ষ্মাকারে বাষ্পবিন্দু নেত্রে দেখা দিল ;
দুরাচার নিষাদেরে নিন্দিবার তরে,
সহসা ও মুখ হ'তে শোক-ক্ষোভ-ভরে,
বেদে মাত্র ছিল যার পূর্ব্বেতে বিকাশ,
নব ছন্দোময়ী বাণী পাইল প্রকাশ।
প্রথমতঃ নরকুলে দুর্লভ সম্ভব, ‡
তাহাতে দুর্লভতর বিজ্ঞানবৈভব, §

* (প্রমত্ত) অত্যাসক্ত বা অতিমত্ত।
† (প্রতীকাশ) তুল্য, প্রতীপ। (পুষ্পমৃদু) পাঠান্তর।
‡ (সম্ভব) জন্ম।
§ (বিজ্ঞানবৈভব) বিদ্যাবাহুল্য।

তততোঽধিক সুদুর্লভ কবিত্বরতন,
সুদুর্লভতম হেরি শক্তি * মহাধন ;
সেই শক্তি গূঢ় ছিল তোমাতে নিহিত,
কাল পেয়ে আজ উহা হ'ল বিকশিত, †
নব ছন্দোময় দেহে ও শ্রীমুখ হ'তে ;
ধন্য তুমি কবিবর ! ধন্য হে ভারতে।
নিজ উচ্চারিত ছন্দে নিজে মুগ্ধ হ'য়ে,
বহুক্ষণ আন্দোলন কর তাহা ল'য়ে ;
বহু আন্দোলন পরে করিলে প্রকাশ,
শোক হ'তে ঘটিয়াছে ছন্দের বিকাশ ;
অতএব "শ্লোক" এই শব্দে আজ হ'তে
ছন্দে শক্তিগ্রহ ‡ র'বে নিখিল জগতে।
অমোঘ নিয়োগ তব লঙ্ঘে সাধ্য কার,
তদবধি "ছন্দ" শব্দ শ্লোকেতে প্রচার §।
সর্ব্বত্র শ্লোকের চিরপ্রতিষ্ঠা কারণ,
শ্লোকের বহু বিস্তার করিতে সাধন,—
ত্রিভুবনবীরাগ্রণী, রঘুবংশকেতু,
দুর্ব্বৃত্তরাক্ষসকুল-কুল-ধূমকেতু,
বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান্, গম্ভীর, শ্রীমান্,
ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, পুরুষ-প্রধান,

* (শক্তি) সামর্থ্য, এখানে কবিত্ববিষয়ে পাটব।
† (বিকশিত) ব্যক্ত।
‡ (শক্তিগ্রহ) শব্দের অর্থবোধক বৃত্তির জ্ঞান।
§ নব ছন্দোময় বাক্যে যখন শ্লোকের প্রকাশ ঘটিল, তখন তোমার অব্যর্থ নিয়োগক্রমে সেই অবধি ছন্দ বলিতে গেলে শ্লোক বুঝাইয়া থাকে।

কোশলেন্দ্র শ্রীরামের বৃত্ত সুশোভন,
সর্ব্বজনসমাদৃত, চিত্তবিমোহন,
রামায়ণ-মহাকাব্য রচি ঋষিরাজ!
বিদ্বান্ করিলে তুমি ভারত-সমাজ।
পূর্ণানন্দরূপ, শান্ত, নিত্য, নিরঞ্জন,
শুদ্ধ-বোধ-ভাব-মূর্ত্তি, কল্মষ-ভঞ্জন,
অদ্বিতীয়, পুরুষপ্রধান, নিরাময়,
সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বলোকাশ্রয়,—
এইরূপ শ্রুতিমূল বিবিধ বচনে,
উপাধ্যায়-বিবরিত ব্যাখ্যাদি-শ্রবণে,
বদ্ধমূল সংস্কারের নামান্তর জ্ঞান,
বহুজন্মকৃত পুণ্যে জনমে বিজ্ঞান;
জ্ঞানের পরমোন্নতি, * স্বাদৈকস্বরূপ,
অনুভূতিমাত্র যাহা পূর্ণানন্দরূপ,
উল্লিখিত বিজ্ঞানের হ'লে অবসান,
নিরালম্বভাব যাহা রহে বিদ্যমান,—
সর্ব্ববিধ প্রমিতির হয়ে প্রশমন, †
জাগ্রতে সুষুপ্ত যায় বীতবৃত্তি মন,
বীজাত্মভাবেতে যাহে বুদ্ধির সংস্থিতি,
ভাঙ্গে যায় স্বপ্নোপম অলীক সংসৃতি,
যে দশায় দৃষ্টি বিনা সুস্থির নয়ন,
অবলম্ব বিনা যায় স্থির থাকে মন,

* (চরমোন্নতি) পাঠান্তর। † (প্রমিতির) প্রমাণ ও শব্দাদিদৃষ্টে জনিত নিশ্চয়াত্মক সংস্কারের, (প্রশমন) নিবৃত্তি।

নিরোধ বিনাও যায় বায়ু স্থির থাকে,
তন্ত্রাদিতে খেচরী সংসিদ্ধি কহে যাকে,—
অস্তীতি মাত্রেতে শ্রুতি নির্দ্দেশে যাহায়,
বাক্য কিংবা মনে যাহা স্পর্শিতে না পায়,
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম, চির-শান্তি-ধাম,
নিষ্কাম মুনিরা যায় করেন বিশ্রাম,
আত্মারাম, সমাহিত, শান্ত ঋষিগণ,
বিজ্ঞানান্তে যে বস্তুতে করেন রমণ,
রমণস্বভাব-সূত্রে লোকব্যবহারে,
'রাম' এই রম্য বাক্যে নির্দ্দেশে যাহারে,
বাহ্যবৃত্তি-বিনিবৃত্ত করিয়া অন্তর,
একান্তভাবে যে নাম জপি নিরন্তর,
আপনারে তপস্যার একমাত্র ভূমি,
সর্ব্বজনে দেখা'য়েছ কবিরত্ন ! তুমি,
ভারত-মাতার ওহে ! পুণ্যের লক্ষণ,
বল্মীকসঙ্কুল তনু করিয়া গ্রহণ ।
অপ্রতিম তব গুণে ভারত-সমাজ,
কেবল পণ্ডিতমাত্র নহে ঋষিরাজ !
ভবদীয় ইষ্টমন্ত্র রাম রাম-নাম, *
রামায়ণে উচ্চারিত করি অবিরাম,
ভারত-সমাজ-প্রজা আপামর সবে,
সহজ উদ্ধার-পথ পাইয়াছে ভবে ।

* (রাম রাম-নাম) রমণীয় 'রাম' এই শব্দ ।

বাল্মীকে ! যথায় দেখি সমাসীন তুমি,
তোমার আশ্রম ইহা, পূত পুণ্যভূমি ;
এই পুণ্যভূমি আজ করি নিরীক্ষণ,
নানা পুরাতনী কথা হ'তেছে স্মরণ।
নীতিতত্ত্ব-বিশারদ, মহানুভাবক,
রামায়ণ-রাজচক্র-হারৈক-নায়ক, *
মূর্ত্তিমান্ রাজধর্ম্ম, সভ্য-শিরোমণি,
ভীমকান্ত-নৃপগুণগণ-রত্নখনি,
রবিকুলধুরন্ধর, মহাধনুর্দ্ধর,
দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমন, প্রবীণপ্রবর,
অযোধ্যাধিনাথ, সর্ব্বপ্রকৃতিরঞ্জন,
কারুণ্যাবতার, পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন,—
দাশরথি শ্রীরামের পরম পবিত্র,
ভুবনমোহন, দিব্য, অদ্ভুত চরিত্র,
প্রথমতঃ স্মৃতিপথে উদিয়া যেমন,
প্রেম, ভক্তি, বিস্ময়েতে পূর্ণ হয় মন ;
আরবার নারীকুল-গৌরবের ধাম,
সতীত্বের একাদর্শ জানকীর নাম,
অদৃষ্ট-সহিত তাঁর ভাবি পরক্ষণে,
হর্ষক্ষোভমিশ্র অশ্রু সঞ্চরে নয়নে ;

* রামায়ণ মহাকাব্যের (নায়ক) প্রধানবর্ণনীয় পুরুষ ও (রাজচক্র) দ্বাদশরাজমণ্ডলস্বরূপ (হারৈক-নায়ক) হারের (এক) অদ্বিতীয় (নায়ক) মধ্যমণিস্বরূপ, রামায়ণ মহাকাব্যের প্রধান বর্ণনীয় পুরুষ এবং দ্বাদশরাজ-মণ্ডলরূপ হারের অদ্বিতীয় মধ্যমণি।

রাজকুলবধূ সীতা, রাজার নন্দিনী,
রাজমহিষী হয়েও জনমদুঃখিনী ;
কৌমারের কিছু দিন, শিশুহ্রদে যায় *
অস্ফুট জ্ঞানের মাত্র আভা দেখা যায়,
সে কয়েক দিনমাত্র খেলাধূলা ল'য়ে,
বাল্যের তরঙ্গে তাঁর কাল যায় ব'য়ে ;
সুখাসুখমিশ্র ভাবে বালা অনন্তর
কাটাইলে কিছু কাল, হেরি অতঃপর
যে দুর্দ্দৈব-চক্রে † তাঁরে করে আকুলিত,
স্মরিতে উহায় হয় মানস স্তম্ভিত ;
বরাকীর ‡ ভাগ্যচিত্র চিন্তি অবিরল,
বিষাদে বিদরে বক্ষঃ, চক্ষে আসে জল ;
স্পৃহণীয় ভোগসুখ যত দেখি ভবে,
সুভগ-স্ত্রীজন-ভাগ্যে যাবৎ সম্ভবে,
তত্তাবৎ থাকিতেও সীতা রাজরাণী,
অতি দীন হীন সতী, যেন ভিখারিণী।
ব্রহ্মশক্তিময় দিব্য তীব্র রাম-শরে §
অতি দুষ্ট তাড়কার ধ্বংস হ'লে পরে,
কৌশিকানুরোধে ¶ রাম বীরেন্দ্র-ভূষণ,

---

* (যায়) যে দিনে। † (চক্রে) সমূহে।

‡ (বরাকীর) শোচনীয়ার বা নিরপরাধার।

§ ব্রহ্মশক্তিময়েত্যাদি—বেদরক্ষার্থে ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণের দীর্ঘকাল তপশ্চর্য্যার মূর্ত্তিস্বরূপ সমন্ত্রক দিব্য জৃম্ভকাস্ত্র, ব্রহ্মশক্তিপূর্ণ ও তীব্র, বিশ্বামিত্র তাড়কানিধনার্থে রামচন্দ্রকে উহা প্রদান করেন, সেই রামশরে।

¶ (কৌশিকানুরোধে) বিশ্বামিত্রের উপরোধে।

ভঞ্জন করিলে পূর্ব্বে হর-শরাসন,
বিদেহেন্দ্র, মুনীন্দ্রের * বুঝিয়া ইঙ্গিত,
আপন চিত্তের যাহা চিরাভিবাঞ্ছিত,—
ধনুর্ভঙ্গ-পণ-মুখে যোগ্যপাত্র-করে
কন্যা-সম্প্রদানবিধি, স্মরিয়া অন্তরে,
শুভক্ষণে মহাহর্ষে যথাচারবিধি, †
রঘুকুলবিভূষণ, সর্ব্বগুণনিধি,
বিষ্ণুপম রামচন্দ্রে সমর্পিতে সীতা,
নয়নপুত্তলি তাঁর শ্রীসম দুহিতা ;
পূজা করি বীরবরে বিহিত বিধানে,
জামাতৃ-পূজন-যোগ্য পাদ্যাদিপ্রদানে,
পূজা-শেষে স্নেহভাবে ডাকিয়া সীতায়,—
এস পুত্রি ! বরমাল্য দাও জামাতায়,
অনুমতি দিলে পিতা, জনক-দুহিতা,
লজ্জাজড়ীকৃতগাত্রী, সাধ্বসকুণ্ঠিতা,
অনুরূপ বরে তবে বরিবার তরে,
ধাত্রীকর হ'তে ল'য়ে আপনার করে,

* (বিদেহেন্দ্র) জনক, (মুনীন্দ্রের) বিশ্বামিত্রের ।

† (যথাচারবিধি) পণে যেপ্রকার রীতি পদ্ধতি দৃষ্ট হয় তদনুসারে ; যথাচারবিধি যথাশাস্ত্রবিধিস্থলে এখানে বলিবার তাৎপর্য্য এই, এক্ষণে পণপ্রপূরণমুখে উদ্বাহকৃত্য নিশ্চলভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে মাত্র, পরে শাস্ত্রবিধানানুসারে (অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে) ব্রাহ্মরীতিতে সমাজপ্রতিষ্ঠিত পাণিপীড়নবিধিও ঘটিবে, এই জন্য বরের জনক রাজা দশরথের এখানে উল্লেখমাত্র নাই ; ভবিষ্যৎ বিবাহক্ষেত্রে তাঁহার অভিমতি ও উপস্থিতি প্রভৃতির উল্লেখ রামায়ণগ্রন্থে দ্রষ্টব্য, উহা এ প্রস্তাবের বর্ণনীয় বিষয় নহে।

সংযোজিলে বরকণ্ঠে বরণমালিকা,
পতিংবরাকৢপ্তবেশে ভূপাল-দুহিতা, *
বিনয়ের মূর্ত্তি যেন, অতি ধীরে ধীরে,
অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে, অবনত-শিরে ;
সভ্যবৃন্দে আরম্ভিল হর্ষকোলাহল,
ব্যাপিল আনন্দ-শব্দে আকাশমণ্ডল ;
যোগ্য-সংযোজন দেখি, প্রশান্ত অন্তরে,
হর্ষোত্থ সাশিস্-সার অক্ষর-বিস্তরে, †
দেবাকার বন্দিবৃন্দে ‡ হ'য়ে আনন্দিত,
মুক্তকণ্ঠে সমস্বরে ক'রেছে সঙ্গীত।
দুর্ব্বাসনা, যার দাপে কম্পিত § ভুবন,
অনুকূল দৈবে তার ঘটিলে নিধন,
যোগীশ্বর-তীব্রতর অনুরোধ¶-ভরে,
নাড়ী-নিয়ন্ত্রিত চক্র ‖ ভিন্ন হ'লে পরে,
পরবরে কুণ্ডলিনী-বধূর মিলন,
বিদেহ-পুর-মোহন, পুলক-ব্যঞ্জন ! **

* (পতিংবরাকৢপ্তবেশে) স্বয়ংবরার বিরচিত সজ্জায়।

† হর্ষোত্থেত্যাদি—আনন্দোদ্গত শ্রেষ্ঠাশীর্ব্বাদপূর্ণ বর্ণসমূহে অর্থাৎ পদে।

‡ (দেবাকার) ইন্দ্রিয়রূপ বা দেবতারূপ, (বন্দিবৃন্দে) স্তুতিপাঠকদলে।

§ (চক্ষে গোষ্পদ) পাঠান্তর।

¶ (অনুরোধ) অভীষ্টসাধনেচ্ছা।

‖ (নাড়ী-নিয়ন্ত্রিত চক্র) নাড়ীসমূহে নিবদ্ধ দেহস্থ ষট্পদ্ম।

** (বিদেহপুর-মোহন) জনকপুর-মুগ্ধকর, (পুলক-ব্যঞ্জন) লোমাঞ্চ-প্রকাশন।

সহস্রার-সঙ্গভূমি * কি বিলাসে আজ!
চিরসুখে রামসীতা করুন বিরাজ।
এই দিন হ'তে সীতা রাম-সোহাগিনী,
সহজে পতি-দয়িত, পতি-বিনোদিনী;
সেই প্রিয় ভাব, তিনি নিজ চিত্রগুণে
বিবর্দ্ধিত করেছেন বহু-শত গুণে;
এইরূপ গুণনিধি শ্রীরাম আবার
প্রাণ-প্রিয় হ'য়েছেন প্রেয়সী সীতার;
পরস্পর প্রীতিযোগ, স্নেহভাব কত,

* (সহস্রার-সঙ্গভূমি) শিরোমধ্যস্থ সহস্রদলপদ্মরূপ বরবধূর মিলন-ক্ষেত্র। বিশ্বামিত্র ও জনক, উভয়েই যোগসাধন-নিরত সাধক-প্রধান, কুণ্ডলিনী শক্তির সহিত পরশিব পরমাত্মার সংযোগ যোগরূপ কৌশল-সাধ্য, উক্ত সাধনীয় বিষয় ঐ উভয় সাধকেরই অভীষ্টসাধনেচ্ছায় দৈবানুগ্রহে ষট্চক্রভেদপ্রণালীতে সিদ্ধ হয়, কৌশলক্রমে ইহারই আভাস রাম-সীতার মিলন-প্রহৃষ্ট ইন্দ্রিয়স্বরূপ দেববৃন্দ-বন্দীদিগের সঙ্গীতমুখে স্ফুটীকৃত হইয়াছে। আত্মার সহিত কুণ্ডলিনীসংযোগ ষট্চক্রভেদসাপেক্ষ ও পরব্রহ্মের ব্রহ্মশক্তির আনুকূল্যমূলক, এইজন্য পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের অসাধারণী ঐশী শক্তি দ্বারা ধনুর্ভেদব্যপদেশে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ষট্চক্রভেদের প্রারম্ভে দুর্ব্বাসনার নিরসন নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মুনীন্দ্র-দত্ত রামশরে তাড়কাবধরূপে তাহাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুর অর্থাৎ দেহ, ইহাতে শয়িত বলিয়া পরমাত্মা পুরুষরূপে অভিহিত হন, এই দেহপুর এস্থলে (বিদেহ-পুর) জনকনগরী সংজ্ঞায় ছলপ্রযুক্ত; ফলে দেহ, ষট্চক্রভেদের পর কুণ্ডলিনী শক্তির সহিত পরশিবসম্মিলনের সমকালেই (বিদেহ) অর্থাৎ দেহহীন পুররূপে (দেহ নয় বলিয়াই) অনুভূত হয়, ইহা সাধকদিগের বোধগম্য বুঝিতে হইবে। পাঠক এই সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ করিলে সন্দর্ভের এই অংশগুলি, তাঁহার বিশেষ প্রীতি-প্রদ হইতে পারে। কারণ তিনি অধ্যাত্ম বিষয়েরই একান্ত অনুসন্ধাতা ও নিতান্ত পক্ষপাতী; প্রস্তাবের কেবল গল্পকথা, মাদৃশজনের ন্যায় তাঁহার তাদৃশ রুচিকর হইবে না।

উভয়-হৃদয় মাত্র আছে অবগত ;
অলৌকিক সরলতা, মধুরতাময়,
সর্ব্বভাবে বল্লভের শান্তির নিলয়।
বিবাহের কাল হ'তে নিত্য পতি সনে,
ছায়ানুগা সাধ্বী সীতা কি গৃহে, কি বনে ;
অনুকূল * পতি রাম তদ্রূপ সীতায়
ভাল বাসিতেন নিজ হৃদয়ার্দ্ধপ্রায়,
বিভবানুগতা তাঁর সীতা প্রাণেশ্বরী,
সুখেতে সুখিনী সতী, দুঃখে সহচরী ;
হেন সীতা হেন রামে বিচ্ছেদ ঘটন,
কে জানে বা প্রতিকূল দৈববিড়ম্বন !
দুরাচার নিশাচরে পঞ্চবটীবনে
উভয়ে বিচ্ছিন্ন করে উভয়ের সনে ;
বিচ্ছেদ-দশায় দোঁহে জায়া আর পতি,
ক্ষোভে, দুঃখে, দৈন্যে হয়ে ব্যাকুলিতমতি,
প্রকাশেন যে সকল করুণ বিলাপ,
মনস্তাপ, বিরহোত্থ বিষম প্রলাপ, †
তুমি ত বাল্মীক ! কবে ! কবিকুলেশ্বর !
বর্ণিয়াছ তদ্ভাবৎ কাব্যে সবিস্তর ;
স্মরিতে সে সব, মর্ম্ম আপনি বিদলে,
কপোল প্লাবিয়া ধারে ধারাশ্রু ‡ বিগলে।

---

* (অনুকূল) একনিরত নায়ক।
† (প্রলাপ) অসম্বদ্ধ ভাষণ।
‡ (ধারে) ধারাপাতিত জলস্বরূপে, (ধারাশ্রু) ধারা—বৃষ্টি, তৎস্বরূপ অশ্রু—নেত্রজল।

মন্থরার * প্রতি কভু হয় কোপোদয় ;
কেকয়ীরে ধিক্কারিতে কভু ইচ্ছা হয় ;
বৃদ্ধ ভূপালের কভু বালিশতা † স্মরি,
নিদারুণ ক্ষোভে যায় মনঃ প্রাণ ভরি ;
জন্মিয়া বিষম ক্রোধ রাবণের প্রতি,
শিরশ্ছেদ করি তার, কভু হয় মতি ;
সীতা-সীতানাথগত বিচ্ছেদ-ব্যসন, ‡
সহৃদয়-হৃদয়ের মর্ম্ম-নিকৃন্তন, §
যদিও অসহ্যতর ক্লেশপ্রদ বটে,
তথাপি আছিল পার সে ঘোর সঙ্কটে।
  মারীচে বিনাশ করি রাম রঘুপতি,
আশ্রমে আসিয়া প্রভু লক্ষ্মণ-সংহতি,
ভার্য্যাশোকে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া,
ইতস্ততঃ চারিদিকে ভ্রমি অন্বেষিয়া,
জটায়ুর মুখে সব শুনি বিবরণ,
ভীষণ সংরম্ভে ¶ হ'য়ে অধীর মতন,
বানর-ভল্লুক-দল বল‖মাত্র ল'য়ে,
সাগর বন্ধন করি যত্ন সমাশ্রয়ে,

* (মন্থরার) কুব্জার, কুব্জা দাসীই কেকয়ীকে কুপরামর্শ দিয়া রাম-নির্ব্বাসনের মূল, এজন্য তাহার উপর।

† (বৃদ্ধ ভূপালের) দশরথের, (বালিশতা) বালকত্ব।

‡ (বিচ্ছেদ-ব্যসন) বিরহ-বিপদ্।

§ (সহৃদয়-হৃদয়ের) সামাজিক চিত্তের, (মর্ম্ম-নিকৃন্তন) হৃদয়গ্রন্থির ছেদকারক। ¶ (সংরম্ভে) ক্রোধে। ‖ (বল) সৈন্য।

লঙ্কায় যাইয়া, দৃপ্ত দুষ্ট দশাননে *
সপুত্রবলবাহন সংহারিয়া রণে,
জানকীর উদ্ধারান্তে, রঘুকুলকেতু,
অনলে পরীক্ষা ল'য়ে লোক-তৃপ্তি হেতু,
পত্নীরূপে পুন তাঁরে করিলে গ্রহণ,
নিরাকৃত হয় ঘোর বিচ্ছেদ-ব্যসন।
বহুদিন পরে, আহা! জনক-দুহিতা,
স্বামিসহবাসসুখে হ'য়ে হর্ষযুতা,
এ সুখ জীবনাবধি রহিবে এবার,
ভাবিয়াছিলেন মনে, টুটিবে না আর।
কিন্তু ঘোর দুর্দ্দিনেতে, শূন্যে দেখা দিয়া,
ক্ষণেকে লুকায় সূর্য্য যথা মেঘে গিয়া;
ভালে তাঁর স্বামিসঙ্গ বিধাতৃলিখনে
উদিয়া, বিচ্ছেদে তথা ডোবে পরক্ষণে।
অযোধ্যায় রামচন্দ্র, রাজাসনে বসি,
রাকা †-নিশাকাশ-গত যেন পূর্ণশশী,
প্রহ্লাদনে প্রজাগণে করি আনন্দিত,
সম্পূর্ণ প্রভু-প্রভাবে যবে প্রতিষ্ঠিত;
ভূপালের অলৌকিক প্রকৃতিরঞ্জন,
যে সময় একবাক্যে গায় সর্ব্বজন;
সীতা দেবী পূর্ণগর্ভা হেরি যে সময়,
অলস-লুলিত-গাত্রী, কৃশা অতিশয়,

* (দৃপ্ত দুষ্ট দশাননে) উদ্ধত দুষ্টাত্মা রাবণকে।
† (রাকা) পূর্ণিমা তিথি।

অতি যত্নে পুনঃপুনঃ পতিপৃষ্ট হ'য়ে, *
প্রকাশেন স্ব-দোহদ † সলজ্জহৃদয়ে,
গঙ্গাবগাহনে সাধ, অন্য সাধ মনে,
মুনিপত্নীগণে গিয়া দেখি তপোবনে;
শ্বঃপ্রভাতমাত্রে, ‡ সীতে! এ সাধ তোমার
পূরাইব বলি রাম করেন স্বীকার।
প্রমাদাদি-নিবন্ধন § স্বশাসন-গত
অলক্ষিত ত্রুটি ¶ যদি থাকে কোনমত,
ক্ষালন-মানসে, ‖ রাজা উহা জানিবারে
লোক-মনোগত ভাবে, ** প্রচ্ছন্নপ্রকারে
ভ্রমিতে করেন যারে পূর্ব্বে নিয়োজিত,
এই কালে সেই দূত হ'য়ে উপস্থিত,
একান্ত ভক্তিতে বন্দি ভূপতিচরণ,
একান্তে †† অঞ্জলিপুটে করে নিবেদন;—
ভবদীয় অলৌকিক প্রজানুরাগিতা,
রাজধর্ম্ম-পালনার্থে স্বসুখত্যাগিতা,

* (পতিপৃষ্ট হয়ে) রামচন্দ্রকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া।

† (স্বদোহদ) স্ব—নিজ, দোহদ—গর্ভবতীর ইচ্ছা, সাধ।

‡ (শ্বঃপ্রভাতমাত্রে) আগামিদিনের প্রাতঃকালেই।

§ (প্রমাদাদি-নিবন্ধন) অনবধানতা প্রভৃতি জন্য।

¶ (ত্রুটি) দোষ, ন্যূনতা।

‖ (ক্ষালন-মানসে) ধৌতকরণাভিপ্রায়ে।

** (লোক-মনোগত-ভাবে) প্রজার হৃদ্গত অভিপ্রায়ে।

†† (একান্ত ভক্তিতে) একান্ত—অত্যন্ত, ভক্তিতে—পূজ্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগে, (একান্তে) নির্জনে।

নিজপুত্রনির্ব্বিশেষে পালন-পদ্ধতি,
পৌরজানপদজন সবাকার প্রতি
সমভাব প্রদর্শনে, বিনয়-শিক্ষণে, *
দাক্ষিণ্যাদি প্রকটনে, সস্নেহ রক্ষণে,
আপনি প্রজার পিতা (প্রকৃতিমণ্ডলে
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধে একবাক্যে বলে) ;
সবে বলে রামরাজ্যে পরম স্বচ্ছন্দে,
প্রজাজন আছি সবে মনের আনন্দে ;
কোন ভূপালের রাজ্যে, কোন প্রজাজন,
হেন সুখে ছিল না,—রবে না কদাচন ;
পুরাণাদি-বিবরিত স্বর্গসুখোদয়,
শ্রীরামরাজ্যের সুখে তুলাযোগ্য † নয় ।
এইরূপ বহুবিধ সুখ্যাতি-বিস্তর,
দূতমুখে আকর্ণিয়া রাম রঘুবর,
বিরক্ত হইয়া তায়, ‡ অনুযোগ সহ
কহিলে, সুখ্যাতিবাদমাত্র কেন কহ ?
ভ্রমিতে তোমায় নিত্য ছদ্মবেশিরূপে,
রাষ্ট্রে কিংবা জনপদে প্রণিধিস্বরূপে,

* (পৌরজানপদজন) পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক ; (বিনয়-শিক্ষণে) ইন্দ্রিয়-জয়ের অভ্যাসে বা সুশীলতার শিক্ষায়, "বিনয়ো হীন্দ্রিয়-জয়ঃ" কামন্দকীয় নীতিসারে বিনয়-লক্ষণ এইরূপ দৃষ্ট হয় ।

† (তুলাযোগ্য) ভারের পরিমাণার্হ ।

‡ (তায়) সেই সুখ্যাতি-বিস্তরে বা সেই দূতকে, "তায়" এই পদে দূতকে বুঝাইলে উহা 'কহিলে' ক্রিয়ার কর্ম্মপদ হইবে ।

নিয়োজিত ক'রেছি কি খ্যাতি শুনিবারে ?
কোন দোষে দুষে যদি কেহও আমারে,
সবিশেষে বল, শুনি, করো না গোপন ;
যথাসাধ্য করিব উহার প্রক্ষালন।
এইরূপ রাজবাক্যে লজ্জমান * চর,
বাষ্পাকুল-কণ্ঠভাষে করিল উত্তর ;—
প্রজামধ্যে, মহারাজ ! কোন কোন জন,
দীর্ঘকাল রক্ষোগৃহে স্থিতিনিবন্ধন,
আমাদের ভূপচিত্ত, বলে, নির্ব্বিচার (নির্ব্বিকার), †
জ্বলন্ত-স্বরূপ ইহা প্রমাণ তাহার,—
দুর্বৃত্ত পুলস্ত্যপুত্র রাবণের ঘরে,
আছিলেন সীতা দেবী বহুদিন ধ'রে,
স্বচ্ছন্দে তিনি উহায় করিয়া গ্রহণ,
পালিছেন গৃহধর্ম্ম গৃহীর মতন ‡ ;
অতঃপর আমাদের গৃহে কালবশে,
স্ত্রীজন-চরিত্রে যদি ভ্রষ্টতা পরশে,
কঠিন হইবে তার শাসন ব্যাপার ;
দেখাইয়া সীতাপ্রতি রাজব্যবহার,

* (লজ্জমান) বিলজ্জিত।

† (নির্ব্বিচার) বিচারবিমূঢ়, (নির্ব্বিকার) বিকারবিবর্জ্জিত।

‡ পালিছেন ইত্যাদি—ভ্রষ্টাচার স্ত্রীকে লইয়া গৃহধর্ম্ম-পালন প্রকৃত গৃহস্থের লক্ষণ নয় বলিয়া রাজার প্রতি এইপ্রকার পরিহাসোক্তি। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হয়—গৃহস্থ-বিধি এইরূপ স্মৃতিতে নির্দ্দিষ্ট। পরগৃহবাসদূষিতা সীতাকে লইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করাতে রামচন্দ্রের যে উহা সম্যক্ পালিত হইতেছে না, ইহাই উক্ত পরিহাসোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য।

দলিবে চরণতলে স্বজনশাসন,
স্ত্রীলোকের শালীনতা দিয়া বিসর্জ্জন,
ভ্রষ্টশীলা স্বৈরভাবে * ভাষি কতুত্তর,
করিবেক আমাসবে স্বতঃ নিরুত্তর ;—
এই আমি যাহা কিছু করেছি শ্রবণ,
করিলাম সে সব শ্রীপদে নিবেদন।
কাতরবচনে দূত এতেক বলিয়া,
কাঁদিয়া রাজাজ্ঞা লয়ে যাইলে চলিয়া,
ঊর্দ্ধদিকে রঘুবর চাহি সেই ক্ষণে,
বেলাবসানের চিহ্ন দেখেন গগনে।

প্রজাচরং রাজবরে চরেরিতম্
মৃষাপবাদং নিজবংশযোষিতঃ।
শ্রুত্বেব মান্দ্যস্তজতাত্মতেজসা
সহৈব ভেজেঽস্তগিরিং বিভাবসুঃ † ॥

* (শালীনতা) লজ্জাশীলতা. (ভ্রষ্টশীলা) নষ্টচারিত্রা, (স্বৈরভাবে) স্বচ্ছন্দে, যথেচ্ছাচাররূপে।

† (বিভাবসুঃ) সূর্য্যঃ, (রাজবরে) ভূপালপ্রধানরামচন্দ্রসন্নিধৌ [রাজবরে ইত্যত্র সামীপ্যাধারে সপ্তমী], (চরেরিতম্) দূতেন ভাষিতম্ (প্রজাচরম্) প্রজাসু সঞ্চরিতম্ (নিজবংশযোষিতঃ) স্বকুলকামিন্যাঃ সূর্য্যকুলবধ্বাঃ বৈদেহ্যা ইত্যর্থঃ (মৃষাপবাদম্) অলীকপরীবাদম্ মিথ্যাকলঙ্কং (শ্রুত্বেব) নিশম্যেব [ইব ইত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্], (মান্দ্যস্তজতা) মন্দতাস্তজমানেন আত্মতেজসা) স্বকীয়প্রতাপদীপ্ত্যা (সহৈব) সার্দ্ধমেব, আত্মকুলবধ্বাঃ পরীবাদমাকর্ণ্যেব লজ্জাতিশয়েন নিজরূপপ্রদর্শনমধুনানুচিতমিত্যবধার্য্য নিতান্তনিষ্প্রভঃ সন্নিতি ভাবঃ, (অস্তগিরিম্) পশ্চিমাচলম্ (ভেজে) শিশ্রিয়ে অধিষ্ঠিতবানিতি যাবৎ, অস্তং জগামেতি সরলার্থঃ।

প্রজাজনে সঞ্চারিত, দূতমুখে উচ্চারিত,
মহারাজ রাম-সন্নিধানে.
নিজ-কুলললনার, আরোপিত নিন্দাভার,
শ্রবণ করিয়া যেন কাণে,
মন্দীভূত নিজতেজে, লয়ে অস্তগিরি ভজে,
সূর্য্যদেব ;—সন্ধ্যা সমাগত,
উড়িয়া মিলিয়া দলে, পাখীরা কুলায়ে চলে,
চরা শেষ আজিকার মত ;
অযোধ্যায় ঘরে ঘরে, কাংস * ঘণ্টা শঙ্খ স্বরে,
দেবতামন্দির মুখরিত,
প্রতিধ্বনি উঠে তায়, গগন ভেদিয়া যায়,
জীবমাত্রে সবে আনন্দিত ;
ধূপ-ধুনাদি-সম্ভব. ধূমগন্ধে দিক্ সব,
গন্ধপূর্ণ অন্ধকারময় ;
ব্রাহ্মণাদি দ্বিজকুল, † সাজায়ে সরযূ-কূল,
সায়ন্তন-সন্ধ্যা-রত হয় ;
জ্বালি কেহ ঘৃতদীপ, দীপ্ত নক্ষত্রপ্রতীপ,
সরযূরে করে নীরাজন,
অতিযত্নে ভূমে পড়ি, প্রেমে দিয়া গড়াগড়ি
সাষ্টাঙ্গে ‡ প্রণমে কোন জন।

* (কাংস) কাংসা, কাঁসী।

† (দ্বিজকুল) ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এ উভয়কেও দ্বিজ বলা যায়, এজন্য দ্বিজকুল—ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-সকল।

‡ (সাষ্টাঙ্গে) অষ্টাঙ্গের সহিত : সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানুদ্বয়, পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষঃস্থল, বুদ্ধি, মন, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা সম্পাদ্য।

ভুবনমোহিনী সন্ধ্যা স্বকীয় স্ফুরণে;
এইরূপ দৃশ্যাবলী ঘটাইয়া ক্ষণে,
ক্ষণপ্রভা-প্রভাকারে অচিরে আবার;
ঘন-অন্ধকারে দেহ ঢাকি আপনার,
দিবসের ছায়া-প্রায় তদনুসরণে *
ছাড়িল সংসারক্ষেত্র, নিরখি নয়নে;—
দিবসের কর্ম্মপাশ-সুদৃঢ়-বন্ধনে
দৃঢ়বদ্ধ, খেদখিন্ন জীব-জন্তুগণে,
বন্ধন-মোচন-মুখে শান্তি বিতরিতে,
সূর্য্যতাপতপ্ত ধরা শীতল করিতে,
নিশীথিনী ধীরে ধীরে দিয়া দরশন,
আয়ত্ত করিল ক্রমে সমগ্র ভুবন।
প্রস্বাপন-স্বশক্তিতে চৈতন্যহারিণী,
দৃষ্টিশক্তি-হরা, সুপ্তি শর্ব্বরীচারিণী, †
নিয়ন্তৃ নিয়মভার মস্তকে করিয়া,
বিশ্বময় ঘরে ঘরে সঞ্চরে ফিরিয়া;
নিবৃত্ত হইল ক্রমে জনকোলাহল,
ঝিল্লী-ঝাঁঝাঁ-তানমাত্রে ‡ পূর্ণ ভূমণ্ডল।

* (ঘন-অন্ধকারে) মেঘরূপ আঁধারে, (দিবসের ছায়া-প্রায় তদনুসরণে) এই স্থলেও পূর্ব্বের—এইরূপ দৃশ্যাবলী ঘটাইয়া ক্ষণে, উক্ত স্থলে ক্ষণপ্রভার সহিত সন্ধ্যার সাদৃশ্য নাই বুঝিতে হইবে।

† (প্রস্বাপ·-স্বশক্তিতে) নিজের নিদ্রা-জনিকা শক্তি দ্বারা, (শর্ব্বরী-চারিণী) রাত্রিতে চরণশীলা।

‡ (ঝিল্লী-ঝাঁঝাঁ-তানমাত্রে) কেবল ঝিঁঝিঁ পোকার ঝাঁঝাঁ শব্দে যা কেবল উহার গানের অঙ্গ স্বরবিশেষে।

এইকালে ভরতাদি ভ্রাতৃত্রয়ে ল'য়ে,
মন্ত্রগৃহে রামচন্দ্র উপনীত হ'য়ে,
সীতার সম্বন্ধ তুলি, প্রকৃতিবচন—
যাহা তিনি দূতমুখে করেন শ্রবণ,
কীর্ত্তন করিয়া তাহা, কহিলেন পরে,—
দেখ, অবরজগণ! সর্ব্বত্র ঈশ্বরে
সদা বিদ্যমান জানি, ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
সিংহাসনে বসি যে বা ধর্ম্মদণ্ড ধরি,
রাজার প্রকৃত ধর্ম্ম—প্রকৃতিরঞ্জন,
স্বসুখভোগাদি হেতু দেয় বিসর্জ্জন,
রাজার প্রকৃত সুখে হ'য়ে সে বঞ্চিত,
রাজত্বের ছলে করে নিরয় সঞ্চিত।
প্রাণাধিক স্নেহ, দয়া, যত্ন সহকারে,
যে রাজা পুত্রের চক্ষে দেখেন প্রজারে;
লোকোত্তর * রাজগুণে মুগ্ধ প্রজাজন
গৌরবে নিরখে যাঁরে পিতার মতন;
দেবতা-সমান-বোধে, দেবতা-পূজায়
প্রেমভক্তি-গন্ধপুষ্পে পূজা করে যাঁয়;
যোগ্য দণ্ডধর তিনি, দেবাদিবাঞ্ছিত,
দেবাতিদুর্ল্লভ † জেনো সর্ব্বপ্রশংসিত।

* (লোকোত্তর) অলৌকিক, অসাধারণ।

† (দণ্ডধর) রাজা, (দেবাদিবাঞ্ছিত, দেবাতিদুর্ল্লভ)—অর্থাৎ দেবতারা এরূপ রাজা পাইতে বাঞ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহারাও প্রাপ্ত হন না।

অস্মদাদি পূর্ব্ববর্ত্তী যত ঊর্দ্ধতন
সূর্য্যবংশে সমুদ্ভূত পিতামহগণ,
সর্ব্ববিধ নৃপ-গুণে হ'য়ে বিভূষিত,
রাজবেশে রাজাসন করি আলোকিত,
উক্তরূপে রাজধর্ম্ম যতনে পালিয়া,
কীর্ত্তি-দীপ্ত দীপে, দশ দিক্ উজলিয়া,
প্রাতঃস্মরণীয় সবে অদ্যাপি ধরায় ;
অক্ষয় তাঁদের কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে গায়।
জনমি তাঁদের বংশে, বসি সেই পদে,
বঞ্চিত হ'য়ে তাঁদের সুখ্যাতি-সম্পদে,
উপক্রোশ-মলীমস * ব্যর্থ প্রাণ ধরি,
"রাজা" নাম ল'য়ে যদি অখ্যাতি আহরি † ;
ধিক্ এ জীবনে তবে,—বুঝিয়াছি সার,
আত্মহত্যা ইহা হ'তে প্রশস্য ‡ আমার।
এই জন্য মনে মনে করিয়াছি পণ,
হয় সীতা, নয় প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
সর্ব্বস্ব তোমরা মম অনুজ-ত্রিতয়, §
প্রাণাধিক মমত্ব ও স্নেহের নিলয়,
ত্যজিতেও হয় যদি তোমাসবাকারে,
প্রকৃতিরঞ্জনক্রমে,—রাজ্য রক্ষিবারে,

* (উপক্রোশ-মলীমস) নিন্দামলিন।
† (আহরি) আহরণ অর্থাৎ সঞ্চয় করি।
‡ (প্রশস্য) প্রশংসনীয়, শ্রেষ্ঠ। (প্রশস্ত) পাঠান্তর।
§ (অবরজত্রয়) পাঠান্তর।

তাহাতেও আছি আমি সম্মত যখন,
তখন উহার সঙ্গে জানকী-বর্জ্জন,
তুলনায় অতি তুচ্ছ, সহজ বিষয় ;
স্থিরধীতে মনে ইহা বুঝিয়া নিশ্চয়,
কুলার্থে একের ত্যাগ—শাস্ত্রনীতি * স্মরি,
মনের ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য মমতা বিস্মরি,—
অধর্ম্মও ধর্ম্ম হয় যদি দশে ঘোষে,
এই শাস্ত্রনীতি-মতে, প্রজাপরিতোষে, †
কুলের গৌরবে, কুল উজ্জ্বল রাখিতে,
সন্নিমিত্তে ‡ স্বার্থত্যাগ লোকে শিখাইতে,
কুলপঙ্ক-লোকনিন্দা-ক্ষালন-সাধন,
সঙ্কল্পিত, স্থিরীকৃত সীতানির্ব্বাসন
সাধিতে আমায়, দিয়া সকলে সম্মতি,
অনুজের যোগ্য কার্য্য আচর সম্প্রতি।
রাবণ-প্রকৃতি, আর দীর্ঘকাল ধ'রে
জানকীর অবস্থিতি রাবণের ঘরে,
বিচারিলে, প্রজাকৃত কলঙ্ক-ঘোষণা §
নিতান্ত অলীক বলি হয় না ধারণা ¶ ;

* "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে" এই শাস্ত্রনীতি।

† প্রজারা যখন সীতাকে কলঙ্কিনী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে (উহা অলীক, অতএব প্রজাদিগের এরূপ ঘোষণাবাক্যপ্রয়োগ অধর্ম্ম হইলেও), তখন অধর্ম্মও ধর্ম্ম হয় যদি দশে ঘোষে—এই নীতিশাস্ত্রমতে উহা তাহাদিগের অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য না করিয়া, (প্রজাপরিতোষে) প্রকৃতিরঞ্জন দ্বারা।

‡ (সন্নিমিত্তে) সৎকার্য্যার্থে, প্রকৃতিপালনরূপ সাধুকার্য্যের জন্য।

§ (ঘোষণা) উচ্চৈঃ কথন বা জ্ঞাপন। ¶ (ধারণা) নিশ্চয়।

হুতাশন-শুদ্ধি-কাণ্ড যদি ধরা যায়,
উহাও ঘটেছে দেখ সুদূর লঙ্কায় ;
অযোধ্যায় কা'র তাহা সত্য বোধ হবে ?
কেমনে বা প্রজাজনে দোষী কহি তবে ?
আমাদের প্রতিকূল-দৈব-নিবন্ধন,
জন্মিয়াছে এই দোষ কুলনিপাতন * ।
আত্ম-সংরক্ষণ লোকে ভাবিয়া অন্তরে,
অহি-দষ্ট করাঙ্গুলি যথা পরিহরে †,
সেইরূপ আত্মরক্ষা ‡ মনে বুঝি সার,
কলঙ্কিনী সীতারে করিব পরিহার ;
দুর্ব্বিষহ-লোকনিন্দা-ব্রণ-বিরোপণে,
অন্যবিধ সদুপায় না দেখি নয়নে।
নবাম্বু-গর্ভশ্যামল, স্নিগ্ধতা-মোহন, §
দুর্দ্দিনেতে লব্ধোদয় নববর্ষাঘন, ¶
বজ্রমিশ্র বারিধারা বর্ষণের পরে,
ক্ষণকাল রহে যথা শুদ্ধভাব ধ'রে,—

* (বংশনিকৃন্তন) পাঠান্তর।

† (আত্মসংরক্ষণ) সমস্ত শরীরের রক্ষা, (পরিহরে) পরিত্যাগ করে।

‡ (আত্ম-রক্ষা) আত্মা শুদ্ধ, স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়, নিরাকার, বিকারবিবর্জ্জিত বস্তু,—"আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্বিকারী নিরাকৃতিঃ।" এখানে তাঁহার আভাস-চৈতন্য জীব, সেই জীবের সংরক্ষণ অর্থাৎ কোনপ্রকারে জীবকে কলঙ্কিত হইয়া নষ্ট হইতে না দেওয়া।

§ (স্নিগ্ধতামোহন) চিক্কণতায় মুগ্ধকর অর্থাৎ মনোরম।

¶ (নববর্ষাঘন) নূতনবর্ষাকালীন মেঘ।

নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, স্নিগ্ধ * রঘুবর,
কালগুণে হ'য়ে সেই ঘন-সহোদর,
স্বমত-সবজ্রবাক্য-বারি বর্ষি, † শেষে
স্থিরভাবে রহিলেন ক্ষণ-মৌনাবেশে ‡।
অনন্তর ভ্রাতৃত্রয়-স্বরূপে § লক্ষ্মণ,
চিরসঙ্গী রাঘবের, সুমিত্রানন্দন,—
মুছিয়া নয়নবারি, শোক সংবরিয়া,
সমুদ্গত-বাষ্পবেগ যত্নে নিরোধিয়া,
করপুটে দাঁড়াইয়া অগ্রজ-গোচরে, ¶
কহিলেন সপ্রশ্রয় যোগ্য সদুত্তরে ‖।
পিতৃতুল্য পূজ্যপাদ! অস্মদেকাশ্রয়!
অগ্রজপ্রবর! মান্য! দাদা মহাশয়!
বীরেন্দ্র আর্য্য ভরত, ** কিংবা এ অধীন,
অথবা প্রিয় শত্রুঘ্ন, কোথা কোন্ দিন,
কোন্ অংশে আজ্ঞার বিরোধী আপনার?
দেখেছেন কোন্ দোষ কবে বা কাহার?

* (স্নিগ্ধ) স্নেহভাবাপন্ন, প্রেমাস্পদ, বৎসল।

† (সহোদর) তুল্য, (বর্ষি) বর্ষণ করিয়া।

‡ (ক্ষণ-মৌনাবেশে) কিয়ৎকালীন তুষ্ণীম্ভাব সহকারে।

§ (ভ্রাতৃত্রয়-স্বরূপে) ভ্রাতৃত্রয়ের স্থানীয়ভাবে, ইহা ষষ্ঠ পংক্তিতে 'কহিলেন' পদের সহিত অন্বিত হইবে।

¶ (সমুদ্গত-বাষ্পবেগ) উদিত উষ্মার বা উৎপন্ন কণ্ঠবারির প্রবাহ, (অগ্রজ-গোচরে) জ্যেষ্ঠের প্রত্যক্ষে।

‖ (সপ্রশ্রয় যোগ্য সদুত্তরে) বিনয়গর্ভ উপযুক্ত সাধু প্রতিবচনে।

** (আর্য্য ভরত) মাজ্য, মধ্যম ভ্রাতা।

সম্পূর্ণ পরের মত ভাবিয়া যেহেতু,
অনুমতি-পরিবর্ত্তে, রঘুবংশকেতু, *
বাঞ্ছেন সম্মতি আজি আমাদের কাছে?
আপনার আজ্ঞামাত্রে, বলুন্ কি আছে
হেন প্রিয়তম বস্তু, হেলায় যাহায়
ত্যজিতে না পারি, দেব! ও পদকৃপায়?
আপনি আদেশ দিলে, সুধার সমান,
তীব্র হালাহল পারি করিবারে পান;
ভবদীয় বাক্যমাত্রে, ভ্রাতারা সকলে,
ঝাঁপ দিতে পারি ঘোর সমুদ্রের জলে;
জ্যেষ্ঠতাস্বরূপ ধর্ম্মে—শাস্ত্রের প্রমাণ, †
আপনি সে কোশলেন্দ্র পিতা বর্ত্তমান;
সর্ব্বময় কর্ত্তা, প্রভু, সর্ব্বমুখীগতি,
আপনি অধীশ, পূজ্য, সেব্য, রঘুপতি;
আপনি করিলে আজ্ঞা, নরেন্দ্রকেশরী,
অবিচার্য্য সে শাসন শিরোধার্য্য করি,—
ধনজন পরিত্যাগ দূরের বিষয়,
স্মরিতেও মনোমধ্যে লজ্জা বোধ হয়,
তৃণতুল্য পারি ত্যজিবারে এ জীবন,
নিশাত-নিস্ত্রিংশে ‡ করি স্বশিরশ্ছেদন;

* রঘুবংশকেতু দেখেছেন ও বাঞ্ছেন ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ, অথবা হে রঘুবংশকেতু! এইরূপ অর্থে বাঞ্ছেন ক্রিয়ার কর্ত্তা আপনি পদ উহ্য।

† অগ্রজস্বরূপ গুণে আপনি সেই অযোধ্যাপতি পিতা দশরথ স্বয়ং বিদ্যমান, (শাস্ত্রের প্রমাণ) ইহা শাস্ত্রের নিশ্চয়, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। যথা—"জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমঃ পিত্রা"।

‡ (নিশাত নিস্ত্রিংশে) তীক্ষীকৃত খড়্গে।

আপনি অভীষ্ট-দেব অতুল্য-স্বরূপ,
আপনার মুখে, আর্য্য! শুনিয়া ওরূপ
অনুমোদনের কথা, ব্যথা পাই মনে;
সংবর্দ্ধিতে (সম্ভাবিতে) ইচ্ছা করি নিদেশ-পালনে *
আত্মায় কৃতার্থ-বোধে কিঙ্করেরা সবে;
বলুন, কাহায় এবে কি করিতে হবে?
অনুজ-স্থিরানুকূল, বাগীশ-প্রবীণ, †
ভক্ত-চূড়ামণি রাম, ভক্তপরাধীন,
প্রীতিমান্ লক্ষ্মণের অনুরাগাত্মক,
অকৃত্রিম-চিত্তভাব-ভক্ত্যভিব্যঞ্জক,
মধুর ভাষিত শুনি অপ্রতিভ হয়ে,
প্রীতিস্নেহপূর্ণ ভাবে প্রেমার্দ্রহৃদয়ে,
কহিলেন ভ্রাতৃবর্গে—লক্ষ্মণে সম্ভাষি,
ভ্রাতৃপ্রেম-দ্রবতুল্য নেত্রনীরে ভাসি।
প্রদীপ হইতে যথা প্রবর্ত্তিত ‡ দীপ,
সর্ব্বাত্ম-স্বরূপে হয় প্রদীপ-প্রতীপ, §—
পিতা হ'তে প্রবর্ত্তিত সমস্ত সন্তান,
সর্ব্বাঙ্গীণ-ভাবে তথা পিতার সমান;

* সংবর্দ্ধিতে ইত্যাদি—আমরা দাস, দাস সকলে আপনার আজ্ঞা-সংরক্ষণ দ্বারা নিজ নিজ আত্মাকে (সংবর্দ্ধিতে) (সম্ভাবিতে) সম্মানিত করিতে অর্থাৎ গৌরবান্বিত করিতে [এই তাৎপর্য্য] ইচ্ছা করি।

† (বাগীশ-প্রবীণ) বাগ্মীদিগের মধ্যে নিপুণ।

‡ (প্রবর্ত্তিত) উৎপাদিত।

§ (প্রদীপ-প্রতীপ) প্রদীপের তুল্য।

সমসম্বন্ধ-বন্ধনে সবে বদ্ধ হ'য়ে,
ভাই ভাই শোভে এরা অভিন্ন-হৃদয়ে ;
দেশে দেশে মিলে মিত্র, সখা, বন্ধুগণ,
বিবিধ সম্পদ্, রত্ন, জায়া, ধন, জন ;
মিলে যথা প্রাণাধিক হেন বস্তু ভাই,
কুত্রাপি এরূপ দেশ কিন্তু দেখি নাই ;
এ হেন আপন যারা চির-প্রেমাধার,
সেরূপ পরম বস্তু তোমরা আমার ।
বীরেন্দ্রকুলগৌরব ! জ্যেষ্ঠে অনুব্রত !
ইক্ষ্বাকু-কুলপ্রদীপ ! নিত্য জ্যেষ্ঠরত !
প্রাণের লক্ষ্মণ ! ভ্রাতঃ ! সংসারে যখন,
বয়স্থ ও যোগ্যপাত্র হয় ভ্রাতৃগণ,
সে সময় গুরুতর কর্ত্তব্য-বিষয়ে,
তাহাদের সবাকার অভিপ্রায় ল'য়ে
কার্য্য সম্পাদন-রীতি লোক-ব্যবহার ;
উক্ত নীতিক্রম ধরি, পূর্ব্বোক্তপ্রকার
সম্মতি-দানের কথা করি উত্থাপন ;
বুঝি নাই পূর্ব্বে, উহা স্নেহাস্পদগণ !
এতাদৃশ ক্লেশপ্রদ ভাবিবে সকলে ;
ঈদৃশ জ্যেষ্ঠানুরাগ বংশব্রত-বলে,
সৌভ্রাত্র-বলেও † সবে দৃঢ় বলীয়ান্,
আমাতে তোমরা সত্য নিত্য ভক্তিমান্ ;

---

* (মিত্রাদি) মিত্র—একক্রিয়,সখা—সমপ্রাণ,বন্ধু—অত্যন্ত দোষসহনশীল
† (সৌভ্রাত্র-বলে) সুভ্রাতৃত্বশক্তিতে, ভ্রাতাদিগের পরস্পর স্নেহসামর্থ্যে ।

জ্যেষ্ঠ-সমীহিত-সাধ্য শুদ্ধ * লক্ষ্য করি,
তোমরা প্রত্যেকে ভাই! বীরেন্দ্র-কেশরী,
ঈরিত † অদ্ভুত সর্ব্ব কার্য্য অবহেলে
সম্পাদিতে পার মম আজ্ঞামাত্র পেলে;
ত্রিভুবনে এপ্রকার আপনার আর
হিতৈষী পরম বন্ধু কে আছে আমার?
সর্ব্বমতে তোমা সবে জানিয়া সহায়,
তোমাদের প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, মমতায়
দৃঢ়বদ্ধ হয়ে, আমি তোমাদের তরে,
তোমাদের মুখ চেয়ে, শ্রম-যত্ন-ভরে,
প্রীতমনে প্রাণপণে অতীব কঠিন
রাজ্যের দুঃসহ ভার সহি অনুদিন।
একমাত্র তোমাদের দুঃখাদি-মার্জ্জনে,
প্রিয়তম তোমাদের প্রীতি-বিবর্দ্ধনে,
সমস্ত কার্য্যের মম উদ্যোগ সতত,
সমস্ত ভ্রাতায় ইহা আছ অবগত।
অল্পমাত্র তোমাদের মনের বেদনা,
তোমাদের কোনরূপ দৈহিক যাতনা,
সহিতে কি দেখিতে না পারি কদাচন,
সদ্যঃপ্রতীকারে জান করি উন্মূলন।

---

* (জ্যেষ্ঠ-সমীহিত-সাধ্য শুদ্ধ) অগ্রজের কেবল অভীষ্ট-সাধন।

† (ঈরিত) অর্থাৎ ভবদুক্ত "ঝাঁপ দিতে পারি ঘোর সমুদ্রের জলে" ইত্যাদিরূপ।

তথাপি সম্প্রতি যেন হয়ে প্রতিকূল,
ভ্রাতৃচতুষ্টয়-সম-শোক-ক্ষোভ-মূল *
সীতা-নির্ব্বাসন আমি করেছি নিশ্চয় ;
হেতুভূত ইহাতে অমোঘশক্তিময়
দৈব উহা,—ব্যর্থ যাহে পৌরুষ-প্রসার ;
একমাত্র সহকার † যার প্রতীকার।
যথা দারুময়ী মূর্ত্তি কুহকেচ্ছাক্রমে,
দেখায়ে কর্তৃত্ব-কৃত্য ছায়ামঞ্চে ‡ ভ্রমে,
দৈব-চেষ্টা-মতে তথা আমরা সকলে
কর্তৃকৃত্য প্রকাশিয়া ভ্রমি ভূমিতলে।
দৈবনিষ্ঠ কার্য্যতন্ত্র,—মানব সকল
দৈবকৃত কার্য্যতন্ত্রে নিমিত্ত § কেবল ;
ঘনাবলী বায়ুবলে গগনে যেমন
সঙ্গত হইয়া পুনঃ লভে বিশ্লেষণ,
দৈববলে মর্ত্ত্যে তথা জীব-জন্তুচয়,
পরস্পর মিলি পুনঃ বিশ্লেষিত হয় ;

* (ভ্রাতৃচতুষ্টয়েত্যাদি) চারিজন ভ্রাতারই তুল্যরূপ শোক-দুঃখের নিদান।

† (দৈব) ভাগ্য, (পৌরুষ-প্রসার) পুরুষত্ব-বিস্তার বা পুরুষার্থের গতি, (সহকার) সহকার্য্য বা সহকরণ।

‡ (কুহকেচ্ছাক্রমে) ইন্দ্রজালিকের বা মায়াবীর চেষ্টার অনুসারে, (ছায়ামঞ্চে) ছায়াবাজির বেদীতে, পুত্তলিকার নৃত্যভূমিতে।

§ (কার্য্যতন্ত্র) কার্য্যসমূহ, (নিমিত্ত) উদ্দেশ্য, উপলক্ষ, অর্থাৎ সজ্জিত ঠাট।

স্রোতোবশ তৃণদল স্রোতে যথা ভাসি,
একত্র মিলিত হয় নদী-মাঝে আসি,
আবার যেরূপ ক্রমে স্রোতো-বেগ-বলে *
বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে উহারা সকলে,—
ভাগ্যাধীন সেইরূপ মানব-নিচয়,
ভাগ্যস্রোতে আসি ভবে একত্রিত হয়,
ভাসিয়া ভাগ্যের স্রোতে তাহারা আবার,
বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়—তৃণালিপ্রকার ; †
অতএব ভাগ্যায়ত্ত সঙ্গে বা বিচ্ছেদে
অন্যথা ঘটে না কভু হর্ষ কিংবা খেদে ;
ইহা ভাবি উপস্থিত অশুভ বিষয়ে
ধৃতিই আশ্রয় সার বুঝেছি হৃদয়ে ;
ভাবী ‡ সীতাবিবাসন যত চিন্তা করি,
তত উহা শোকাবহ ঘোর মূর্ত্তি ধরি,
বিদলে হৃদয়-গ্রন্থি, প্রকাশি প্রভাব ;
বিশেষ বুঝিয়া দেখি চিন্তার স্বভাব,
আশ্রয়ে প্রশ্রয়দানে হইয়া বিরত,
করেছি তাহায় দূর-অবজ্ঞোপহত § ;
শোকের প্রসূতি-রূপা, অনর্থের মূল,
ধৃতি-বুদ্ধি-বিদ্যাদির চির-প্রতিকূল,

* (স্রোতো-বেগ-বলে) প্রবাহের বেগ-শক্তিতে।
† (তৃণালিপ্রকার) তৃণদলের ন্যায়।
‡ (ভাবী) ভবিষ্যৎ।
§ (দূর-অবজ্ঞোপহত) অত্যন্ত অবজ্ঞাদ্বারা বাধিত।

মনোভূমি-বিষবল্লী, তন্দ্রা-তরু-ফল,
তাপদান পক্ষে চিন্তা প্রজ্বলিতানল;
দৈন্য-সহচরী চিন্তা ক্লেশের কারণ,
হৃদয়ে নিশ্চয় বুঝি, স্নেহাস্পদগণ!
আমার আশ্রিত পথ করিয়া আশ্রয়,
চিরাভ্যস্ত ধীরতার দাও পরিচয়।
এক্ষণে নিমিত্তরূপে জানকী-বিবাস *
সম্পাদিতে, বিনা চিন্তা, বিনাই প্রয়াস,
অনুকূল-দৈব-বশে সুগম শরণি
আবিষ্কৃত † হইয়াছে সহজে আপনি।
পবিত্র জাহ্নবী-জলে সুখাবগাহন,
মুনিপত্নীগণে দেখা আর সম্ভাষণ,
জানকীর আন্তরিক ‡ প্রিয় মনোগত,
জিজ্ঞাসিয়া পুনঃ পুনঃ হ'য়ে অবগত,
প্রাতে মনোগত বাঞ্ছা পূরাব তোমার,
অদ্যাই ক'রেছি আমি এই অঙ্গীকার;
ইহাই কলঙ্কসিন্ধু-সুখদ-তরণী,
অভিপ্রেত-সংসাধন-প্রশস্ত-শরণী।
এই কৃত প্রতিজ্ঞার রক্ষা-ব্যপদেশে, §
প্রভাতে তাঁহায় লয়ে তপোবনোদ্দেশে,

* (নিমিত্তরূপে) উপলক্ষমাত্ররূপে, (জানকী-বিবাস) সীতা-নির্ব্বাসন।
† (উপস্থিত) পাঠান্তর।
‡ (আন্তরিক) অন্তর্গত।
§ (রক্ষা-ব্যপদেশে) পালন করিবার ছলে।

করিতে উদ্বেগবহ্নি চির-নির্ব্বাপণ,
বাল্মীকির আশ্রমান্তে * দিতে বিসর্জ্জন,
এক্ষণে বীর সৌমিত্রে ! নির্দ্দেশি তোমারে।
পূর্ব্বে আমি পিতৃকৃত সত্য পালিবারে
যে সময় বনে যাই, ছায়ার মতন,—
অসহ্য ভাবিয়া মম সঙ্গতি-বর্জ্জন,—
স্বতঃই তখন সঙ্গে গিয়াছিলে তুমি ;
বন-পথ, তথা † তায় তপোবন-ভূমি,
বিশেষ জানহ ভাই ! ভরতাদি হ'তে ‡ ;
কানন-প্রদেশাদিতে বহুদিন হ'তে
একত্র নিবাস হেতু, সীতাও এক্ষণে
হ'বেন বিশেষ প্রীত যেতে তোমা-সনে।
বাল্মীকি, প্রাচীন ঋষি, পরম দয়াল,
আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী জান চিরকাল ;
কোনরূপে জানি তিন সীতা-অত্যাহিত, §
কন্যাভাবে রক্ষিবেন ইঁহারে নিশ্চিত।
অতএব প্রাতঃকালে বনে যাইবারে
সজ্জিত হইতে তুমি কহিয়া সীতারে,

* (উদ্বেগবহ্নি) উৎকণ্ঠানল, (নির্ব্বাপণ) নির্ব্বাণ, (আশ্রমান্তে) আশ্রম-প্রান্তে বা আশ্রমসীমায়।

† (তথা) সেইপ্রকার, অর্থাৎ বনপথ যেমন জান, তপোবনভূমি সেই-প্রকার জান।

‡ (ভরতাদি হ'তে) ভরত প্রভৃতির অপেক্ষা।

§ (সীতা-অত্যাহিত) সীতার অমঙ্গল।

শয়ন করিতে যাও প্রাণের লক্ষ্মণ!
প্রাণের ভরত! ভাই! বীরেন্দ্র-রতন!
প্রাণের পুত্তলি মম শত্রুঘ্নে লইয়া,
তুমিও শয়ন কর শয্যাগৃহে * গিয়া;
অধিক হ'য়েছে রাত্রি,—আমিও এক্ষণে
শয়ন করিতে যাই শয়ন-ভবনে।

ইতি গদিতমদীনং জানকীত্যাগগর্ভং
রবিকুলভবয়োগ্যং বাক্যমুক্ত্বার্থসারম্।
শয়নবিধিনিমিত্তং ব্যাদিশন্ স্বানুজাতান্
রঘুপতিরুদতিষ্ঠন্মন্ত্রণাগারমধ্যাৎ॥

রঘুবংশ্য-সমুচিত, অদীন-ভাষিত,
সীতাত্যাগ-সংবলিত, সারার্থসংহিত, †
কহিয়া এ হেন বাক্য রাম রঘুপতি,
শয়নার্থে ভ্রাতৃগণে দিয়া অনুমতি,
গাত্রোত্থান করিলেন মন্ত্রাগার হ'তে,
যাইলেন শয্যাগৃহে-শয়ন করিতে।
অনন্তর শয্যাগৃহে হ'য়ে উপনীত,
স্তব্ধভাবে শয্যাতলে থাকিয়া শয়িত,
বহু চেষ্টা করিলেন বহু ক্ষণ ধ'রে,
শ্রান্তিহর শান্তিকর সুপ্ত্যাগম-তরে;
কিন্তু সুপ্তি-পরিবর্ত্তে, চিন্তা-স্রোতস্বতী
ধাবিলে ‡ সেবিতে তাঁরে, ধরি স্রোতোগতি,

* (শয্যাগৃহে) শয়নঘরে। † (সারার্থসংহিত) শ্রেষ্ঠার্থমিলিত
‡ (বহিলে) পাঠান্তর।

তখন উহার * টানে ভাসায়ে অন্তর,
উঠি বসিলেন রাজা শয্যার উপর ;
বিবাহের রাত্রি হ'তে আরম্ভ করিয়া,
অদ্যকার এই রাত্রি পর্য্যন্ত ধরিয়া,
বৃত্তজাত † চিত্তে তাঁর হ'য়ে মূর্ত্তিমান্,
ভেদিতে লাগিল মর্ম্ম শল্যের সমান ‡।
বিনা দোষে জানকীরে কুলনিন্দাভয়ে,
প্রকৃতি-প্রীতি-হেতুতে নির্ম্মম-হৃদয়ে
বিবাসিত করিলাম,—এই শোকানল,
চিন্তাবায়ু-সহযোগে প্রজ্বলি প্রবল,
দলিতে লাগিলে তাঁর, দেহ, মনঃ, প্রাণ,—
সন্তাপে কাতর হ'য়ে, রাঘব-প্রধান,
গর্হ্যোক্তিভাষণপর, § তরলপ্রকৃতি,
সীতাত্যাগে হেতুভূত যে সব প্রকৃতি,
সে সবারে উদ্দেশিয়া করি সম্বোধন,
কহিলেন স্নেহভাবে,—দেখ প্রজাগণ!
স্বৈরাচার তনয়ের ছন্দানুবর্ত্তনে, ¶
তার ঘোর অবিনয় সন্তাপিতমনে,

* (উহার) চিন্তানদীর।

† (বৃত্তজাত) ঘটনাসমূহ।

‡ (মর্ম্ম) জীবনস্থান শল্যের সমান ভেদিতে লাগিল, ইহার হেতু—উল্লিখিত বৃত্তজাত স্বল্পসুখাত্মকমাত্র, নিরন্তর দুঃখেতেই পরিপূর্ণ।

§ অকথ্যকথনশীল—পাঠান্তর। (গর্হ্যোক্তিভাষণপর) নিন্দনীয়-বাক্য-কথন-তৎপর।

¶ (ছন্দানুবর্ত্তনে) মনোবৃত্তির অনুসরণে।

সুপ্রিয়প্রজ পিতায় * সহেন যদ্রূপ,
তোমাদের অবিনয় সহি সেইরূপ ;
তোমাদের প্রীতিমাত্র করিয়া উদ্দেশ,
আত্মসুখমাত্রে জলাঞ্জলি দিয়া শেষ,
বিসর্জ্জন করিলাম গৃহশ্রী এক্ষণে,
ধর্ম্মানুগ-জায়াপতি-সম্বন্ধ-চ্ছেদনে ;
এ হ'তে অসাধ্য কার্য্য কি আছে আমার ?
হ'তে পারে এ হ'তে অধর্ম্ম কি বা আর ?
প্রজাজনে এইরূপ কহি নৃপবর,
স্বর্গত পিতামাতারে স্মরি অতঃপর,
শোক-ক্ষোভ-দুঃখপূর্ণ করুণ বচনে,
কহিলেন সনিশ্বাস দীন সম্বোধনে ;—
হা পুত্রময়জীবন পিতঃ কৃপাধার !
হা মায়াপ্রতিমা স্নেহময়ি মা আমার !
দেখহ বারেকমাত্র আসিয়া উভয়ে,
রামভদ্র তোমাদের আত্মজাত † হ'য়ে,
নৃশংস রাক্ষসাধিক গর্হিতাচরণে,
অলৌকিক যেই কীর্ত্তি প্রকাশে ভুবনে।

* (সুপ্রিয়প্রজ) প্রজা অর্থাৎ সন্তান যাঁহার অতীব প্রিয়পাত্র, এরূপ (পিতায়) জনকে।

† (আত্মজাত) শরীরোৎপন্ন ; তোমরা স্নেহদয়াদিপরিপূর্ণ, তোমাদের শরীরোৎপন্ন হইয়া রামভদ্র ঈদৃশ নির্ম্মম কার্য্য করিল, ইহা অত্যন্ত গর্হিত, ইহা জানাইবার জন্য 'আত্মজাত' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

তোমাদের উভয়ের আদরভাজন,
উভয়ের তুল্য যিনি আনন্দবৰ্দ্ধন,
স্নেহ দেখাইতে যাঁরে কন্যাধিক বলি,
দেখিতে যাঁহারে যেন নয়নপুত্তলি,
প্রীত হ'য়ে আনুগত্য, শ্রদ্ধা, শুশ্রূষায়, *
অহর্নিশ আশীৰ্ব্বাদ করিতে যাঁহায়,
সৌলক্ষণ্য † সরলতা, শুদ্ধি, সদাচারে,
কুললক্ষ্মী বলি দোঁহে সম্বোধিতে যাঁরে,—
তোমাদের প্রাণাধিক সেই স্নুষাধন, ‡
জনকনন্দিনী সীতা, দৈব-নিবন্ধন,
বনবাস প্রভৃতিতে বহুকাল ধ'রে
দুঃখ-ক্লেশ-পরম্পরা সহ্য করি, পরে
কিছুদিন দুঃখমুক্ত হইয়া, আবার
সম্প্রতি পিশাচাধিক ঘৃণ্যব্যবহার,
রঘুকুলকলঙ্কাঙ্ক, § কঠিনহৃদয়,
দুরাচার রাম হ'তে চিরদুঃখময়
যে ঘোর সঙ্কটে ¶ হ'তেছেন নিপাতিত,—
সংসারে তোমরা আজি থাকিলে জীবিত,

---

* (আনুগত্য) অনুবৃত্তি, (শুশ্রূষায়) সেবায়।

† (সৌলক্ষণ্য) সুলক্ষণার ভাব।

‡ (স্নুষা) পুত্রবধূ।

§ (রঘুকুলকলঙ্কাঙ্ক) রঘুবংশের অকীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ।

¶ (সঙ্কটে) বিপদে।

সহিতে কতই ক্লেশ ইহাতে * উভয়ে ;
কুপুত্রের অসঙ্গত উদ্যোগ-বিষয়ে
অপ্রীত হ'য়েও, পড়ি পুত্রের মায়ায়,
কোনক্রমে ত্যজিতে না পারিতে তাহায় ; †
দেখিতেও পারিতে না সীতাবিবাসন ;
নিদারুণ কি অবস্থা ভুঞ্জিতে তখন ?
যখন হইয়া আমি নির্ঘৃণ-হৃদয়,
আজন্মশুদ্ধচারিণী, শুচিতানিলয়,
সম্পূর্ণ নিরপরাধ জানি জানকীরে,
যেন আর্য্যরক্ত-বিন্দু-বিহীন শরীরে,
ক্রব্যাদকুলের ‡ মুখে বলির মতন,
প্রবৃত্ত হ'য়েছি দিতে বনে বিসর্জ্জন
(তোমাদের পুত্র নাম লুপ্তপ্রায় করি,
চাণ্ডালাদি হ'তে চণ্ড § কুক্রিয়া আচরি),—
তখন তুলারোহণে ¶ মম সমতায়,
অতি মন্দভাগ্য আর কে আছে ধরায় ?

---

* (এ হ'তে) পাঠান্তর।

† (তাহায়) সেই পুত্রকে।

‡ (ক্রব্যাদকুল) বলিতে রাক্ষস-সমূহ বুঝায়, কিন্তু রাক্ষসকুলনিহন্তা রামচন্দ্র রাক্ষসেশ্বর রাবণের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রাক্ষসকুল একপ্রকার নির্ম্মূল করিয়াছেন, এজন্য বর্ত্তমানে বনে তাহাদিগের আর পূর্ব্ববৎ উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এখানে (ক্রব্যাদকুল) শব্দে ব্যাঘ্র-ভল্লূকাদি মাংসাশী জন্তুদিগকে বুঝাইবে।

§ (চণ্ড) তীক্ষ্ণ।

¶ (তুলা) পরিমাণদণ্ড।

সর্ব্বতেজোভিভাবক, * বিশ্বপ্রপূজিত,
সুনির্ম্মল সূর্য্যবংশ ত্রিলোকীবিদিত ;
আজ সেই বংশ, মম নূতন শাসনে †
অবিচারে, অখ্যাতির নবাবতরণে, ‡
নিষ্প্রভ মলিনমূর্ত্তি হ'তেছে যখন,—
সর্ব্বথা তখন আমি নিন্দার ভাজন,
ঘৃণার ভাজন আমি, অবনীমণ্ডলে ;
সূর্য্যবংশে, তোমাদের বংশধর ব'লে
পরিচয় প্রদানের যোগ্য নহি আর ;
শান্তিদ-পিতৃনামের § স্মরণাধিকার
নাহি বর্ত্তে অতঃপর পতিত ¶ তনয়ে ;
পাপস্পৃষ্ট উহা হ'তে হইবে উভয়ে।
এই বলি, স্বাভাবিক ধৈর্য্য পরিহরি,
সামান্য জনের ন্যায় নরেন্দ্র-কেশরী,
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন,
হ'য়েও গাম্ভীর্য্যসিন্ধু ‖ শ্রীরঘুনন্দন।

* (সর্ব্বতেজোভিভাবক) সকলের তেজঃপরাভবকারী। তেজঃ+অভি-ভাবক=তেজোঽভিভাবক হয় ; বঙ্গভাষায় এরূপ (ঽ)লুপ্ত অকারের চিহ্নের ব্যবহার না করিলেও চলিতে পারে। † (রাজত্বগ্রহণে) পাঠান্তর।

‡ (নবাবতরণে) নূতন উৎপত্তিতে, নবাবতারে।

§ (পিতৃনামের) মাতার ও পিতার নামের।

¶ (পতিত) ধর্ম্মভ্রষ্ট।

‖ (গাম্ভীর্য্যসিন্ধু) অচাঞ্চল্যসাগর। গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ যথা—"বিকারাঃ সহজা যস্য হর্ষক্রোধভয়াদিষু। ভাবেষু নোপলভ্যন্তে তদ্গাম্ভীর্য্যমুদাহৃতম্ ॥" ইতি—যে গুণ থাকাতে হর্ষ ক্রোধ ভয়াদি চিত্তবিকারজনক ব্যাপার সকলেও যাঁহার জীব-স্বভাবজ বিক্রিয়া সকল অন্যকর্ত্তৃক অনুমিত না হয়, তাঁহার সেই গুণের নাম গাম্ভীর্য্য।

অতিতীব্র-তাপযোগে অভিতপ্ত হলে,
অত্যন্ত কঠিন লৌহ, সেও যায় গলে ;
কোমল মানবপ্রাণ, সন্তপ্ত দশায়,
দ্রবীভূত হইবে যে, আশ্চর্য্য কি তায় ?
প্রাণদ্রবব্যপদেশে শোকবাষ্পজল,
উদিতে থাকিল তাঁর নেত্রে অবিরল।
কপীন্দ্র সুগ্রীব, ঋক্ষপতি * জাম্ববান্,
রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ, বীর হনূমান্,
বিশ্বকর্ম্মসুত নল, বানরাদি সবে, †
ছিলেন সহায় যাঁরা লঙ্কা-মহাহবে, ‡
উপকারসূত্রে যাঁরা অন্তরঙ্গতম, §
ভাল বাসিতেন যাঁরা রামে আত্মসম,
নিদেশের বশবর্ত্তী, অতীবানুরত,
তদ্গতজীবনপ্রায়, নিত্যদানুগত, ¶
সেই সব শূরশ্রেষ্ঠে স্মরিয়া তখন,
সকরুণ প্রিয় বাক্যে করি সম্বোধন,
কহিলেন রামচন্দ্র,—দেখ মিত্রদল ! ‖
প্রেমাস্পদ, স্নেহাস্পদ বীরেন্দ্র সকল !

* (প্রাণদ্রবব্যপদেশে) প্রাণগলনের ছলে, (উদিতে) উত্থিত হইতে, (অবিরল) নিরন্তর, (ঋক্ষপতি) ভল্লূকেন্দ্র, ভল্লূকরাজ।

† (বানরাদি সবে) বানর ভল্লুক প্রভৃতি সকলে।

‡ (লঙ্কা-মহাহবে) লঙ্কার মহাযুদ্ধে।

§ (অন্তরঙ্গতম) অত্যন্ত আত্মীয়।

¶ (অতীবানুরত) অত্যন্ত আসক্ত। (নিত্যদা) সদা,(অনুগত) আশ্রিত।

‖ "একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রম্"—যে একরূপ ক্রিয়াতে সহযোগী তাহাকে মিত্র বলা যায়। রামচন্দ্র, সুগ্রীবাদির সহিত একত্র সঙ্গত হইয়া বহুদিন

তোমাদের অসামান্য যত্ন, পরিশ্রমে,
তোমাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, বুদ্ধি, পরাক্রমে,
দুর্ব্বৃত্ত, নৃশংস, ক্রূর, * দারুণ দুর্ম্মতি,
ধরিত্রীর ভারভূত, রাক্ষসাধিপতি,
দুর্ম্মদ, দুর্জ্জয় শত্রু, দুষ্ট দশাননে,
দৃপ্ত-বল-দল†-বংশ-স্বজনাদি-সনে,
সংহার করিয়া পূর্ব্বে ঘোর রণস্থলে,
উদ্ধারিয়া যে সীতায়, জ্বলন্ত অনলে
বিশেষ-পরীক্ষামুখে তদীয় চরিত্র,
পাবন ‡ জাহ্নবীজলসমান পবিত্র
হইলে প্রমাণীকৃত, প্রমাণ-প্রত্যক্ষে,
লঙ্কাপুরে তোমাদের সবার সমক্ষে,
সতীত্বরত্নভূষিত তাঁহারে তখন,
ধর্ম্মানুমোদনে § আমি করেছি গ্রহণ ;
দীর্ঘকাল রক্ষোগৃহে স্থিতি, হেতু ধরি,
তদীয় চরিত্রে এবে দোষারোপ করি,

পর্য্যন্ত রাক্ষসকুলের বিরুদ্ধে লঙ্কাসমররূপ বা তদঙ্গীভূত একবিধ ক্রিয়ায় ব্যাপৃত ছিলেন, এইজন্য এস্থলে তাঁহাদিগের সকলকেই মিত্র শব্দে সম্বোধন করিলেন।

* (নৃশংস) পরদ্রোহী, (ক্রূর) নির্দ্দয়।

† (দুর্ম্মদ) অতিমত্ত, অত্যন্ত অহঙ্কৃত, (দৃপ্ত-বল-দল) উদ্ধত সৈন্যসমূহ।

‡ (পাবন) পবিত্রকারক।

§ (ধর্ম্মানুমোদনে) ধর্ম্ম এস্থলে গৃহীর প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম গৃহস্থধর্ম্মরূপ, তাহার (অনুমোদনে) সম্মতিদানে, অর্থাৎ গৃহস্থধর্ম্ম স্ত্রীর সহিত মিলিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"—এই বিধির অনুমোদনে।

পৌর-জানপদ-বর্গে * কোন কোন লোকে, †
সীতাসঙ্গ-সূত্রে আমা দূষে দোষালোকে ; ‡
সেইজন্য আত্মশুদ্ধি করি অভিলাষ,
দিলাম সাধ্বী সীতায় চিরবনবাস ;
সাধারণ্যে তোমাদের সমক্ষোভকর,
সমানসন্তাপপ্রদ, সমদুঃখাকর,
দারুণ অপ্রিয় এই অবৈধ বিষয়ে,
সকলে আমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ § হ'য়ে,
ভাবিবে, ঘটেছে রামে বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ; ¶
অন্যথা এ কর্ম্ম তাঁতে সম্ভব কি হয় ? ||
হায় কি দুরূহ ব্রত প্রকৃতি-রঞ্জন !
কি কঠিন কার্য্য পরচ্ছন্দানুবর্ত্তন ! **
ব্রতী হ'য়ে অহো ! আমি, যে ব্রত সাধিতে,
কয়েক জনের ব্যর্থ †† প্রীতি সম্পাদিতে,
বহুসংখ্য প্রজাজনে, ঘনিষ্ঠ বান্ধবে,
পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-মিত্র-সুহৃদাদি ‡‡ সবে,

---

* (মধ্যে) পাঠান্তর।

† (দোষারোপ) দোষের—কলঙ্কের, আরোপ—অধ্যাস, কলঙ্ক-ন্যাস, কলঙ্ক-কল্পনা। (পৌর-জানপদবর্গে কোন কোন লোকে) নগরবাসী ও দেশবাসীদিগের মধ্যে কোন কোন জন, কেহ কেহ।

‡ (দোষালোকে) দোষদর্শনে, দোষদৃষ্টি দ্বারা। § (অসন্তুষ্ট) পাঠান্তর।

¶ (বুদ্ধি-বিপর্য্যয়) ধীশক্তির বৈপরীত্য বা ব্যতিক্রম।

|| (সম্ভাবিত নয়) পাঠান্তর।

** (পরচ্ছন্দানুবর্ত্তন) অন্যের অভিপ্রায়ের অনুবৃত্তি, অনুসরণ।

†† (বৃথা) পাঠান্তর।

‡‡ (ঘনিষ্ঠ-বান্ধবে) নিকট স্বজনে, (মিত্র) একক্রিয়াপর, (সুহৃদ্) সদৈবানুমত অর্থাৎ সর্ব্বদাই যে প্রিয়।

অপ্রীত, ব্যাকুল, ক্ষুব্ধ, * সন্তাপিত করি,
আপনার সুখশান্তি দূরে পরিহরি,
অসঙ্গত জানিয়াও সুসঙ্গত ব'লে,
সীতাত্যাগ পর্য্যন্তও, সুবিচার স্থলে
(শুদ্ধ যার অনুরোধে) করেছি গ্রহণ,
অক্ষুণ্ণ † রাখিতে কুলে কীর্ত্তি-মহাধন ;
মহাজনসাধ্য সেই মহাব্রত হ'তে,
মাদৃশজনের ভাগ্যে, ফলে নানা-মতে
বিষম বিরুদ্ধ ‡ ফল দেখিয়া, এক্ষণে
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হয় রাজত্ব-বর্জ্জনে।
মর্ম্মান্তিকক্লেশপ্রদ অপ্রিয়-সংযোগ, §
আর এই দুঃখাকর পাপ রাজ্যভোগ,
তুলনায় গণনায় উভয় সমান ;
এই রাজ্যভোগ হ'তে বনে অবস্থান,
সহস্রগুণে সুখের বলি বোধ হয়।
সীতাহরণের পূর্ব্বে,— পূর্ব্বে যে সময়
সীতা ও লক্ষ্মণ সনে থাকি ¶ বনবাসে,
কি সুখে তখন আহা! মনের উল্লাসে
কাটিয়া গিয়াছে দিন ; সীতারে রক্ষিয়া
গৃহে থাকিতাম আমি, চৌদিকে ভ্রমিয়া,

* (ব্যাকুল) উৎকণ্ঠিত, (ক্ষুব্ধ) ক্ষোভপ্রাপ্ত।
† (অক্ষুণ্ণ) অক্ষত, অত্রুটিত।
‡ (বিষম বিরুদ্ধ) দারুণ বিপরীত।
§ (অপ্রিয়-সংযোগ) অপ্রীতিকর বস্তুর সহিত মিলন।
¶ (থাকি) অবস্থান করিতাম।

বিবিধ ফলাদি খাদ্য করি অন্বেষণ,
আহরিয়া * যত্নে আনি দিতেন লক্ষ্মণ ;
ইতিহাস-মূল নানা-রম্য-কথাখ্যানে, †
হিতগর্ভ-ধর্ম্মশাস্ত্র-বচন-ব্যাখ্যানে,
শ্রবণরঞ্জন ‡ প্রিয় কথোপকথনে,
কাননের প্রাকৃতিক শোভা-দরশনে,—
অতুলিত মহাহর্ষ উদিত অন্তরে ;
নাহি ছিল ক্লেশমাত্র ক্ষণেকের তরে।
এক্ষণেও মনে হয়, নহে § রাজ্যভার
ভরতে অর্পিয়া, সেই বনেই ¶ আবার,
সুখে বাস করি গিয়া নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে,
সীতা ও লক্ষ্মণমাত্র সঙ্গী সঙ্গে ল'য়ে ;
সীতাত্যাগ হ'তে ইহা প্রশস্য বিস্তর, ||
পরক্ষণে ভাবি যেন সমীচীনেতর **।

* (আহরিয়া) একত্রীকৃত করিয়া,সংগ্রহ করিয়া। (আহারার্থে) পাঠান্তর।

† ইতিহাসেত্যাদি—ইতিবৃত্ত বা পুরাবৃত্তমূলক বহুবিধ সুন্দর গল্প-কথনে।

‡ (শ্রবণরঞ্জন) কর্ণের পরিতোষজনক বা শ্রুতিমধুর।

§ (নহে) না হয়।

¶ (কাননে) পাঠান্তর।

|| (প্রশস্য বিস্তর) অর্থাৎ অনেক শ্রেষ্ঠ।

** (যেন সমীচীনেতর) অর্থাৎ উক্ত কার্য্য প্রকৃত পক্ষে সমীচীনেতর নহে, এইজন্য (যেন) পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। (সমীচীনেতর) উপযুক্ত হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ অযোগ্য ; অথবা (সমীচীন) শব্দে উত্তম, (সমীচীনেতর) অর্থাৎ উত্তম নহে—নিকৃষ্ট।

অথবা বিচারপথ ত্যজিয়া যখন,
অপথে দাঁড়ায়ে যথা ভ্রষ্টশীল জন, *
ছায়া হেন অনুগতা, সাধ্বী, সুবিনীতা,
জনকের প্রাণাধিক প্রীতিদ-দুহিতা
সহধর্ম্মিণীরে, পূর্ণ-গর্ভিত দশায়, †
নির্ম্মম হইয়া আমি আমিষের প্রায়, ‡
দোহদ-পূরণচ্ছলে § বনে ভুলাইয়া,
বন্যজন্তুগণমুখে দিতেছি তুলিয়া;
সমীচীন আর সমীচীনেতর জ্ঞান, ¶
তখন আমার পক্ষে একই ‖ সমান।
হা, রাম হতক! ** ধিক্ তোমার বিচারে,
ভাল কীর্ত্তি প্রকাশিলে মেদিনী-মাঝারে;
অতঃপর ভাবী কালে জন্মিবে যাহারা,
তোমায় রাক্ষস বলি বর্ণিবে তাহারা।
হায়! কি ঘৃণার কথা! এ যে মৃত্যুপ্রায়! ††
এ অখ্যাতি ঘুচাইতে করি কি উপায়?
জন্মিয়াছিলাম আমি কেনই সংসারে?
হা বসুধে! কেন আর বহিছ আমারে?

---

* (যথা ভ্রষ্টশীল জন) দূষিতচরিত্র ব্যক্তির ন্যায়।

† (সহধর্ম্মিণীরে) ধর্ম্মপত্নীকে, (গর্ভিত দশায়) গর্ভযুক্ত অবস্থায়।

‡ (আমিষের প্রায়) মাংসের ন্যায়।

§ (দোহদ-পূরণচ্ছলে) দোহদ—গর্ভিণীর ইচ্ছা অর্থাৎ সাধ, তাহা পূর্ণ করিবার ছলে।

¶ (জ্ঞান) বোধ।

‖ (উভেই) পাঠান্তর।

** (হতক) হতভাগ্য।

†† (এ যে মৃত্যুপ্রায়) এ কথা যে মরণের তুল্য, অর্থাৎ অখ্যাতি-বাক্য ভদ্রলোকের পক্ষে মরণসদৃশ।

দুর্ব্বৃত্তে দমন করি সাধু সংরক্ষণে,
ভূভার হরণ জন্য মহা শুভক্ষণে,
ঈশ্বরাবতার-রূপে দেবতাঙ্গময়,
ধর্ম্মের মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যে রাজার উদয়; *
এ হেন রাজার যোগ্য ধর্ম্ম্য রাজ-পদে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে আমি, আধিপত্যমদে
নিরন্তর ঘোর মত্ত যারা নৃপাধম,
যাহারা রাক্ষস-বৃত্ত দুষ্ট দৈত্যোপম,
পরপ্রতারণা যারা বিদ্যা-ব্যপদেশে
শিক্ষা করে যত্নযোগে মনোভিনিবেশে, †
নরাধম, প্রতারক সে সবার দলে,
গণ্য হইলাম আজি মুখ্যতম ব'লে;
অন্যথা সারল্যছবি ত্বদীয় কন্যায়,
সাধরক্ষা-খিঝরীতে জঞ্জালের ন্যায়
কুল-বহিষ্কৃত করি, হ'য়ে স্বৈরচারী, ‡
সুদূর বনপ্রদেশে ত্যজিতে কি পারি?
বসুন্ধরে, মা! তোমারে সর্ব্বংসহা বলে,
সর্ব্ব কার্য্য, সর্ব্ববিধ ভার সহ § ব'লে;

---

* (ঈশ্বরাবতার-রূপে) ভগবানের আবির্ভাব স্বরূপে, অর্থাৎ তাহা যে-প্রকার ভূভার-হরণ-জন্য হইয়া থাকে তদ্রূপে, (অঙ্গ) অবয়ব, শরীরের অংশ, ইন্দ্রাদি দেবতার শরীরাংশে রাজার উৎপত্তি বলিয়া এখানে তাঁহাকে; (দেবতাঙ্গময়) বলা হইয়াছে, (উদয়) উৎপত্তি।

† (মনোভিনিবেশে) মনের আগ্রহে বা মনোযোগে, চিত্তের আবেশে।

‡ (খিঝরী) ঝাঁটা, খ্যাঙরা। (দোহদপূরণচ্ছলে) পাঠান্তর। (কুল-বহিষ্কৃত করি) গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়া, (স্বৈরচারী) স্বেচ্ছাচারী।

§ (সহ) সহ্য কর।

অন্যথা মাদৃশজনকৃত অবিচার,
অবিচারসমুদ্ভব দুর্ব্বিষহ ভার,
সহিতে কি বহিতে না পারিতে ধরণি!
সর্ব্বংসহপ্রকৃতিকা হইলে জননী,
মাতৃগুণে সর্ব্বংসহ হয় কন্যানিধি,—
বুঝিতে ইহাই বুঝি নিদারুণ বিধি,
শৈশব হইতে দুঃখে ফেলিয়া সীতায়,
প্রতিপদে নিক্ষেপিছে মহাপরীক্ষায়;
নতুবা জনকবালা, রাজার নন্দিনী,
গুণে—সর্ব্ব-পরিজন-হৃদয়ানন্দিনী,
পদে—রাজরাণী, শীলে—সতীত্বমূরতি,
হইয়াও, পাইয়াও অনুকূল পতি,
কেন বা থাকিতে সর্ব্ব সুখ উপস্থিত,
পুনঃ পুনঃ সে সকলে হ'বেন বঞ্চিত?
বিধাতৃবিহিত মার্গ লঙ্ঘিবার নয়,
দৈব-নিয়ম-যন্ত্রিত* চরাচরময়,
দৈব-দিষ্ট দশাচক্রে নিত্যভ্রাম্যমাণ, †
দৈবকর্ত্তৃনিষ্ঠকৃত্যে নিমিত্ত সমান,
পরাধীন জীবসঙ্ঘ দৈববশে ভ্রমে,
স্বাধীন তাহার কেহ নহে কোনক্রমে,—
সেই দৈববশে আমি হ'য়ে নিরুপায়,
নিমিত্ত-কারণ-রূপে তোমার সীতায়,

* (যন্ত্রিত) বদ্ধ।
† (দিষ্ট) আদিষ্ট বা দত্ত, (ভ্রাম্যমাণ) ঘূর্ণ্যমান।

যদিও কাননে এবে দিতেছি জননি !
বিশ্বম্ভরারূপে শোভ যখন ধরণি !
তখন কানন—তব স্নিগ্ধ ক্রোড়দেশ,
যতনে কন্যায় তায় * রক্ষা করো শেষ ;
এই শেষ নিবেদন তোমার চরণে। —
পৃথিবীরে এইরূপ যোগ্য সম্ভাষণে,
অনুনয় †-প্রকাশান্তে রাম রঘুবর,
সীতাশোকে অতিমাত্র হইয়া কাতর,
আপন কুলদেবতা স্বধু‍র্নীরে ‡ স্মরি,
যথাবিধি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রণিপাত করি,
কহিলেন,—দেবি গঙ্গে ! ত্রৈলোক্যতারিণি !
রঘুকুলদেবতে মা ! পতিতোদ্ধারিণি !
তব জলে মজ্জন § করেন পূর্ব্বমত,
জানকীর আন্তরিক এই মনোগত ;
আর মনোগত তাঁর মুনিপত্নীগণে,
দর্শন করেন গিয়া পুনঃ তপোবনে ;
উক্ত দ্বিবিধ দৌহৃ‍র্দ ¶-পূরণের ছলে,
অলীক লোককলঙ্ক ঘুচাইব ব'লে,
জানিয়াও জানকীরে সাধ্বী-গুণবতী, ‖
আমি যদি বনবাস দিলাম সম্প্রতি ;

* (তায়) অর্থাৎ সেই ত্বদীয় স্নিগ্ধ ক্রোড়দেশস্বরূপ বনে।
† (অনুনয়) প্রার্থনা।
‡ (স্বধু‍র্নীরে) স্বর্ণদীকে, গঙ্গাদেবীকে।
§ (মজ্জন) অবগাহন। ¶ (দৌহৃ‍র্দ) গর্ভবতীর ইচ্ছা, সাধ।
‖ (সাধ্বী-গুণবতী) পতিব্রতার গুণে সম্পন্না, অথবা সাধ্বী ও গুণবতী।

তুমি কিন্তু কুলবধূ বলিয়া তাঁহারে,
রক্ষা করো ত্রিপথগে! * সুদূর কান্তারে †।—
রক্ষিবারে সুদূর কান্তারে জানকীরে,
এইরূপে অনুনয় করি জাহ্নবীরে,
বহুক্ষণ সীতামূর্ত্তি মানসে ‡ চিন্তিয়া,
আত্মগ্লানি-গর্ভ বাক্যে আত্মায় নিন্দিয়া,
লোকাতিগ-সীতাগত-গুণাবলী স্মরি,
শোকভরে স্থিতি, ধৃতি, শমাদি § বিস্মরি,
সম্মুখে সীতায় যেন দেখি উপনীত,
কহিলেন সম্বোধিয়া ক্ষোভের সহিত ;—
অয়ি গুণময়ি! পুণ্যে! রামৈকজীবিতে!
চারিত্র-দেবতে! দেবি! শুচিস্মিতে! ¶ সীতে!
পড়িয়া যদৃচ্ছাচার বিধাতার করে,
সম্প্রদত্ত হয়েছিলে এ প্রকার বরে,—
যাহা হ'তে দুঃখময় ত্বদীয় জীবন,
যাহা হ'তে সুখিনী না হ'লে কদাচন ;

---

* স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই পথত্রয়ে গমনশীলা বলিয়া গঙ্গাকে ত্রিপথগা বলে ; তুমি যখন স্বর্গাদি লোকত্রয়ে গমনশীলা, তখন সুদূর কান্তারে যে সীতাকে দেখিতে পারিবে ইহা বুঝাইবার জন্য (ত্রিপথগে) সম্বোধন প্রযুক্ত হইয়াছে।

† (কান্তারে) মহারণ্যে।

‡ (মানসে) মনে।

§ (স্থিতি) মর্য্যাদা, (ধৃতি) ধৈর্য্য,(শমাদি) শম—অন্তঃকরণের স্থিরতা, আদি শব্দে এখানে দম প্রভৃতি, দম—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

¶ (শুচিস্মিতে) পবিত্রহাস্যযুক্তে।

যার ছায়াসমাকারে স্বেচ্ছানুসরণে, *
কত দিন কত কষ্ট পে'লে বনে বনে;
মৃগময় ফাঁদ পাতি ভুলাইয়া যায়, †
দুরাত্মা রাবণ আসি হরিলে তোমায়,
যাতনা সহেছ কত রাবণের ঘরে,
রাক্ষসীদলের মাঝে রাক্ষস-নগরে,—
সেই আমি তব সর্ব্বদুঃখমূলাধার,
তথাপি আমায় তুমি ভাব আপনার।
পদার্থমাত্রেতে প্রায় সিন্ধুগত হ'লে,
দেখা যায় ডুবিয়া যাইতে সিন্ধুতলে;
কিন্তু সেই সিন্ধুগত ফুল্ল কুশেশয় ‡
ভাসে সদা সিন্ধুজলে, নিমগ্ন না হয়;—
সেই ফুল্ল পদ্ম তুমি, দুঃখপারাবারে,
দুঃখেও ভেসেছ হাসি শোকসিন্ধুবারে; §
কিন্তু সীতে! সমাকৃষ্ট হইয়া এক্ষণে,
রামরূপ জলহস্তি-দুর্নয়-দশনে, ¶
ডুবিয়া অতল জলে জন্মের মতন,
ছিন্ন-ভিন্ন-ভাবে সতি! ত্যজিবে জীবন।
শৈত্যের সংস্রব ‖-লাভে সংসার-কাননে
স্নিগ্ধ হ'বে, জুড়াইবে—ভাবি মনে মনে,

* (স্বেচ্ছানুসরণে) আপন ইচ্ছাক্রমে অনুগমনে।
† (যায়) যে রামকে।
‡ (কুশেশয়) পদ্ম।
§ (শোকসিন্ধুবারে) শোকরূপ সাগরসলিলে।
¶ (দুর্নয়-দশনে) দুর্নীতিরূপ দন্তে।
‖ (শৈত্যের সংস্রব) শীতলতার সম্পর্ক অর্থাৎ সম্বন্ধ।

অমৃতবল্লরীরূপে জনককুমারি।
ঋজু-নারী-ধর্ম্মে * যারে বুঝিতে না পারি,
চন্দন-ভ্রান্তিতে পূর্ব্বে করেছ আশ্রয়,
বিষতরু রাম সে যে দুর্বিপাকময় ; †
এমন অদৃষ্ট তুমি করেছিলে সীতে !
চিরকাল ‡ গেল যায় § কাঁদিতে কাঁদিতে।
কপীন্দ্রবন্ধুতা মম যথায় বিফল,
ব্যর্থ যথা কপি-ভল্ল-¶-সৈন্য-বীর্য্যবল,
যে স্থান পবনপুত্র-গতিগম্য নয়, ‖
ঋক্ষপতি-প্রজ্ঞা যথা বিফলতাময়,
অক্ষম যথায় নল ** মার্গ-বিরচনে,
সৌমিত্রি অশক্ত যথা মার্গণ-ক্ষেপণে, ††
বিভীষণ-গূঢ়মন্ত্র যথা বীতফল,
যেখানে দুর্দ্দৈব-বল প্রবল কেবল,—

---

* (অমৃতবল্লরীরূপে) অমৃতলতারূপিণি বা অমৃতলতাকারে। (ঋজুনারী-ধর্ম্মে) সরল অবলা-গুণে বা স্বভাবে।

† (দুর্বিপাকময়) দুষ্পরিণামাত্মক।

‡ (চিরদিন) পাঠান্তর।

§ (যায়) যে অদৃষ্টে। (তব) পাঠান্তর।

¶ (কপি-ভল্ল) বানর ও ভল্লুক।

‖ যে স্থান ইত্যাদি—(পবন) বায়ু সর্ব্বত্রগ, অতএব তাঁহার পুত্র হনুমানেরও সর্ব্বত্রগামিত্ব থাকা সম্ভব, তিনি লঙ্কায় সীতাকে দর্শন করিতে ও রামচন্দ্রের প্রেরিত সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন, (যে স্থান) অর্থাৎ যে ঘোর কান্তার তাঁহার (গতিগম্য নয়) গমনের বিষয়ীভূত নয়।

** (ঋক্ষপতি-প্রজ্ঞা) ভল্লুকরাজ জাম্ববানের বুদ্ধি, (নল) বিশ্বকর্ম্মসুত নলাখ্য বানর-বিশেষ।

†† (মার্গণক্ষেপণে) বাণবিক্ষেপে।

স্বেচ্ছাবৃত্ত হ'য়ে আমি যখন তোমারে,
বিসর্জ্জন করিতেছি সে ভীম কান্তারে,
দয়া মায়া স্নেহ ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া,
নৃশংস রাক্ষসাধিক নির্ম্মম হইয়া ;
দুষ্ট দশানন পুরা * হরিলে তোমায়,
উক্ত বীরশ্রেষ্ঠবর্গে করিয়া † সহায়,
যে জন ক'রেছে তব উদ্ধার সাধন,
আজ তার দেখি এই ঘোর আচরণ,
কে বলিবে সীতে ! এই সেই তব স্বামী,
তখন কি দাশরথি সেই রাম আমি ? ‡
কর্ত্তব্য-চাণ্ডাল আমি সর্ব্বথা অধম,
জাতিতে চাণ্ডাল হ'তে নিন্দ্য হীনতম ; §
হীনসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে হ'বে হীন,
ত্বদীয় উজ্জ্বল শীল হইবে মলিন ;
পবিত্র দেবযজনে জনম লইয়া,
পাপিষ্ঠ-সংস্পর্শ-সূত্রে অশুচি ¶ হইয়া,
পাপ-রাজপুরে বাস আর এ সময়,
তোমার পক্ষেতে শুভে ! শুভাবহ নয় ;

---

* (পুরা) অগ্রে, পূর্ব্বে।

† (গঠিয়া) পাঠান্তর।

‡ যখন (স্বেচ্ছাবৃত্ত) আপন ইচ্ছায় নিযুক্ত হইয়া আমি তোমায় বিসর্জ্জন করিতেছি, তখন কি আমি সেই অর্থাৎ রাবণ হইতে পূর্ব্বোবস্থ দাশরথি ?—এইরূপ অর্থসঙ্গতি হইবে।

§ (হীনতম) অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

¶ (ঘৃণিত) পাঠান্তর।

যাও সতি! বিবিক্ত * বিজন বনে তুমি,
থাকিবার উহা তব যোগ্য বাসভূমি।
গুরুপত্নী বর্ষীয়সী আর্য্যা অরুন্ধতী, †
শীলাদি বিবিধ গুণে হ'য়ে প্রীতিমতী,
হৃষ্টচিত্তে নিজপার্শ্বে বসায়ে যতনে,
আদরে চিবুক ‡ ধরি, মধুর বচনে,
কহে'ছেন বহুবার বহুস্নেহাবেশে,
করিয়া করাবর্ত্তন তব পৃষ্ঠদেশে।
জাতিতে তোমার স্ত্রীত্ব, স্বভাবে মুগ্ধতা,
বয়সে শিশুতা, কিন্তু জ্ঞানে বিদগ্ধতা, §
সম্বন্ধে হ'লেও শিষ্যা, ধরণীনন্দিনি!
বহুবিধ গুণে তুমি পূজ্যা সীমন্তিনী;
চরিত্র-দেবতা-বোধে তোমার উপর,
ভক্তিরসোদয়ে মম বিগলে অন্তর।—
গুণিজনে অলৌকিক গুণাধিক্য ¶-মাত্র,
গুণিগণ-সন্নিধানে পূজা ‖-ভক্তি-পাত্র;
লিঙ্গ-বয়সাদি ** অন্য যা কিছু জগতে,
গুণের গৌরব অগ্রে †† সে সমস্ত হ'তে;—

* (বিবিক্ত) পবিত্র।
† (অরুন্ধতী) বশিষ্ঠপত্নী।
‡ (চিবুক) দাড়ী।
§ (বিদগ্ধতা) নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য।
¶ (গুণাধিক্য) গুণাতিরেক, গুণাতিশয়।
‖ (প্রেম) পাঠান্তর।
** (লিঙ্গ) পুংস্ত্বাদি, (বয়স) যৌবন প্রভৃতি; লিঙ্গ-বয়সাদি—পুংস্ত্ব ও যৌবন প্রভৃতি
†† (পূর্ব্বে) পাঠান্তর।

অলৌকিক নানা গুণে, স্নিগ্ধ সদাচারে,
শীলাদি ভূষণে দেখি ভূষিত তোমারে,
তত্ত্বদর্শী, বৃদ্ধবর, তাপস-প্রধান,
পূজ্যপাদ, কুলগুরু, দেব ভগবান্,
বশিষ্ঠও প্রীত হ'য়ে, শ্রদ্ধাপুরঃসর
সাশিস্ খ্যাতি তোমার করেন বিস্তর ;
ঈদৃশ রমণীরত্ন তুমি গুণবতি !
তবু সতি ! প্রতিকূল হ'য়ে তব প্রতি,
ভ্রান্তমতি কোন কোন ধৃষ্ট প্রজাজন,
ও চারু চরিত্রে করে কলঙ্ক ঘোষণ ;—
যে দেশের রাজারও এরূপ বিচার,
তাহাদের নিন্দাবাদে * পত্নী-পরিহার,
সে রাজার পাপ সঙ্গে † তাহার স্পর্শনে,
পতিত্ববিহীন ‡ তার মুখসন্দর্শনে,
পতিত হইবে দেবি ! শুদ্ধশীলে তুমি,
তাই বলি বন তব বাসযোগ্য ভূমি।
হা ধিক্ ! কি কষ্ট ! আর সহ্য নাহি হয়,
পাষাণ হইতে মম কঠিন হৃদয়,
নচেৎ শতধা হ'ত হেন তীব্র তাপে ;
না জানি কি অবিভাব্য মহামহাপাপে,

* (পক্ষ ধরি) পাঠান্তর।
† (রাজ্যে) পাঠান্তর।
‡ পতি শব্দের অর্থ রক্ষাকর্ত্তা ; পতি যখন পরিত্যাগ করিতেছে, ত তাহাতে আর পতিত্ব থাকিতে পারে না, এইজন্য রামচন্দ্র (পতিত্ববিহীন) শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

দুঃখ ভুঞ্জিবারে সৃষ্ট রামের জীবন,
এত ক্লেশে নিঃশেষিত না হয় * এখন।
হা সীতে! হা পতিব্রতে! মধুরভাষিণি!
সুবিশ্বস্তে! চিরমুগ্ধে! বিশুদ্ধহাসিনি!
যখন লক্ষ্মণ বনে রাখিয়া তোমায়,
শুনায়ে মদীয় ঘোর ঘৃণ্য ব্যবসায়, †
কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রাতা গলদশ্রুমুখে,
ফিরিবেন, আসিবারে অযোধ্যাভিমুখে,—
সে সময় পড়িয়া সে বিষম দশায়,
শান্তিলাভে জানি না কি করিবে উপায়;
কোন দিকে কোনরূপ পথ না পাইয়া,
চিন্তা-দৈন্য-তাপাদিতে ধৈর্য্য হারাইয়া,
হয় ত হইবে ক্ষোভে আত্মঘাতিনী,
না হয় অসহ্য দুঃখে হ'বে উন্মাদিনী।
দুর্ব্বৃত্ত নিষাদকুল মৃগাদি-মার্গণে ‡
ধনুঃশর করে ল'য়ে ফেরে বনে বনে;
হয় ত তোমায় একা দেখি § দুষ্টকুল,
নানারূপ উপদ্রবে করিবে আকুল;
কত ভয় দেখাইবে কহি কুবচন,
জাতীয় নিষ্ঠুর ভাব করি প্রকটন;
জানি না তখন তুমি কত দুঃখ স'বে,
না হেরি উপায়, মাত্র কাঁদিবে নীরবে;

* (নহে ত) পাঠান্তর। † (ঘৃণ্য ব্যবসায়) নিন্দনীয় অনুষ্ঠান।
‡ (মৃগাদি-মার্গণে) হরিণাদির অন্বেষণে। § (পেয়ে) পাঠান্তর।

অনুমানে অনুভবি তব সে যাতনা,
ভাবিতে পারি না আর সে ঘোর ভাবনা।
অতীব দুঃসহ তাপে বুক ফেটে যায়,
কি করি, কোথায় যাই, আছে কি উপায় ?
ইহাই কি ছিল শেষ বিধাতার মনে ?—
এতেক বলিয়া রাম বিরসবদনে,
প্রকাশিয়া আন্তরিক তীব্র পরীতাপ,
করিলেন সকরুণ কতই বিলাপ ;
অশ্রুজলে ভাসাইয়া নয়ন-কমল,
বিপ্লাবিতে লাগিলেন নিজ শয্যাতল।

ইতি বিলপতি রামে সূর্য্যবংশাবতংসে
নিজবিভুময়ভাবং মায়য়াচ্ছাদ্য গূঢ়ম্ * ।
নটবদবনিরঙ্গে মর্ত্ত্যলীলান্দধানে
বিহগকলমিষং ভূশ্চাপ্যরোদীদিবোচ্চৈঃ ॥

নটের স্বরূপ-প্রায় মায়াশক্তি দিয়া, †
আপনার বিভুময় ভাব আচ্ছাদিয়া,
এইরূপে সূর্য্যবংশ শিরোবিভূষণ,
রামচন্দ্র বিলাপ করিলে বহুক্ষণ,
অবনি-রঙ্গের মাঝে মর্ত্ত্যলীলা ধরি ;
বিহগবিরাবচ্ছলে উচ্চ শব্দ করি,

* (শভ্যা) পাঠান্তর।
† (নটের স্বরূপ-প্রায় ইত্যাদি) নট যেরূপ আপন স্বরূপ মায়াশক্তি দ্বারা আচ্ছাদন করে, সেইরূপ নিজ বিভুময় ভাব মায়াশক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া।

জামাতার শোক-ক্ষোভে যেন রে আপনি,
কাঁদি উঠিলেন ধরা জানকী-জননী।
অস্তে গেল নিশানাথ, হ'ল নিশা শেষ,
মুদিয়া কুমুদ-আঁখি, ধরি ম্লান-বেশ *।
দেখিতে দেখিতে উষা † দিয়া দরশন,
অচিরে করিল রালা নিশানুসরণ।
শ্যামাঙ্গিনী যামিনীর অভিনয়-শেষে,
বিশ্বরঙ্গে দিবা-দেবী দশভুজা-বেশে,
প্রবেশে সুন্দর কিবা নয়ন মোহিয়া,
নিজ দিব্য-রূপালোকে বিশ্ব উজলিয়া ;
অরুণারুণ-বরণে ‡ শোভে পূর্ব্বাকাশ
ভালপট্ট, বালার্ক-সিন্দূরে সুপ্রকাশ §;
প্রফুল্ল বদন-পদ্ম রুচির প্রভাতে,
নয়ন-ভ্রমর খেলে চৌদিকে তাহাতে,
বিস্তারিয়া দশ বাহু দশদিগাকার,
নৈশতমো-মহিষেরে করিয়া সংহার,
ধরাতল-সিংহপৃষ্ঠে উঠি একেশ্বরী,
নাট্য-দৃশ্য দেখাইয়া মন ল'য় হরি,

---

* কুমুদ-আঁখি মুদিয়া ম্লানবেশ ধরি নিশা শেষ হল—এইরূপ অন্বয় হইবে। (শেষ) অবসান। † (উষা) প্রভাত।

‡ (অরুণারুণিত-রাগে) পাঠান্তর ; অরুণ দ্বারা রক্তবর্ণপ্রাপ্ত বর্ণে অর্থাৎ উষা কালে উদিত অরুণের রক্তদ্যুতিতে।

§ (অরুণারুণ-বরণে) অরুণ—অনুরু, সূর্য্যসারথি, তাহার অরুণ বরণে লোহিত বর্ণে। বালার্ক-সিন্দুরে সুপ্রকাশ পূর্ব্বাকাশ ভালপট্ট (শোভে) শোভা পায়।

জয় জয় দুর্গা বলি, ত্যজিয়া শয়ন,
উঠি প্রাতঃকৃত্য সবে করে সম্পাদন।
এই কালে রামভক্ত, পবিত্রহৃদয়,
রাম-নিদেশানুবর্ত্তী সুমিত্রাতনয়,
রজনী-নির্দ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ *-নিদেশানুসারে,
সদশ্ব-সসজ্জ রথে লইয়া সীতারে,
বাল্মীকে! তাপস-নিধে! আদ্য কবিবর!
রামায়ণ-মহাকাব্য-রত্ন-রত্নাকর!
ভবদীয় পুণ্যাশ্রম-সন্নিকৃষ্ট দেশে, †
জনমের ‡ জন্য সীতা-বিবর্জ্জনোদ্দেশে,
তদীয় দোহ্ন্দ যেন করিতে পূরণ,
বনযাত্রা করিলেন দেবর লক্ষ্মণ;
নানা-দেশ-কাননাদি দেখায়ে তাঁহায়,
মধ্যাহ্ন সময় হ'লে উপস্থিতপ্রায়,
নৌকা-যানে তাঁর সঙ্গে গঙ্গাপারে গিয়া,
স্নানান্তে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা-পূজা সমাপিয়া,
আবার সজ্জিত রথে উঠিয়া উভয়ে,
উপনীত হইলেন বেলান্ত-সময়ে,
তোমার এ আশ্রমের অতি সন্নিধানে,
সীতায় ত্যজিতে রাম বলেন যেখানে;
এই স্থলে, লক্ষ্মণের বাক্যে যন্তৃবর,
রথরশ্মি সংযমিত § করিবার পর,

* (রাম) পাঠান্তর। † (সন্নিকৃষ্ট দেশে) নিকটবর্ত্তী স্থলে।
‡ (আজীবন) পাঠান্তর। § (সংযমিত) সংযত, বদ্ধ।

শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত, ধর্ম্মপরায়ণ,
বলবান্, সুবিনীত সন্তান যেমন,
দূরতর তীর্থাদিতে যত্নের সহিত,
জননীরে করে ধীরে যানাবতারিত,—
একে পূর্ণগর্ভ, তায় যানাধিরোহণে,
অতিদূর উচ্চাবচ* পথে আগমনে
বিবশাঙ্গী, অবসাদে ক্ষীণা জানকীরে,
সেইরূপ ভক্তিসহ অতি ধীরে ধীরে,—
বিনীত, ধার্ম্মিক, বলী, শ্রদ্ধালু লক্ষ্মণ,
নামালেন রথ হ'তে করিয়া যতন ;
রথসন্নিকৃষ্ট ভূমে বসালেন তাঁয়,
শীতল-সমীর-রম্য তরুর ছায়ায় ;
বহুবিধ-বনপুষ্প-সৌরভ-বহনে
সুরভি, বৈকাল-স্নিগ্ধ বায়ুর সেবনে,
নানাজাতি-বনপক্ষি-কাকলি-শ্রবণে, †
শ্যামায়মান সুন্দর বন-বিলোকনে,—
দেখিয়া কতক সুস্থ তদীয় শরীর,
সম্মুখে বসিয়া বীর, হ'লেও সুধীর,
অধীর হ'লেন ভাবি—কহিব কেমনে,
জ্যেষ্ঠের নিদেশবাণী ভ্রাতৃজায়াসনে ;
সহোদর-স্নেহময় দেবর হইয়া,
মৃষা লোক-নিন্দা—হেয় বিষয় লইয়া,
কোন্ প্রাণে বিনা দোষে দেবীরে এখন,

* (উচ্চাবচ) বন্ধুর, উচ্চনীচ। † (কুজিতাকর্ণনে) পাঠান্তর

শুনাই নির্ঘাত-তুল্য * অপ্রিয় বচন ?—
এইরূপ নিদারুণ ভীষণ চিন্তায়,
ক্ষণেক হলেন তিনি স্তম্ভিতের প্রায় ; †
মনস্তাপে হতচ্ছায় হইল বদন,
পূরিল সলিলপূরে ‡ যুগল নয়ন ;
অবিরত উষ্ণশ্বাস বহিয়া নাসায়,
ওষ্ঠাধর বিশোষিত করিল তাহায়।
কেন যে এরূপ ভাবে সহসা দেবর
হ'লেন বিষণ্ণচিত্ত, বিষম কাতর,
ভাবিয়া তাহার কিছু বুঝিতে না পারি,
নিতান্ত ব্যাকুলভাবে জনক-কুমারী,
হৃদয়ে বিবিধরূপ গঠি § দুর্ভাবনা,
নানাবিধ অনিষ্টের করি সম্ভাবনা, ¶
উদ্বেগবিধুর বাক্যে কহিলেন তাঁরে ;—
কিজন্য সৌমিত্রে ! কহ, জিজ্ঞাসি তোমারে,
সহসা মলিনকান্তি হইল বদন,
বাষ্পবারিপূরে ‖ পূর্ণ হেরি দু নয়ন ?
উষ্ণশ্বাস ঘন ঘন বহি নাসিকায়,
ওষ্ঠাধর বিশোষিত করিছে তাহায় ;

* (নির্ঘাত-তুল্য) প্রবল বায়ুর পরস্পরাঘাতজনিত শব্দসদৃশ বা বজ্রসন্নিভ।
† (নিদারুণ) অতি দুঃসহ, (স্তম্ভিতের প্রায়) জড়ীকৃতপ্রায়, অতীব জড়ীকৃত।
‡ (হতচ্ছায়) কান্তিশূন্য, নিষ্প্রভ ; (সলিলপূরে) জলপ্রবাহে।
§ (তুলি) পাঠান্তর।
¶ (সম্ভাবনা) "যদি এরূপ হয়" এই তর্ক।
‖ (বাষ্পবারি-পূরে) অশ্রুজলপ্রবাহে।

গম্ভীর-প্রকৃতি তুমি, সহিষ্ণুপ্রবীর, *
সামান্য কারণে কভু হও না অধীর;
দেখিয়া তোমার ভাব এই মনে হয়,
বিশেষ বিপদ্ কোন ঘটেছে নিশ্চয়;
জ্যেষ্ঠ-মাত্র-গতি তুমি, জ্যেষ্ঠভক্তিমান্,
জ্যেষ্ঠের নিয়ত সঙ্গী, জ্যেষ্ঠগতপ্রাণ;
তোমার ঈদৃশ দুঃখে, বুঝি বা লক্ষ্মণ!
বিশেষ অনিষ্ট তাঁরি হ'য়েছে ঘটন;
অন্যথা সামান্য কোন অন্য ঘটনায়,
পারে না হেন অধীর করিতে তোমায়।
বনদর্শন-বাসনা উদিয়া হৃদয়ে,
মুনিপত্নীগণে দেয় বসনাদি ল'য়ে,
সেই দিকে মম চিত্ত ছিল আবর্জ্জিত; †
প্রভাতমাত্রেতে তায় হেরি সুসজ্জিত,
সদশ্ব-যোজিত রথ উপস্থিত দ্বারে,
সত্বরতা-নিবন্ধন রথে উঠিবারে,
যাত্রাকালে আর্য্যপুত্র-চরণ-দর্শন,
ভুলিয়াছিলাম আমি একদা ‡ লক্ষ্মণ;
দেখিতে পাইলে তাঁরে, আসি যে সময়,
এতদূর এ চিন্তার হ'ত না উদয়;
কুশলে থাকিতে এবে শুনিলে তাঁহাকে,
অন্য কোন অমঙ্গল যদি ঘ'টে থাকে,

---

* (প্রবীর) প্রধান।

† (আবর্জ্জিত) আনমিত বা আহৃত। ‡ (একদা) এককালে।

সহিতে পারিব তাহা,—হ'ব না কাতর ;
কি বিপদ্ ঘটিয়াছে, বল না সত্বর ?
সংশয়িতভাবে আর থাকিতে না পারি ;
হয় ত বা ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমারি ;
দেখিয়া তোমার ভাব বোধ হয় হেন,
নতুবা নির্ব্বাক্‌প্রায় রহিয়াছ কেন ?
যাত্রাদিতে * এনিমিত্ত দক্ষিণ নয়ন,
স্পন্দিত হ'য়েছে,—মনে পড়িছে এখন ;
যাহা কেন ঘটুক না, প্রকাশিয়া কহ,
অশনিপতন-চিন্তা † বড়ই দুঃসহ ;
এ ভাবে আমায় আর দিও না যাতনা,
হউক অশনিপাত, ঘুচাও ভাবনা ‡ ।
পূরা'তে আমার সাধ, হরিণাহরণে,
দূরপথে রঘুনাথ যাইলে যে ক্ষণে,
মারীচের মায়া-রবে ভুলাইলে § মন,
তোমায় করিতে কহি তদনুসরণ,—
তখন যেরূপ প্রাণ কেঁদেছে আমার,
এক্ষণেও সেইরূপ কাঁদিছে আবার ;

* (যাত্রাদিতে) যাত্রার প্রথমে ।

† (অশনিপতন-চিন্তা) বজ্র পড়িবে বলিয়া ভাবনা, অর্থাৎ তুমি যে বাক্য কহিবে উহার চিন্তা বজ্র পড়িবার চিন্তার ন্যায় (বড়ই দুঃসহ) অতীব অসহনীয় ।

‡ অশনিপাত হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, সুতরাং ভাবনা আর থাকে না, (অশনিপাত হউক) তোমার বাগ্‌বজ্র নিঃসৃত হউক, আমার ভাবনা ঘুচিয়া যাউক, সীতাবাক্যের এই তাৎপর্য্য ।

§ (মুগ্ধ হ'লে) পাঠান্তর ।

পোড়া সাধে একবার হারায়েছি পতি,
আবার এ বনবাস-সাধে বা সম্প্রতি,
হারাই তাঁহারে বুঝি জনমের তরে ;
জানি না যে বিধাতার কি আছে অন্তরে।
যে করিছে মম প্রাণ,—কহিবার নয় ;
মরি যে লক্ষ্মণ ! আর সহ্য ত না হয়।
পাগলিনী যেন পুনঃ জিজ্ঞাসেন সতী,
রঘুপতি * কুশলে ত আছেন সম্প্রতি ?
তাঁর কাছে অযোধ্যায় থাকিলে এক্ষণে,
দহিত না অন্তরাত্মা এ ঘোর † দহনে ;
বলিতে কি, বনবাসে আর সাধ নাই,
মনে হয় যেন ফিরে অযোধ্যায় যাই ;
বক্ষে রক্ষি রাঘবের চরণকমল,
মর্ম্মান্তিক মনস্তাপ করি সুশীতল।
এইরূপ সীতাবাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ,
সীতার বিধুর ভাব করি বিলোকন,
বলিতেই হ'বে ভাবি, ভাসি নেত্রজলে,
পড়িয়া দণ্ডের প্রায় সীতাপদতলে,
হেতুপ্রদর্শন-মুখে নিশাপ্রকাশিত,
অগ্রজের যথাযথ সমস্ত ভাষিত, ‡
অতিকষ্টে অবশেষে শুনালেন তাঁরে,
রোধিয়া উদ্গত বাষ্প § হৃদয়মাঝারে।

(আর্য্যপুত্র) পাঠান্তর। † (ভাবনা) পাঠান্তর।
(ভাষিত) বাক্য। § (উদ্গত বাষ্প) উদিত বা উৎপন্ন কণ্ঠবারি।

কাননের মধ্যগতা রসাললতিকা,
অথবা বনের মাঝে যথা কদলিকা,
ভূমিতলে পড়ে হ'লে ঝঞ্ঝানিলাহত,—
বনমধ্যে অভাগিনী সীতা সেইমত,
আকুলিত হ'য়ে দেবী সৌমিত্রিবচনে,
পড়িলেন সর্ব্বংসহা-ক্রোড়ে সেই ক্ষণে ;
দেহ হ'ল চেষ্টাশূন্য, চৈতন্য-বিহীন,
পূর্ব্বের অঙ্গের * কান্তি হইল মলিন।
জানকীর এইরূপ দশা-দরশনে,
ব্যস্ত হ'য়ে সৌমিত্রেয়, সত্বর-গমনে
সরোবর হ'তে আনি সুশীতল জল,
যতনে তাঁহার নেত্রে সিঞ্চি অবিরল,
আপনার উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া,
অবিরত তদীয়াঙ্গে বায়ু সঞ্চালিয়া,
ভক্তি সহ ধীরে ধীরে পদসংবাহনে,
পাইলে বহু † প্রয়াস সংজ্ঞাসম্পাদনে,—
প্রলয়-বিগমে ‡ সতী কতক্ষণ পরে,
উঠি বসিলেন ক্ষীণ গাত্র § যষ্টিভরে ;
শূন্য-শূন্য-মন দৃষ্টি করি সঞ্চালন,
লক্ষ্মণের মুখপানে চাহি বহুক্ষণ,
রহিলেন স্থিরভাবে হতবুদ্ধিপ্রায় ;
অক্ষিযুগ হ'তে অশ্রু নিঃশব্দ ধারায়,

---

* (শরীর) পাঠান্তর। † (নানা) পাঠান্তর।
‡ (প্রলয়-বিগমে) মোহান্তে, মূর্চ্ছাবসানে। § (অঙ্গ) পাঠান্তর।

ভাসাইয়া ক্রমে তাঁর কপোলযুগল,
ডুবাইল স্রোতোগতি ধরি বক্ষঃস্থল।
আকারে * হৃদয়ভাব করিতে গোপন,
বহু চেষ্টা পাইয়াও দেবর লক্ষ্মণ,
এতাদৃশ ভ্রাতৃজায়া-ভাব-দরশনে,
অশক্ত হইয়া স্বীয়-শোক-সংবরণে,
গাম্ভীর্য্য-ধৈর্য্যাদি গুণ দূরে পরিহরি,
বাষ্পাকুল-কণ্ঠস্বরে আর্ত্তনাদ করি,
পরিধেয়-বস্ত্র-প্রান্তে বদন ছাদিয়া,
নিদারুণ মনঃক্ষোভে বিষাদে কাঁদিয়া,
নাগরাজ-সম-শ্বাসে † প্রকম্পিতাধরে,
কহিলেন সবিলাপ বচন-বিস্তরে ;—
আর্য্যের নিদেশ-বাক্য অবিচার্য্য-বোধে,
নির্ঘৃণ নির্ম্মম চিত্তে, নির্দেশানুরোধে,
অকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে পিশাচ মতন,
করিলাম যে বিপদ্ আজি সংঘটন ;
উপস্থিত এ বিপদে যদি এ সময়,
আর্য্যার জীবনে কোন অত্যাহিত হয়,—
না জানি কোন্ নিরয়ে কর্ম্ম-হেতু তবে,
নৃশংস এ অধমের শেষ গতি হ'বে ?
না হইতে অগ্রজের আজ্ঞাপ্রসরণ, ‡

* (আকারে) শোকাদি-সূচক মুখভঙ্গ্যাদিচিহ্নে।
† (নাগরাজ-সম-শ্বাসে) সর্পরাজ অনন্তদেবের তুল্য বা কুঞ্জরেন্দ্রের ন্যায় নিশ্বাসে। ‡ (আজ্ঞাপ্রসরণ) আদেশোৎপত্তি।

অগ্রেই আমার যদি ঘটিত মরণ,
সর্ব্বাংশে শুভদ বলি ভাবিতাম তায়;
সোম-সূর্য্য-বংশ দীপ*-নির্ব্বাণ-চিন্তায়,
নিদারুণ যে সন্তাপ দহিছে জীবন,
এ সন্তাপ সহিতে না হ'ত কদাচন।
এক্ষণে কি করি আমি, কোন্ দিকে যাই?
কোন দিকে শান্তিপ্রদ পথমাত্র নাই।
যৌবনের নবোদ্যমে অগ্রজের সনে,
কত কষ্ট পাইলাম ফিরি বনে বনে,
কত দুঃখ সহিলাম লঙ্কার সমরে,
নিশ্চিন্ত † না হ'তে শেষ দু দিনের তরে,
আবার এ ঘোর দুঃখ উদিত এখন,
কোথায় না জানি এর শেষ অস্তমন ‡;
এক্ষণেও যদি মম দেহাত্যয় ঘটে,
পরিত্রাণ পাই এই অসহ্য সঙ্কটে।
দেবরের বিলাপোক্তি করিয়া শ্রবণ,
সতীত্বের মূর্ত্তি সীতা রমণী-রতন,
মোহান্তে চেতনাগমে পুনর্লব্ধোদয়,
মাতৃলব্ধ সহ্য §-গুণ করিয়া আশ্রয়,
হেত্বর্থগর্ভ-বচনে বুঝাইয়া তাঁরে,
কহিলেন সম্বোধিয়া স্নেহ-সহকারে;—

* সীতা হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য বংশ আলোকিত হওয়াতে এস্থলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে সোম-সূর্য্য-বংশ-দীপ বলিয়া উল্লেখ করিলেন।
† (নিবৃত) পাঠান্তর। ‡ (অস্তমন) অস্তগমন। § (ধৈর্য্য) পাঠান্তর।

সুধীশ্রেষ্ঠ সৌমিত্রেয়! ধীর-চূড়ামণি!
আপনার মৃত্যু কেন বাঞ্ছিছ আপনি?
আর ও অশিব * কথা আনিও না মুখে,
চিরজীবী হও তুমি, সদা থাক সুখে;
অকার্য্য ত কর নাই মদীয়-বিবাসে, †
প্রত্যুত সেবাদি-কার্য্যে প্রাণান্ত প্রয়াসে,
মাতৃভক্ত সুবিনীত পুত্রসমাকারে,
প্রীণিত করেছ মোরে বিবিধপ্রকারে;
তবে কেন নিজ দোষ করি সম্ভাবনা,
বৃথাত্মগ্লানিতে বীর! পাইছ যাতনা?
আমার প্রাণান্ত ভাবি হ'য়েছ কাতর,
কোথায় মরণ মম কল্যাণীয়বর!
বিচারিয়া বুঝ, মোর মৃত্যু যদি হ'বে,
নিরবধি শোকক্ষোভ কৈ সহিবে তবে?
আর্য্যের এ আদেশেও বিচার-নয়নে,
দোষ-বিন্দু নাহি দেখি ভাবি স্থিরমনে;
বিশেষ নীতিজ্ঞভাবে অযোধ্যার পতি
না করিলে এপ্রকার বৈধ অনুমতি,
সুনির্ম্মল সূর্য্যকুল ত্রিলোকী-বিদিত,
দুস্তর কলঙ্কপঙ্কে ডুবিত নিশ্চিত।
তারুণ্যের নবোদাম হ'তে অবিরত,
দুঃখ শোক মনস্তাপ সহিতেছ কত;

* (অশুভ) পাঠান্তর।
† (বিবাসে) নির্ব্বাসনে।

কিন্তু কি করিবে বল? বিধির লিখন
কেহ ত না পারে কভু করিতে মোচন (খণ্ডন)
তাপত্রয়ে শীর্ণ হয় বলি শাস্ত্রভাষে,
শরীর-সংজ্ঞায় দেহ শাস্ত্রকারে ভাষে,
তাপত্রিতয়েতে দগ্ধ হয় জীবকায়,
এ হেতু সে দেহ নামে প্রথিত ধরায়;
এরূপ স্বভাব যার, সে দেহ যখন
আশ্রয় ক'রেছ প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ!
অবিকৃতচিত্ত হ'য়ে পৌরুষপ্রকাশে,
ধৈর্য্যগুণে চেষ্টা কর দেহধর্ম্মনাশে।
নারী হ'য়ে তোমায় কি দিব উপদেশ?
শাস্ত্রাদি-নির্ণীত বিধি জান সবিশেষ;
পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম দৈবের আকারে,
পাকোন্মুখফলপ্রদ হইয়া সংসারে,
কর্ম্মময়, দেহনিষ্ঠ, কর্ম্মৈকশরণ,
কর্ম্মী জীবে কর্ম্মসূত্রে করিয়া বন্ধন,
শুভাশুভ-কর্ম্মমত সুখাসুখ-ফলে,
নিয়োজিত করে তায় স্বীয়কর্ম্মবলে;—
পূর্ব্বজন্মে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত করিয়া,
স্বামিসহবাস-সুখ স্ববলে হরিয়া,
অবশ্যই আমি কোন সতী রমণীরে,
নিরবধি ভাসা'য়েছি নয়নের নীরে;
সেই কর্ম্ম দৈবরূপ করিয়া গ্রহণ,
ফলভোগে নিয়োজিছে আমায় যখন,

তখন আমার জন্য ভাবিয়া কি ফল ?
নিষ্ফল চিন্তায় পাও যাতনা কেবল ;
তাই বলি স্নেহাস্পদ ! ভাবিও না আর,
আমার বিষয়ে * চিন্তা কর পরীহার ;
মদীয় ভগিনীত্রয় স্নেহনিবন্ধন,
আমার নিমিত্তে সবে ভাবিবে যখন,
তখন বুঝা'য়ে তুমি ব'লো সে সকলে,
দুঃখ পাইতেছি আমি নিজ কর্ম্মফলে ;
তোমার সমান শোকে হ'য়ে ধৈর্য্যহারা,
আমার জন্যেতে যেন ভাবে না তাহারা ।
এত বলি ধরাসুতা সপ্রতিভাকারে,
শোক সংবরিয়া নিজ হৃদয়মাঝারে,
ভূয়োভূয়ঃ লক্ষ্মণেরে করি সম্বোধন,
কহিলেন প্রণয়ের সীমান্ত বচন ;—
দেখহ লক্ষ্মণ ! অতিবাল্যকাল হ'তে,
রঘুপতি-চিত্ত আমি জানি ভালমতে ;
লক্ষ্য করি শুদ্ধ তিনি প্রজানুরঞ্জন,
আপনার সুখশান্তি দিয়া বিসর্জ্জন,
রাজার প্রকৃতধর্ম্ম-রক্ষণানুরোধে,
জায়া † বলি পরিগ্রহ ‡ অকর্ত্তব্য § বোধে,
এ দাসীরে অনিচ্ছায় দিয়াছেন বনে,
দারুণ মনের ব্যথা নিবারিয়া ¶ মনে ;

* (নিমিত্তে) পাঠান্তর । † (পত্নী) পাঠান্তর । ‡ (পরিগ্রহ) গ্রহণ বা স্বীকার।
§ (অনুচিত) পাঠান্তর । ¶ (সংগোপিয়া) পাঠান্তর ।

আর না ভাবেন যদি কদাপি এহেতু,
দাসীরে গৃহিণী (দয়িতা) বলি রঘুবংশ-কেতু,
প্রজামধ্যে তবু যেন করেন গণন,
সমগ্র ধরার বিভু অধীশ যথন ;
সর্ব্বেশ্বরভাবে তিনি ঈশ্বর আমার,
যথায় তথায় থাকি, অধীন তাঁহার ;
অযোধ্যা-পুরীতে তুমি করিয়া গমন,
জানাইও তাঁর পদে এই নিবেদন ;—
পরিত্যক্ত (প্রত্যাখ্যাত) হইয়াও থাকিয়া এথানে,
নিরবধি অভীষ্ট (উপাস্য) দেবতা-সন্নিধানে,
কায়মনোবাক্যে আমি যাচিব (চাহিব) এ বর,
বিচ্ছিন্ন না হই কভু আর অতঃপর ;
জনমে জনমে যেন পতি পাই তাঁরে,
গুণের দেবর পাই লক্ষ্মণ ! তোমারে ;
আশৈশব গৃহে, বনে, প্রবাসাদি স্থলে,
রক্ষিত হইয়া তাঁর স্নেহ-বীর্য্য-বলে,
এত দিন ফিরেছে যে সঙ্গেতে নিয়ত,
অনুগত সদাশ্রিত দেহচ্ছায়া মত,—
অনায়ত্ত হ'য়ে তারে বনবাস দিয়া,
নিশ্চয় আছেন প্রভু কাতর হইয়া ;
সুথাসুথে তুমি তাঁর বিভবানুগত,
সমভাগী চিরসঙ্গী একপ্রাণ-মত ;
তোমায় দেখিলে তিনি তবু এ সময়,
অনেকাংশে হইবেন সুস্থির-হৃদয় ;

ভাই বলি পুত্রসম প্রীতিদ লক্ষ্মণ!
অচিরে অযোধ্যাপুরে করহ গমন।—
এতেক বলিয়া সতী প্রণত লক্ষ্মণে,
সংবর্দ্ধিত করি স্নেহে সাশিস্ বচনে,
বাষ্পবারি সংবরিয়া দিলেন বিদায়।
তখন পরম ভক্ত সৌমিত্রি, সীতায়
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করি ভক্তিভরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে শোকে ব্যাকুল-অন্তরে,
রথে গিয়া উঠিলেম বিষণ্ণবদনে।
অনন্তর তদীয় নিদেশে সেইক্ষণে,
বিনীত* সদশ্বদল যন্তার ইঙ্গিতে,
অযোধ্যার অভিমুখে লাগিল ধাবিতে;
যতক্ষণ দৃষ্টিগত হইল স্যন্দন, †
অনিমিষ-নেত্রে উহা করি নিরীক্ষণ,
পুত্তলিকা রহে যথা চিত্রেতে অঙ্কিতা,
রহিলেন স্পন্দহীনা জনকদুহিতা;
ক্ষণ পরে বায়ু-বেগ-গতিশীল রথ,
অতিক্রম করিলে তদীয় দৃষ্টিপথ,
সহচরশূন্য হ'লে যেরূপ কুররী,
কাতর দশায় কাঁদে উচ্চ রব করি,
কাতর হইয়া সীতা রমণীরতন,
সেইরূপে লাগিলেন করিতে রোদন।

* (বিনীত) সুশিক্ষিত।
† (স্যন্দন) রথ।

দারুণ দৈবের দুষ্ট-চেষ্টা-পদ-সারে, *
শ্রীরামসঙ্গবিচ্যুত করিলে সীতারে,
এ সময় পরিত্যক্ত সীতার বিলাপ,
তাঁর প্রকটিত নিজ মানস-সন্তাপ,
বাল্মীকে! সংক্ষেপে উহা করি হে কীর্ত্তন,
দাসমুখে কবিগুরো! করহ শ্রবণ।
নিষ্ঠুর নিষাদশরে ক্রৌঞ্চবিরহিত,
ক্রৌঞ্চবধূ সঙ্গি-শোকে হ'লে ব্যাকুলিত,
শোকাবহ তার দশা করি বিলোকন,
কারুণ্যরসে তোমার বিগলিলে মন,
সূক্ষ্মবাষ্পবিন্দুরূপে পূর্ব্বে দয়াময়!
দেখিয়াছি যে অশ্রুর ও নেত্রে উদয়,—
আজ সেই সূক্ষ্মবিন্দু অশ্রু, নীরাকারে,
কবিকৃতি-প্রকটিত † শক্তি-সহকারে,
সঞ্চারিত করি তুমি নয়নে আমার,—
আমার কেবল নয়, বিশ্বে সবাকার,—
অলৌকিক ভবদীয় শক্তির প্রভাবে,
নেত্রে নেত্রে সঞ্চারিত করি সমভাবে,
ধরাইলে তারে অহো! সিন্ধুর আকার,
ভাসাইলে তার স্রোতে ব্রহ্মাণ্ড সংসার;
বিশুদ্ধ করুণ রসে কবীন্দ্র-রতন!

* (দুষ্ট-চেষ্টা-পদ-সারে) দুশ্চেষ্টিত-পদক্ষেপে।

† (নীরাকারে) বারিমূর্ত্তিতে, (কবিকৃতি-প্রকটিত) কবির রচনায় বিস্তারিত।

নিজে ডুবি, ডুবাইলে বিশ্বজন-মন।
শিষ্যমুখে শুনি দেব! জানকীবিলাপ,
অন্তরে বুঝিয়া তাঁর ঘোর মনস্তাপ,
ত্বদীয় এই আশ্রমে আনিয়া তাঁহারে,
প্রবোধ প্রদান করি অশেষপ্রকারে,
পালন ক'রেছ যত্নে কন্যার সমান;
সীতা-পদ-স্পর্শ-পূত এই পুণ্য স্থান,
অতিপুণ্যময় ক্ষেত্র তব তপোবন,
দেখিয়া পবিত্র আজি মদীয় জীবন;
সার্থক হইল কবে! নয়ন আমার,
ও পদে প্রণতি কোটি করি বার বার।
পাই যেন কবিবর! তোমার মতন,
পরিণাম-রমণীয় পুণ্যান্ত জীবন; *
একান্তে বসিয়া ঋষে! তোমার সমান,
মনঃসাধে গাই যেন রামগুণ-গান;
চলি যেন আর্য্য! তব পদানুসরণে;—
এক্ষণে বিদায় দাও (লই) ও পূজ্য চরণে;
হৃদয়ের আশা এই, এই তপোবন,
আবার দেখিতে যেন পাই তপোধন!
এই শেষ আশা যেন পূরে ঋষিরাজ!
স্বাশ্রমে বিশ্রামসুখে করহ বিরাজ।

ঋষিকুলার্পণমস্তু।

(পুণ্যান্ত জীবন), যে জীবনের শেষভাগ পুণ্যে পর্য্যবসিত।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস—শুক্তি-সন্নিবেশ * ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ।

আসীনং সুখমাসনে যতিবরং বন্দে বিবিক্তাশ্রমে
বর্ষন্তং ঘনবন্মুহুর্মুহুরহো ! কৃষ্ণেতি নামামৃতম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমতুলং ধ্যায়ন্তমন্তর্মুদা
স্মেরাস্যং কবিকুঞ্জরং কৃতধিয়ং ব্যাসং কৃপাবারিধিম্ ।

পবিত্র আশ্রমে, বসি সুখাসনে,
বর্ষিছেন অবিরত,
কৃষ্ণনামরূপ অমৃত লইয়া,
অহো ! অম্বুধর মত ;
ভাগবতসংজ্ঞ, তুলা-বিবর্জ্জিত
পুরাণ, কবিকুঞ্জর,
করিছেন ধ্যান আপন অন্তরে,
আনন্দেতে যতিবর ;
স্থির, সুশিক্ষিত, ধীশক্তিভূষিত,
প্রসন্ন-স্মিত-বদন,
প্রণমি তাঁহারে, তিনি বেদব্যাস,
দয়ানিধি † দ্বৈপায়ন ।

* ইহার পূর্ব্বে রত্ননিধান শেষ হইয়াছে ; সম্প্রতি শুক্তি-সন্নিবেশ-ময় পঞ্চমোচ্ছ্বাসের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইলাম । শুক্তি শব্দে শঙ্খ ও মুক্তাধার ঝিনুক এ উভয়ই বুঝায়, এতদ্দ্বয়ের (সন্নিবেশ) বিন্যাস বা সংযোগ যাহাতে আছে, তাহাকে (শুক্তি-সন্নিবেশ) কহে ।

† (দয়ানিধি) কৃপাসিন্ধু, নিধি শব্দে সাগর ।

বদরী-ষণ্ড-মণ্ডিত,* চারু-দরশন,
সজ্জন-হৃদয়হর, সুন্দর কানন,
আহা কিবা রম্য ভূমি! চির-শান্তি-ধাম,
শুচিতার নিকেতন, নয়নাভিরাম;
সরস্বতী-স্রোতস্বতী-তীরে শোভা পায়,
মন্দাকিনী তটে যেন নন্দনের প্রায় †।
কে হেরি উহার মাঝে কৃষ্ণদ্যুতিধর,
প্রফুল্লপঙ্কজ-নেত্র, কান্ত-কলেবর?
শিরে শুভ্র জটাজূট, ‡ ধ্যানপরায়ণ,
প্রশান্ত-গম্ভীর-মূর্ত্তি, তিগ্ম-তপোধন;
মুখ দেখি কবিচিত্ত ভুলে যে আপনি,
প্রশস্ত ললাটখানি প্রতিভার § খনি;
বোধ হয়, পরিচয় আছে তোমা সনে,
দেখেছি কোথাও, কিন্তু নাহি আসে মনে;
চিনি চিনি করে চিত্ত, চিনিতে না পারে,
কে তুমি স্থবির-বর! কহ না আমারে?

* (বদরী) কুল, (ষণ্ড) সমূহ বা বৃক্ষ, (মণ্ডিত) ভূষিত, কুলের বৃক্ষ সমূহে ভূষিত, এই স্থান সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত, ইহার নাম শম্যাপ্রাস, বেদব্যাসের প্রসিদ্ধ আশ্রম।

† (মন্দাকিনী-তটে) স্বর্গঙ্গার তীরে, (নন্দনের প্রায়) ইন্দ্রোদ্যানের তুল্য; স্বর্গঙ্গার তীরে ইন্দ্রোদ্যানের তুল্য শম্যাপ্রাস সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে শোভা পায়।

‡ (জটাজূট) জটাসমূহ।

§ (প্রতিভা) কবিকল্পনা বা বুদ্ধি।

ঊর্দ্ধে সত্য-সত্যে * লোকে † করিবারে স্থষ্টি,
মিহিরমণ্ডল ভেদে ও অতুল দৃষ্টি ;
সপ্তম পাতাল উহা নীচে ভেদ করে,
তথাকার তথ্য ‡ মর্ত্ত্যে জানাবার তরে ;
কভু স্থিরভাবে মগ্ন চিন্তাসিন্ধুতলে,
জীবের নিস্তারপথ অন্বেষিবে ব'লে ;
চৌদিকে জ্যোতিষ্কচক্র § ফেরে অবিরত,
কভু দেখি তব দৃষ্টি ঘোরে সেইমত ;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড একই ভূতলে
আনিয়া দেখা'বে বুঝি এই কুতূহলে ¶ ।
চিনি চিনি করি ঋষে ! বোধ হয় হেন,
ভারতের কোথা তোমা দেখিয়াছি যেন ;
তাই বটে, এতক্ষণে পড়িয়াছে মনে,
ভারতের সেই স্থানে দেখা তোমা সনে,—
যথায় তোমার দিব্য কারু-কর হাতে,
ধর্ম্মময় মহাতরু জন্মেছে ভারতে ; ||
দেবেন্দ্রনন্দন পার্থ স্কন্ধভাগ যার,
ভীমবল ভীম যাহে বিটপবিস্তার,

* (সত্য-সত্যে) সত্য-লোকের প্রকৃত বিষয় সকলকে ।
† (ভূমে) পাঠান্তর ।
‡ (তথ্য) যাথার্থ্য ।
§ (জ্যোতিষ্ক-চক্র) গ্রহনক্ষত্রাদিসমূহ ।
¶ (কুতূহলে) ঔৎসুক্যে বা অভিলাষে ।
|| (ভারতে) ভারতবর্ষে বা মহাভারতে ।

অশ্বিনীকুমার দুটী যার ফল, ফুল,
কৃষ্ণ, বেদ, বিপ্র যার সমৃদ্ধির মূল ;
সেই ক্ষেত্রে, সেই করে, তুমি ক্ষেত্রপতি,
আবার গড়েছ গাছ অপূর্ব্ব-মূরতি,
মন্যুময় মহাদ্রুম, ভীষণ-আকার ;
যাহাতে বিশাল কাণ্ড রাধার কুমার,
শকুনি বিটপ, পুষ্প-ফল দুঃশাসন,
অন্ধরাজে পাদপের মূল সঙ্ঘটন ;
বিভিন্ন উভয় তরু আশ্চর্য্য অতুল,
উভয়ের উপাদান * এক কুরুকুল ;
এ হেন উভয় তরু একই ভারতে,
রোপিয়াছ তুমি বৃদ্ধ ! এক হাত হ'তে ;
তরু রোপিবার ফলে তরিয়া সংসার,
অক্ষয় অমরপুরে করি'ছ বিহার ; †
তবু ভারতের তরে কাঁদে তব প্রাণ,
প্রত্যক্ষে থাকিয়া বুঝি তাই বর্ত্তমান,
সাধিতে জীবের ত্রাণ—নিজ নিত্যব্রত,
স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যে আসি শোভ পূর্ব্বমত ‡।

---

* (উপাদান) সমবায়ি কারণ।

† তরু রোপিবার ফলে ইত্যাদি—যে রোপণ করে সে তজ্জনিত পুণ্যে সংসার উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তরু রোপণ করিবার এই ফল ; তুমি বেদব্যাস, ধর্ম্মময় ও মন্যুময় তরু রোপণ করিবার ফলে সংসার পার হইয়া (অক্ষয়) অবিনশ্বর (অমর-পুরে) দেবপুর স্বর্গে বিহার করিতেছ।

‡ (পূর্ব্বমত) স্বর্গে বিহার করিবার পূর্ব্বে যেরূপ শোভা পাইতে।

সত্যবতী-গর্ভ-সিন্ধু-সম্ভব রতন! *
ভারতের শুভাদৃষ্ট-দ্যোতন-কেতন! †
চিনেছি তোমায় এবে, জ্ঞানের সাগর,
তুমি দ্বৈপায়ন ব্যাস প্রাচীন-প্রবর।
দুঃখেও সুস্থিরচিত্ত, সুখে ঈহাহীন,
সমদৃষ্টিময় মুনি, পরম- প্রবীণ,
বৃন্দারক-বৃন্দ-গুরু-সম বিচক্ষণ,
তেজস্বী, কৃতধী, বক্তা, মহাতপোধন,
আপনার নামাঙ্কিত সংহিতা যাঁহার,
কলিতে বিশেষ মান্য, পূজ্য সবাকার,
ধর্ম্মার্থকোবিদ, ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজক, ‡
সেই পরাশর ঋষি তোমার জনক;
সর্ব্ববিধ উপকার সাধিতে সবার,
নরলোকে দেখি দেব! তব অবতার; §

* গর্ভেত্যাদি—গর্ভ-সমুদ্র-সম্ভূত রত্ন।

† ভারতের ইত্যাদি—দৈব দৃষ্ট হয় না, এজন্য উহাকে অদৃষ্ট বলে, শুভাশুভ অদৃষ্ট, ফল দ্বারা প্রকাশ পায়; তুমি ভারতের সেই শুভাদৃষ্টের সংসূচক পতাকা বা চিহ্ন স্বরূপ, অর্থাৎ তুমি ভারতে অবতীর্ণ হওয়াতে তাহার শুভাদৃষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

‡ বৃন্দারকেত্যাদি—সুরসমূহের গুরু বৃহস্পতির তুল্য (বিচক্ষণ),(বক্তা) বিশেষরূপে বলিবার শক্তিসম্পন্ন, (আপনার নামাঙ্কিত সংহিতা) পরাশর-সংহিতা, (কোবিদ) পণ্ডিত, (ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজক) ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োগকর্ত্তা, মনু প্রভৃতি যে কয়েকজন ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রযোক্তা, পরাশর তাঁহাদিগেরই একজন

§ (অবতার) অবতরণ বা প্রাদুর্ভাব।

মানবের ভিন্ন ভিন্ন রুচির বিকাশ,
ভিন্ন ভিন্ন অধিকার পাইলে প্রকাশ,—
ঋক্, সাম, যজু আর অথর্ব্ব স্বরূপে,
বিভাগ ক'রেছ বেদ তুমি ব্যাসরূপে ;
কালক্রমে মেধাহীন, অতিক্ষীণপ্রাণ, *
স্বল্পমতি হেরি নরে, হ'য়ে কৃপাবান্,
তাদের ধারণাজন্য পুনঃ সে সবায়,
বিভক্ত ক'রেছ যত্নে শাখায় শাখায়।
স্ত্রীজাতির শূদ্রাদির বেদে অধিকার,
নিষিদ্ধ বুঝিয়া দেখি, কৃপাপারাবার!
করিয়া পঞ্চম বেদ ভারত সৃজন,
জ্ঞানাঞ্জনে মার্জ্জিয়াছ সবার নয়ন, †
সেজেছ কবির সাজে উজলি ভারত,
জ্ঞানতৈলপূর দীপ জ্বালিয়া ভারত।
পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি সৃজিয়া,
ভজা'লে সে সবে, সবে—আপনি ভজিয়া ‡।

* (অতিক্ষীণপ্রাণ) অত্যন্তক্ষীণবল।

† বেদে স্ত্রীজাতির ও শূদ্রাদির অধিকার নাই, কিন্তু তাহারাও বেদার্থে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই আশয়ে তুমি কৌশলক্রমে বেদের তাৎপর্য্য-সঙ্কলন-মুখে মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিয়াছ। ঐ গ্রন্থে বেদের সমগ্র তাৎপর্য্য বিবৃত হওয়াতে লোকে উহাকে পঞ্চম বেদ বলে। তুমি পঞ্চম বেদ মহাভারত প্রণয়ন না করিলে স্ত্রীশূদ্রাদি সাধারণে বৈদিক-জ্ঞান-লাভ-বিষয়ে বঞ্চিত হইত ও নিতান্ত মূর্খ থাকিত। মহাভারত প্রণয়ন দ্বারা তুমি সমস্ত লোকের চক্ষু জ্ঞানাঞ্জনে মার্জ্জিত করিয়াছ।

‡ সেই পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি সকল আপনি (ভজিয়া) সেবা করিয়া সকল লোককে ভজাইলে।

তব পাদপদ্মছায়া স্বর্গসুখধাম,
ভারবি * প্রভৃতি তায় লভিছে বিশ্রাম ;—
অর্জ্জুনের বলবীর্য্য পরীক্ষা করিতে,
কীর্ত্তি-পরিমলে তার ভুবন ভরিতে (ধরণী পূরিতে),
ত্রিপুরজয়ী হ'য়েও ধরি ব্যাধবেশ,
পার্থ সনে মহারণে (মহাহবে) মাতেন মহেশ ; †
তুমুল সংগ্রাম সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার,
ভারবির ভারতীতে ‡ আছে সুপ্রচার।
অস্ত্রযুদ্ধ প্রথমেতে হইলে নিঃশেষ,
দ্রুতগতি ভূতপতি পরি মল্লবেশ, §
আরম্ভিলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অর্জ্জুনের সনে,
দেখে ব্যাধদল উহা বিস্মিত-নয়নে ;
পরস্পর বীরদ্বয় মণ্ডল-গতিতে,
উভয়ে ঘুরায় উভে আকাশে মহীতে ;—
এই দেখি ভূতপতি, কই না মহেশ,
এ যে দেখি সব্যসাচী ¶ তপস্বীর বেশ,

* (ভারবি) স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি।

† অর্জ্জুনের বলবীর্য্য পরীক্ষা করিতে এবং তদ্দ্বারা তাঁহার সুখ্যাতি-সৌরভে ধরণী পূর্ণ করিতে মহাদেবের এতদূর উৎসুক্য যে, তিনি ত্রিপুর-জয়ী হইয়াও কিরাতবেশে আত্মরূপ লুকাইয়া উহাঁর সহিত মহারণে মত্ত হন।

‡ (ভারবির ভারতীতে) কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে ভারবি-কবির বাক্যে।

§ (মল্লবেশ) বাহুযোদ্ধার সজ্জা, বস্ত্রাদিক।

¶ (সব্যসাচী) বাম হস্তেও দক্ষিণ হস্তের ন্যায় বাণক্ষেপ করিতে সমর্থ বলিয়া অর্জ্জুনের নামান্তর।

ঊর্দ্ধে ভগবান্‌, উহুঁ, পার্থ শোভা পায়,
নীচেতে অর্জ্জুন, না না, শঙ্কর ধরায়,—
মর্দ্দন, পেষণ, ঘোর তর্জ্জন, কূর্দ্দন,
অঙ্গাস্ফালনের সঙ্গে ধাবন, নর্দ্দন,
উল্লুণ্ঠন,* লম্ফ-মুখ বিবিধপ্রকার,
বিচিত্র কৌশলে যুদ্ধ অদ্ভুত-আকার ;
উভ-ভরে অবসন্ন ধরা টলমল,
ঘন ঘন কম্পে, বুঝি যায় রসাতল ;
হেন কালে ব্যোমকেশ ভূমি পরিহরি,
বিচিত্র বল্গুবল্গনে † উল্লম্ফন করি,
উঠিলে অম্বরপথে, ইন্দ্রের কুমার,
অধোদিকে গিয়া ধরে পদদ্বয় তাঁর ;
ভূমিতলে আছাড়িতে করি অভিপ্রায়,
ঊর্দ্ধদিকে যেইমাত্র নয়ন ফিরায়,
অমনি নিরখে—নাই পূর্ব্ব ব্যাধরূপ,
সর্ব্বাঙ্গে নিঃসরে পূর্ণ প্রভা অপরূপ ;
ভুজগে নিবদ্ধ মৌলি শশাঙ্কে অঙ্কিত, ‡
শিরে জটাভার গঙ্গা-গতি-তরঙ্গিত, §
হিম-শুচি-ভস্ম-ভূষা ¶ সর্ব্বগাত্রময়,

* (উল্লুণ্ঠন) উলট পালট।

† (বল্গুবল্গনে) মনোহর গতিতে।

‡ (মৌলি) চূড়া, (অঙ্কিত) চিহ্নিত, লাঞ্ছিত।

§ (গঙ্গাগতি-তরঙ্গিত) গঙ্গার গতিতে তরঙ্গযুক্ত।

¶ (হিমশুচি-ভস্মভূষা) শিশিরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ভস্মালঙ্কার।

রুদ্রাক্ষ-বিহিত-হার, কৃতাহি-বলয়, *
ভাল দেশে ধক্ ধক্ জ্বলিছে কৃশানু,
তেজঃপুঞ্জে তুচ্ছীকৃত মাধ্যাহ্নিক ভানু,
উত্তুঙ্গ রজতগিরি যথা শোভা পায়,
শোভমান শিবরূপ তাদৃশ ছটায়;
শিবরূপ হেরি পার্থ, অহো! ভাগ্য মানি,
প্রণমে হৃদয়ে ধরি চরণ দুখানি;
দাঁড়ালেন দিগম্বর ধরাতলে পরে,
শিহরিয়া পার্থ পড়ে পদের উপরে।
এতদিন উগ্র তপ যাঁরে উদ্দেশিয়া,
এইরূপে সেই শিবে স্বহস্তে পাইয়া,
অর্জ্জুনের চিত্তে আজ আনন্দ অপার,
তপঃখেদ,† রণশ্রম না রহিল আর;
পূরালেন বাঞ্ছা তার যত্নে ভগবান্,
নানামত পাশুপত অস্ত্র করি দান;—
এ কীর্ত্তি তোমারি ব্যাস! ভারবি-বচনে,
গ্রথিত কেবল ভিন্ন কবিতাগ্রন্থনে ‡।
তুমি দেব দ্বৈপায়ন ওহে ঋষিরাজ!
কত স্থানে কত ভাবে করিছ বিরাজ;

---

* (কৃতাহি-বলয়) সর্প দ্বারা রচিত বলয়যুক্ত।

† (তপঃখেদ) তপস্যাজনিত অবসাদ।

‡ বিবরিত মাত্র ভিন্ন ছন্দোবিবরণে—পাঠান্তর, (ছন্দোবিবরণে) ছন্দঃপ্রকাশে বা ছন্দোবর্ণনে।

বিশাল তোমার বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য অপার,
কবিত্বে তোমার শক্তি অনন্তপ্রকার;
তত্ত্ববিনির্ণয়ে তুমি পরম পণ্ডিত,
ব্রহ্ম-জ্ঞানে তব চিত্ত সতত মণ্ডিত;
দর্শনে তোমার দৃষ্টি অদ্ভুতের শেষ,
বেদান্ত প্রমাণ তার দিয়াছে বিশেষ।
বাল্মীকি-রচিত আদ্য-কাব্য রামায়ণ,
ছায়া-তনু-মাত্র তার করি সঙ্কলন,
অধ্যাত্ম-ভূষণ তাহে দিয়াছ এমনি,
দৃষ্টিমাত্রে তত্ত্ব যায় প্রস্ফুরে আপনি;
অধ্যাত্ম-রাম-চরিত গঙ্গার আকার,
হর হেন হিমগিরি জন্মভূমি তার;
জন্মভূমি হতে গঙ্গা স্রোতোগতি-ধ'রে,
সঙ্গত হয়েছে আসি শ্রীরাম-সাগরে;
ভূলোকে নিজ-মাহাত্ম্য করিতে বিস্তার,
সন্তাপ নিবারি' দিতে মানবে নিস্তার,
জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মময়ী বিশ্বের জননী,
সে গঙ্গায় সতী স্নান করেন আপনি;
শূলপাণি তাঁরে স্নান করান যতনে,
অদ্ভুত কৌশল, ব্যাস! তব রামায়ণে *।
সুরৌঘকণ্টক বলী লঙ্কার ঈশ্বরে,
সপুত্র-বল-বাহন সংহারি সমরে,

* (তব রামায়ণে) অধ্যাত্ম-রামায়ণে।

অযোধ্যায় রঘুপতি করি আগমন,
রাজা হ'য়ে রাজাসনে আসীন যখন,
কোটিসূর্য্যসমকান্তি কিবা শোভমান,
বাঞ্ছাকল্পতরুরূপ দেব ভগবান্ ;
বামে সীতা শুচিস্মিতা,* দক্ষিণে লক্ষ্মণ,
পাদপীঠপার্শ্বে বসি অঞ্জনানন্দন † ;
কৃতাঞ্জলিপুট বীর, কণ্টকিতকায়, ‡
উভয় অক্ষির জলে বুক ভেসে যায়,
রাম-সীতা-পদ-প্রান্তে চায় ধীরে ধীরে,
পরম প্রেমিক ধীর রহি নতশিরে ;
লঙ্কার সমর-শেষে কৃত-কৃত্য আজ,
সীতার উদ্ধারে পূর্ণকাম কপিরাজ ;
নিরাকাঙ্ক্ষ, জ্ঞানাপেক্ষ, § বিশুদ্ধ নয়নে,
জানকীর মুখপানে চায় ক্ষণে ক্ষণে ;
আকারে ¶ তাহার বাঞ্ছা বুঝি রঘুপতি,
ইঙ্গিত করেন দেব জানকীর প্রতি ;—
দেখ সীতে ! হনুমান্ বুদ্ধির সাগর,
পরমপবিত্রচিত্ত, স্থিরভক্তিপর,

---

* (শুচিস্মিতা) পবিত্রহাস্যযুক্তা।

† (অঞ্জনানন্দন) হনুমান্।

‡ (কণ্টকিতকায়) রোমাঞ্চিতশরীর।

§ (নিরাকাঙ্ক্ষ) নিস্পৃহ, (জ্ঞানাপেক্ষ) শুদ্ধজ্ঞানপ্রতীক্ষ।

¶ (আকারে) হৃদগতভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গ্যাদি-ব্যাপারে।

আমাদের* অনুগত, সেবাপরায়ণ,
নিষ্পাপশরীর, যোগ্য জ্ঞানের ভাজন,
শঙ্করের অবতার, বীরেন্দ্রপ্রধান,
ভক্ত-বরে তত্ত্বজ্ঞান করহ প্রদান।
বাঞ্ছিতবরদা দেবী ভক্ত-কৃপাপরা,
প্রসন্নপঙ্কজমুখী, শ্রীরামার্দ্ধহরা,
পতির আদেশে সতী ত্রিলোকমোহিনী,
কপীন্দ্রে কহেন সীতা জ্ঞানের কাহিনী ;—
শুন হনূমন্! কহি জ্ঞানতত্ত্ব-সার,
রামে দেখো সদানন্দ, সান্দ্রচিদাকার, †
সকল-উপাধিমুক্ত, ‡ শান্ত, নিরঞ্জন,
সর্ব্বব্যাপী, সাক্ষিরূপ, কল্মষভঞ্জন,
বিবেক-বিমল চিত্ত যাঁহার নিলয়,
আত্মারাম, শুদ্ধসত্ত্ব, § স্বপ্রকাশময় ;
শক্তিময়ী আমারে দেখিও সনাতনী,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতু, পরা, পুরাতনী,

* (আমাদের) অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ স্বরূপ তোমার ও আমার, (অনুগত, সেবাপরায়ণ) অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মভাবান্বিত কর্ম্মযোগনিষ্ঠ, (যোগ্য জ্ঞানের ভাজন) জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র ; যথাবিধি কর্ম্মকাণ্ড সম্পাদন না করিলে যে জ্ঞান-লাভের উপযুক্ত হওয়া যায় না, 'আমাদের অনুগত' প্রভৃতি বাক্যে রামচন্দ্র তাহারই আভাস প্রদান করিলেন।

† (সান্দ্রচিদাকার) ঘনচিৎস্বরূপ।

‡ (সকল-উপাধি-মুক্ত) উপাধি—ভেদক ধর্ম্ম, মুক্ত—বিবর্জ্জিত ; সকল প্রকার ভেদক-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত।

§ (শুদ্ধসত্ত্ব) নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপ।

বিশ্বকর্ত্রী, বিশ্বধাত্রী, বিশ্বপ্রসবিনী,
পূর্ণানন্দময়ী, নিত্যা, অনন্তরূপিণী ;
ইঁহার সন্নিধিমাত্রে আমি একেশ্বরী,
সকল ব্রহ্মাণ্ড-লীলা সম্পাদন করি।
অযোধ্যায় রঘুকুলে জনমগ্রহণ,
বিশ্বামিত্র-সহায়তা, যজ্ঞ-সংরক্ষণ,
অহল্যার শাপশান্তি, কোদণ্ডভঞ্জন,
রাঘবের সহ মম দাম্পত্য-বন্ধন,*
ঘোরদন্ত ভার্গবের বীরদর্প-নাশ,†
অনন্তর অযোধ্যায় একত্র নিবাস,
কতিপয় বর্ষ মম প্রিয়তম সনে,
কিছু দিন স্থিতি পরে দণ্ডককাননে,
বিরাধ বিষম-বলী রক্ষ কদাচার,
অতুল বিক্রমে তার জীবন-সংহার,
মায়া-মারীচের বধ, ছায়া-সীতা-হৃতি, ‡
জটায়ুর মোক্ষ-লাভ, কবন্ধ-নিষ্কৃতি,

* (দাম্পত্য-বন্ধন) দম্পতিভাববন্ধন, বিবাহ।

† (ঘোরদন্ত) ভীষণ অহঙ্কারী, (ভার্গবের) পরশুরামের, (বীরদর্প-নাশ) আমি বীর বলিয়া পরশুরামের যে অহঙ্কার ছিল, তাহার ধ্বংস।

‡ (ছায়া-সীতা-হৃতি) অলীক সীতার হরণ; রাবণ প্রকৃত সীতাকে হরণ করিতে পারে নাই ; মারীচ মায়াবলে রত্নশৃঙ্গ মণিখুরধারী নীলকান্তমণিনেত্র বিদ্যুৎপ্রভ সুন্দর-মুখাকৃতি ও রৌপ্যবিন্দুক বিশুদ্ধকাঞ্চনময় মৃগশরীর ধারণ করে ; অনন্তর শ্রীরামের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হয় এবং কখন ইতস্তত: লম্ফন, কখনও সম্মুখে স্থিরভাবে স্থিতি, কখনও বা সীতার অতিনিকটে

ভক্তিযোগে শবরীর শ্রীরাম-পূজন,
ঋষ্যমূকে ঋক্ষপতি * সহ সম্মিলন,
বালীর বিনাশ-শেষে সীতার সন্ধান,
সাগরে সেতুবন্ধন অপূর্ব্ব বিধান,
লঙ্কাপুরী-অবরোধ, যুদ্ধে দুরাচার
সান্বয় লঙ্কাধিনাথ-নিধন-ব্যাপার,
পূর্ব্বকৃত কৃত্যের প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠান,
বিভীষণে লঙ্কাপুর-রাজত্বপ্রদান, †

আসিয়া তৎক্ষণেই সশঙ্কভাবে দূরে পলায়ন, এইরূপ নানা চেষ্টা দেখাইয়া সীতার চিত্ত হরণপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে থাকে; ইহাতে সর্ব্বকার্য্যার্থতত্ত্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ রামচন্দ্র সীতাহরণ-জন্য রাবণের তাবৎ দুরভিসন্ধি বুঝিয়া তাঁহাকে কহেন, অয়ি সীতে! রাবণ ভিক্ষুকবেশে তোমাকে হরণ করিতে আসিবে, অতএব তুমি আপনার আকৃতির প্রতিরূপ ছায়া কুটীরে রাখিয়া সংবৎসর কাল অগ্নিমধ্যে গিয়া অবস্থিতি কর। সীতা-দেবী ভর্ত্তার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলে পর রাবণ যখন শ্রীরামাশ্রমে সীতাহরণার্থী হইয়া আইসে, তখন ঐ ছায়া-সীতাকেই দেখিতে পায় এবং তাঁহাকেই হরণ করে। অধ্যাত্ম-রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠসর্গের শেষ ও সপ্তমসর্গের প্রারম্ভে এ বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

* (ঋক্ষপতি) ভল্লুকাধিপতি সুগ্রীব।

† (পূর্ব্বকৃত কৃত্যের ইত্যাদি) বিভীষণ রাবণের পরমহিতকর পবিত্র বাক্যে রামচন্দ্রকে তদীয় সীতা প্রত্যর্পণ করিতে কহিলে রাবণ কটূক্তি-সহকারে তাঁহাকে নিরতিশয় ভৎর্সনা ও অবমাননা করে; তাহাতে পরম-ধার্ম্মিক বিভীষণ অগ্রজের সভা হইতে উঠিয়া রামচন্দ্রের নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণসেবার্থে তৎসমভিব্যাহারে যখন মিলিত হন, ঐ সময়ে ভক্তভক্তি-মান্ দাশরথি আপনার অবরজ সুমিত্রানন্দনকে কহেন, লক্ষ্মণ! বিভীষণ আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, আমার সন্দর্শনে ও বন্ধুতায় জীবের যে মোক্ষ লাভ হয় তাহা কালান্তরসাপেক্ষ, আমার সংসর্গের ঐহিক ফল সম্প্রতি প্রদর্শন করিতেছি; তুমি শীঘ্র যাইয়া সাগর হইতে জল আনয়ন কর, আমি ইহাঁকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করি; যাবৎকাল চন্দ্র, সূর্য্য ও

প্রভুর পুষ্পকযোগে * ব্যোমপথ দিয়া
অযোধ্যায় আগমন আমায় লইয়া,
বশিষ্ঠাদিকৃত, বেদবিধানানুগত,
রাঘবের অভিষেক,—উক্ত নানামত,
সপ্ত-কাণ্ড রামায়ণে যতেক ঘটনা,
আমা হ'তে হয় সব, মায়িক রটনা ;
রামেতে অধ্যাস † তার জে'নো তত্ত্বসার,
জবারাগ নির্ম্মল স্ফটিকে যেপ্রকার ;
বিক্রিয়া-বিহীন রামে বিকার পরশে,
কেবল জীবের মাত্র দৃষ্টিদোষ-বশে ;
নতুবা নিশ্চল বিভু বিকারের পার,
গতি, স্থিতি, ত্যাজ্য, গ্রাহ্য, কিছু নাই তাঁর ;
পোতারোহী নিজযান-গতি-অনুসারে,
বৃক্ষাদিভূষিত বেলা হেরে চলিবারে ;

পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, জগতীতলে যাবৎকাল রামায়ণকথার বিলোপ না হইবে, তাবৎকাল বিভীষণ লঙ্কায় রাজত্ব করুন। রামচন্দ্র এই কথা কহিবার পর লক্ষ্মণ সমুদ্রজল আনিলে তিনি লঙ্কারাজ্যাধিপত্যে বিভীষণের অভিষেক করেন। তৎকালে রাবণ জীবিত থাকিয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছিল, সুতরাং বিভীষণের ঐ অভিষেক সে সময়ে প্রত্যক্ষ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এক্ষণে রাবণ (সান্বয়) সসন্তান (অন্বয় শব্দে বংশ ও সন্তান) নিহত হইলে পর,(বিভীষণে লঙ্কাপুর-রাজত্ব-প্রদান) এইটী (পূর্ব্বকৃত কৃত্যের) পূর্ব্বাচরিত অভিষেক-ব্যাপারের (প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠান) অর্থাৎ সাক্ষাৎ কার্য্যতঃ রাজত্বপ্রদান।

* (পুষ্পকযোগে) পুষ্পকনামক ব্যোমযান দ্বারা।

† (অধ্যাস) আরোপ।

অক্ষির ঘূর্ণন হেতু চরাচরময়,
ঘুরিছে তাবৎ বিশ্ব দৃষ্টিগত হয়;
তেমতি নিষ্ক্রিয় রামে ক্রিয়ার প্রক্রম,
অলীক জানিও, শুদ্ধ দৃষ্টির বিভ্রম;
মায়াগুণে জীবদৃষ্টি হয়েছে বিলোপ,
দ্রষ্টায় দৃশ্যত্ব তাই করে সমারোপ;
মহাকাশ, জলাকাশ, বিম্বিত আকাশ,*
এই তিন রূপে যথা আকাশ প্রকাশ,—
এক আত্মা সেইমত উপাধি-দশায়,
পরমাত্মা, আত্মা, জীব †-রূপে শোভা পায়;
"তত্ত্বমসি"‡-বাক্য-লক্ষ্য—তিনে ঐক্য-বোধ
না জন্মে যাবৎ, মায়া দৃষ্টি করে রোধ;
তাবৎ বুঝিতে নারে জন্তু আপনায়,
স্বকৃত কোষবন্ধনে ঘুরিয়া বেড়ায়;
আত্মকৃতকর্ম্ম-সূত্রে আত্মায় বাঁধিয়া,
কোষকার কৃমি যথা নিজতন্তু দিয়া,

* এক আকাশ তিন রূপে প্রকাশিত হয়,—(মহাকাশ) সর্ব্বাচ্ছাদক অনন্ত আকাশ, (জলাকাশ) জলাশয়াবচ্ছিন্ন আকাশ, (বিম্বিত আকাশ) ঐ জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশ।

† (পরমাত্মা) শুদ্ধচৈতন্য, (আত্মা) ঈশ্বর, (জীব) চিদাভাস।

‡ (তত্ত্বমসি) তৎ সেই ব্রহ্ম, (ত্বম্) তুমি জীব, (অসি) হও, জীব তুমি সেই ব্রহ্ম হও; (তিনে) পরমাত্মা, আত্মা ও জীবে (ঐক্য-বোধ) এক বলিয়া জ্ঞান অর্থাৎ উক্ত উপাধিত্রয়ের নিরসন তত্ত্বমসি বাক্যের (লক্ষ্য) উদ্দেশ্য; যাবৎ ইহা না জন্মে, মায়া তাবৎ দৃষ্টিরোধ করিয়া থাকে।

রচি কোষ বদ্ধ তায় করে আপনারে।
তাবৎ জীবের ক্লেশ অপার সংসারে,
তাবৎ না মন প্রাণে, আত্মাতে না প্রাণ,
বিলীন হইতে পারে ; তাবৎ অজ্ঞান* ।
তাবৎ না বোঝে জীব জীয়ন্তে মরণ,
গুরু-কৃপাদৃষ্টি-দূরে রহে যতক্ষণ † ।
তত্ত্বমসি-বাক্য-তত্ত্ব ‡ গুরুকৃপাবেশে,
শক্তি সহ শিষ্যহৃদে যখন প্রবেশে,
জ্যোতির্ম্ময়ী ভূমি ছাড়ি অন্ধকার প্রায়,
জীবচিত্ত ত্যজি মায়া দূরে চলে যায় ;
তখন স্বপদে জীব সমারূঢ় হ'য়ে,
অনুভব করে নিজে নিজের হৃদয়ে,
অপ্রমেয়ত্রয় —মায়া-জীবেশ্বর-পার,
পুরুষপ্রবররূপ, বিশ্ববীজাধার ; §
তখন তাহার পক্ষে সব শান্তিময়,
সকল পদার্থ তার সুখের নিলয় ;
গুরুশক্তি হ'তে হয় এতেক মঙ্গল,
অবোধে বুঝিতে নারে, ভাবিয়া বিকল।
গুরুভক্তিহীন যে বা শুদ্ধ শাস্ত্র ধ'রে,

* মন প্রাণে যাইয়া বিলীন হইতে এবং প্রাণ আত্মাতে যাইয়া বিলীন হইতে পারে না, (তাবৎ অজ্ঞান) যাবৎ প্রাণ আত্মাতে বিলীন হইতে না পারে তাবৎ অজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণাভাব।

† জীব যতক্ষণ গুরুর কৃপাদৃষ্টির দূরে থাকে। ‡ (তত্ত্ব) স্বরূপ।

§ মায়া, জীব ও ঈশ্বর এই অপ্রমেয় বস্তুত্রয়ের পার, (বিশ্ববীজাধার) বিশ্ববীজ ব্রহ্মা প্রভৃতি, তাঁহাদিগের আশ্রয়স্বরূপ।

বিজ্ঞান লভিতে বাঞ্ছে অহঙ্কারভরে,
জ্ঞান সুদুর্লভ তার, দূরে ত বিজ্ঞান,
কভু সে সত্যের সত্যে* না পায় সন্ধান।
দেব-দ্বিজ-প্রাজ্ঞ-ভক্ত যেই সদাশয়,
গুরুসেবা সার করি শাস্ত্রনিষ্ঠ রয়,
অচিরে বিজ্ঞান লভে জ্ঞানতত্ত্বসার,
যোগীন্দ্রদুর্লভ গতি সুখলভ্য তার।
এইরূপ ধরাসুতা-ভাষ-সূত্র দিয়া,
তত্ত্বজ্ঞান-ফুল্ল-ফুলে মালিকা গাঁথিয়া,
কপীশ্বর-সম ভক্ত-হৃদয় সাজায়,
পুষ্প-পরিমল-মদে ভুবন মাতায়,
তোমা বিনা বল ঋষে! কে আর এমন?
তুমি ধন্য, ধন্য তুমি, দেব দ্বৈপায়ন।
তব রামায়ণ-তত্ত্ব, তত্ত্ব-রত্নাকর,
এরূপ অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশে বিস্তর;
বিস্তর বিচিত্রনীতি, কলাসমুদায়, †
গাঁথিয়াছ তুমি গ্রন্থে কথায় কথায়;
দেখায়েছ আখ্যানে আখ্যানে ধর্ম্মবল,
পাপ-পুণ্য, শুভাশুভ-কার্য্যাকার্য্য-ফল;
বাগর্থমণিকাঞ্চনে গড়িয়া যতনে,
পরায়েছ অলঙ্কার কবিতা-চরণে;

---

* (সত্য) এখানে ব্রহ্ম,—মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম ইত্যাদি ভগবদ্গীতায় দ্রষ্টব্য,—তাহার (সত্যে) এখানে তাৎপর্য্যার্থ কারণে, অর্থাৎ কারণ-কারণে।

† (কলাসমুদায়) নৃত্য গীতাদি-চতুঃষষ্টি-বিদ্যা।

প্রেমভক্তি-গন্ধপুষ্পে দেব-সরস্বতী, *
আর্য্যাচারে অর্চ্চিয়াছ ব্যাস মহামতি।
নবরস-তামরস-কবিতা-চরণ,
দিয়াছ সবারে করি কণ্ঠবিভূষণ : †
দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ আদি সবাকারে,
নতি, স্তুতি, ব্রতাচারে বিশেষপ্রকারে,
তুষিয়াছ, সাধিয়াছ, ওহে ঋষিরাজ!
তব গুণে সুপণ্ডিত ভারত-সমাজ।
নিজগুণে গুণনিধে। শ্রীবাদরায়ণ! ‡
বিতরিয়া জ্ঞানময় রত্ন-বিভূষণ,
কেবল পণ্ডিতমাত্র করি আর্য্যভূমি,
নিশ্চিন্ত, নির্বৃত, § ক্ষান্ত হও নাই তুমি ;

* (দেব-সরস্বতী) দেব-বাণী, সংস্কৃত-ভাষা।

† (তামরস) পদ্ম, (নবরস) নূতনরসবিশিষ্ট : নবরস-তামরস-কবিতা-চরণ বলাতে নূতন পুষ্পরস অর্থাৎ সদ্যোজাত মধু, তদ্দ্বারা পূর্ণ পদ্মপুষ্প-সদৃশ শ্লোকপাদ উপলব্ধ হয় ; শ্লোক-পাদ-পক্ষে নবরস শব্দে কাব্যের সারভূত আস্বাদন—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত, এই নয়প্রকার বুঝাইবে। এই নবরসাত্মক পদ্মসদৃশ শ্লোকপাদ তুমি ব্যাস সবারে কণ্ঠভূষণ করিয়া দিয়াছ।

‡ (শ্রীবাদরায়ণ!) শ্রীবেদব্যাস! জীবিত লোকের নামের প্রারম্ভে শ্রীশব্দের সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়, বেদব্যাস অশ্বত্থামাদি অমরসপ্তকের দলভুক্ত বলিয়া তাঁহার নামের পূর্ব্বে শ্রীশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অমরসপ্তক যথা—
অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, অঞ্জনানন্দন। বিভীষণ, কৃপ, রাম, এই সপ্তজন॥
রাম—পরশুরাম।

§ (নির্বৃত) সন্তুষ্ট বা সুখিত।

সেবা করি গুরুবর্গে নির্ব্যলীক-মনে, *
যথাবিধি শাস্ত্রাচার আচরি যতনে,
নানামতে সকলের সাধি উপকার,
অপ্রসন্ন চিত্ত তবু কেন আপনার?
জিজ্ঞাসি নারদে তুমি জানিলে যখন,
শ্রীহরি-চরিত-লীলা-গুণানুবর্ণন
করি নাই, ধর্ম্মাদি-বিষয় যেপ্রকারে
বিবরিত করিয়াছি ভারত-মাঝারে †;—
তখন নারদবাক্য স্মরি মনে মনে,
একদা প্রভাতে ভানু উদিলে গগনে,
শম্যাপ্রাস পুণ্যাশ্রমে সুখাসীন হ'য়ে,
ভক্তিযোগ-সুনির্ম্মল নিশ্চলহৃদয়ে,
দেখিলে অপূর্ব্ব দৃশ্য সমাধি-দশায়,
শোভিত পূর্ণ-পুরুষ পূর্ণ-মহিমায়,
পাদাশ্রয়া মহামায়া অদ্ভুত বিলাসে, ‡—
বিক্ষিপ্ত হইয়া যার বিক্ষেপ-বিকাশে,

* (নির্ব্যলীক) মিথ্যা অর্থাৎ কাপট্য ব্যলীক শব্দের অর্থ, (নির্ব্যলীক-মনে) কাপট্যবর্জ্জিতচিত্তে; অথবা ব্যলীক শব্দে ক্ষোভ, (নির্ব্যলীকমনে) মনের ক্ষোভ মিটাইয়া।

† (ভারত-মাঝারে) ভারতবর্ষের বা মহাভারতের মধ্যে।

‡ (পাদাশ্রয়া) পাদ—চরণ বা চতুর্থাংশ, পুরুষসূক্তে উক্ত আছে "ত্রিপাদূর্দ্ধ্বমুদৈৎ পুরুষঃ, পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ" এই সমগ্র বিশ্বসংসার ত্রিপাদ পুরুষের পাদ অর্থাৎ এক চরণ-মাত্র পরিমাণ বা চতুর্থাংশ পরিমাণমাত্র, তিনি অপর তিন অংশে অপরিচ্ছিন্ন অপার অনন্ত ভাবে বিশ্বমণ্ডলের অতীত ঊর্দ্ধদেশে উদিত রহিয়াছেন—তাৎপর্য্যার্থ। গীতাতেও অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদুক্তিতে উল্লিখিত ভাবের অভিব্যক্তি রহিয়াছে, যথা—" অথবা

আবৃত হইয়া জীব যার আবরণে,
দৃঢ়-বদ্ধ থাকি যার সত্ত্বাদিবন্ধনে, *
মায়াতীত হইয়াও বিমোহিতপ্রায়,
মায়াকৃত মহানর্থ ভুঞ্জে আপনায়, †
অহৈতুকী ভক্তিসহ একান্ত অন্তরে,
প্রত্যক্ষ প্রেমপ্রকাশ পুরুষপ্রবরে,
মায়াকৃত অনর্থের উপশমোপায়,
এই সব দেখি তুমি সমাধিদশায়, ‡
মায়াচ্ছন্ন-মতি জীবে বোধোদয় দিতে,
বিরচিলে ভাগবত করুণার্দ্র চিতে;
শ্রবণে, কীর্ত্তনে, যার সেবনে, স্মরণে,
মায়ার মোহিনী শক্তি ত্রুটে § ক্ষণে ক্ষণে;
হৃদয়ে হইবামাত্র যার অনুধ্যান,
দূর করে মায়াকৃত বিষম অজ্ঞান;
পরম পুরুষ কৃষ্ণে প্রেমের সঞ্চার,
প্রবল প্রবাহ-বেগে বহি অনিবার,

বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো-জগৎ''—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! অধিক জানিবার আর তোমার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়া রাখ যে এই সমস্ত জগৎ আমি আমার একাংশমাত্রে ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখন বুঝা যাইতেছে (পাদ) চতুর্থাংশ যে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, এরূপ মহামায়াকে আশ্চর্য্যাকারে বিলাস পাইতে দেখিলে।

* বিক্ষেপ ও আবরণ, মায়ার দুইটী শক্তি; তদুভয় দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া, (সত্ত্বাদিবন্ধনে) সত্ত্বরজস্তমোগুণে।

† (আপনায়) অর্থাৎ আত্মাতে।

‡ (উপশমোপায়) নিবারণপক্ষে সাধনস্বরূপ, (সমাধিদশায়) ধ্যানের অবস্থায়।

§ (ত্রুটে) ছিন্ন হয়।

শোক, মোহ, ভয় সব নিরসন করে,*
জীবের স্বাভীষ্ট নিত্য স্বপদ বিতরে।
তব কৃত ভাগবত আশ্রয় করিয়া,
সুবিন্যস্ত তব পদ হৃদয়ে ধরিয়া,
গুণ, রীতি, অলঙ্কৃতি, রসাদির † খনি,
বিদ্বান্, ধীমান্, কবি, ভক্তচূড়ামণি,
জয়দেব আদি কত ভারত-সন্তান,
যশো-দেহে ধরণীতে নিত্য বর্ত্তমান।
সুরাসুর-নরারাধ্য প্রত্যক্ষ ঈশ্বর,
অপ্রমেয় মহিমার অদ্বয় আকর,
বিশ্বাহতে অবতীর্ণ কৃষ্ণ ভগবান্,
বিশ্বের মঙ্গলকৃত্য করি সমাধান, ‡
বৃন্দাবনে প্রেমময়ী কীর্ত্তি সংস্থাপিয়া,
নিত্য নব চিত্র লীলা ব্রজে বিস্তারিয়া,
মায়াত্ত-নিজ-বিগ্রহ § দিয়া বিসর্জ্জন,
আপনার নিত্যধামে করেন গমন;

* (নিরসন করে) বিনষ্ট করে।

† সুবিন্যস্ত ইত্যাদি—(সুবিন্যস্ত) সুবিরচিত বা যথাক্রমে স্থাপিত, (তব পদ) তোমার পদ অর্থাৎ শ্লোকপাদ কিংবা সুপ্তিঙন্ত ও অবান্তরবাক্যলক্ষণরূপ শব্দময় বস্তু অথবা উপজীব্যস্বরূপত্বাবশতঃ গৌরবাধিক্যে, (তব পদ) তোমার চরণ, (হৃদয়ে ধরিয়া) স্মরণ করিয়া বা বক্ষঃস্থলে রাখিয়া, (গুণ) ওজঃপ্রসাদাদি, (রীতি) বৈদর্ভী প্রভৃতি, (অলঙ্কৃতি) শব্দ ও অর্থের ভূষণ "অলঙ্কার"; অলঙ্কৃতি নানাপ্রকার, তন্মধ্যে প্রধান দুই ভাগের একের নাম শব্দালঙ্কৃতি অন্যের নাম অর্থালঙ্কৃতি, (রসাদি) রস—কাব্যশাস্ত্রের আস্বাদন শৃঙ্গারাদি কাব্যের আত্মা, আদি শব্দে প্রভৃতি—ভাব, রসাভাস ভাবাভাসাদি বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। ‡ (সমাধান) সমাপ্তি।

§ (মায়াত্ত-নিজ-বিগ্রহ) মায়ায় গৃহীত স্বীয় শরীর।

তখন ব্যাপিলে বিশ্ব নীরন্ধ্র তিমিরে,
তোমার কৃপায় দেব ! উদি ধীরে ধীরে,
বাসুদেব-বসুপূর্ণ পুরাণ-ভাস্কর,
ভাগবত-মাত্র হয় বিশ্বতমোহর * ।
হারে মধ্যমণি যথা হার-রত্নদলে,
অপ্রতিম দীপ্তিগুণে আপনি উজ্জ্বলে,—
এই ভাগবত গ্রন্থ, পুরাণের সার,
ভুবনে পুরাণমাঝে শোভে সেপ্রকার ;
ইহার নির্ম্মিতি বস্তু—কৃষ্ণ উপাদান, †
কৃষ্ণমন্ত্রে নিরখি ইহার প্রাণদান,
কৃষ্ণাঞ্জনে দৃষ্টিদান দিয়াছ ইহারে,
সাজায়েছ শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্রতিমাকারে ;
যেরূপ তোমার ইহা প্রাণ-প্রিয়তম,
শুকদেব পুত্র তব প্রিয় তদ্রূপম,
যোগ্যে যোগ্য সংযোজন করি' অভিপ্রায়,
শিখায়েছ শুকে তুমি শুকশিশুপ্রায়,
কৃষ্ণকথাময় এই ভাগবতাখ্যান,
কৃষ্ণরূপে সাধে যায় বিশ্বের কল্যাণ ;
আজন্ম-তাপস শুক আত্মারাম হ'য়ে,
তথাপি শ্রীকৃষ্ণগুণাবর্জ্জিত‡-হৃদয়ে,
অনুপম-পিতৃকৃতি এ হেন রতন,

---

* (বাসুদেব-বসুপূর্ণ) বসুদেব—সূর্য্য, বসু—দীপ্তি, বাসুদেব-বসু—সূর্য্যদেবের কিরণ, বাসুদেববসুপূর্ণ সূর্য্যদেবের দীপ্তিতুল্য-দীপ্তিপূর্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের তেজঃপূর্ণ, (বিশ্বতমোহর) ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারনাশক বা পাপনাশক।

† (উপাদান) সমবায়ি কারণ। ‡ (আবর্জ্জিত) আকৃষ্ট।

কুতূহলে করেছেন কণ্ঠ-বিভূষণ ;
পরে রাজা বিষ্ণুরাত * উত্তরা-তনয়,
নিজ-ব্রহ্ম-শাপ-বার্ত্তা শুনি যে সময়,
রাজ্যাদি সর্ব্ব সম্পদ্, সকল স্বজন,
বিবিধ বিভব-সুখ দিয়া বিসর্জ্জন,
প্রায়গত † হ'য়ে গিয়া ভাগীরথী-তটে,
না পান ভাবিয়া গতি বিষম সঙ্কটে, ‡—
কৃপা করি শুকদেব যতনে তখন,
প্রেমভক্তি-প্রপূরিত, চিন্তা-নিবারণ,
সংসারাধ্ব-শ্রম-শ্রান্ত-পান্থ-শান্তি-ধাম, §
ভাগবত-জনগণ-মন-প্রাণারাম, ¶
কৃষ্ণলীলা-গুণামৃত-কথাতিবিস্তার,
(তোমার বর্ণিত, ব্যাস! কৃতিকুলসার,)
এই ভাগবতী গাথা শুনায়ে রাজায়,
সুস্থির নিশ্চিন্ত শান্ত ‖ করেছেন তাঁয় ;
গুরুপরম্পরা-পথে, নিজ পদক্রমে,

---

* (বিষ্ণুরাত) পরীক্ষিৎ ; পরীক্ষিৎ যখন গর্ভস্থ,তখন তাঁহার বিনাশার্থ অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান্-বিষ্ণুকর্তৃক রক্ষিত হওয়াতে তিনি বিষ্ণুরাত নামে অভিহিত।

† (প্রায়গত) অনশনে প্রাণপরিত্যাগার্থ স্থিত।

‡ (সঙ্কটে) বিপদে।

§ সংসারাধ্বেত্যাদি—ভবপথ-পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত পথিকদিগের শান্তির নিকেতনস্বরূপ।

¶ (ভাগবতেত্যাদি—ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ লোকদিগের চিত্ত ও প্রাণের নির্বৃতিপ্রদ।

‖ (গাথা) শ্লোক বা গীত, (শান্ত) শমতাপ্রাপ্ত।

সমস্ত ভারত উহা ব্যাপিয়াছে ক্রমে * ।
পুণ্যাখ্যান ভাগবত স্মরি যতবার,
তব পদে অসংখ্যেয় করি নমস্কার ;
ভারতে করেছ সুধী † এ ভারতভূমি,
ভাগবতে ভক্তভূমি করিলেও তুমি ;
কৈলাসে প্রেমিক শিব যথা শৈবগণে
প্রেমাস্পদ করেছেন প্রেম-বিতরণে,
প্রেমনিধে ! সেইরূপ হেরি তোমা হ'তে,
ভারতীয় প্রজাপুঞ্জে প্রেমিক ভারতে ;
তব গুণে ধরাতলে ভারত-সমাজ,
স্বর্গের সুষমা ধরি' করিছে বিরাজ।
কার সনে তুলি তোমা কারুণিকোত্তম !
তুমিই উপমা তব ব্যাস ! নিরুপম !
কৃতিগুরু ! ‡ কবিরত্ন ! ঋষি মহাশয় !
ভারত-মাতার তুমি সার্থক তনয় ;
ভারত-মাতার মায়া ভুল নাই তুমি,
ত্রিদিবে থাকিয়া তাই এই আর্য্যভূমি,
যশোদেহে সাজাইয়া (নিজ পুণ্যাশ্রম
পূর্ণ করি) বিরাজিছ কবিকুলোত্তম !

* গুরুপরম্পরেত্যাদি—গুরুদিগের অনুক্রমমার্গে আপনার পদ অর্থাৎ শ্লোকপাদ, সুপ্তিঙন্ত এবং অবান্তর-বাক্যলক্ষণরূপ শব্দাদির পাদক্ষেপে ঐ ভাগবত ক্রমশঃ সমগ্র ভারত ব্যাপিয়াছে। † (সুধী) পণ্ডিত।

‡ (কৃতিগুরু) কৃতি—রচনা, গুরু—গৌরবান্বিত, রচনায় গৌরবান্বিত ; অথবা কৃতী—পণ্ডিত বা কৃতকৃত্য গুরু—পূজ্য বা প্রধান, কৃতিগুরু—পণ্ডিতদিগের পূজ্য বা কৃতকৃত্যদিগের প্রধান।

সাজাইবে শশি-সূর্য্যে যাবৎ আকাশ,
যাবৎ তারকাবলী বিস্তারিবে ভাস,
জাহ্নবী-জীবন-স্রোত যাবৎ বহিবে,
মেরুতে দেবতাগণ যাবৎ রহিবে,
যাবৎ বুঝিবে লোকে গুণের গৌরব,
কীর্ত্তিময় ভবদীয় কৃতিস্থসৌরভ,
চারিদিকে বায়ুবেগে বহিবে যাবৎ,
সর্ব্বত্র তোমায় সবে পূজিবে তাবৎ ;
মানবের নাম-গন্ধ যাবৎ রহিবে,
মর্ত্ত্যেতে অমর তোমা সকলে কহিবে ;
আর্য্যরক্তবিন্দু রবে যাবৎ ভূতলে,
তব কীর্ত্তি তব নাম ঘোষিবে সকলে।
ও চরণছায়া দীনে দাও দয়াময় !
জুড়াই তাপসনিধে ! তাপিত হৃদয় ;
কবিকুলকল্পতরু ! কবিশিরোমণি !
রসভাবরত্নসিন্ধু ! প্রতিভার খনি !
ধন্য ধন্য দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তুমি,
রত্নগর্ভা তোমা গর্ভে ধরি আর্য্যভূমি ;
জয় জয় কৃষ্ণদ্যুতে ! কীর্ত্তিশুভ্রকায় ! *
শান্তির সরণি আর্য্য ! দেখাও আমায়। ভারতার্পণমস্ত।

* কৃষ্ণদ্যুতে ! হে কৃষ্ণদ্যুতিসম্পন্ন ! তুমি কৃষ্ণদ্যুতি হইলেও (কীর্ত্তিশুভ্র-কায়) কীর্ত্তিদ্বারা শুভ্রশরীর ; অতএব হে কীর্ত্তিশুভ্রকায় ! মানুষ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কীর্ত্তিদ্বারা ধবলভাবাপন্ন গণ্য হয়, ইহাই সম্বোধনদ্বয় ব্যক্ত করিতেছে, অথবা (কৃষ্ণদ্যুতে) হে শ্রীকৃষ্ণদ্যুতিসম্পন্ন !

ষষ্ঠোচ্ছ্বাস—প্রলয়-প্লাবন *।

ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ।

যথা মহদ্দিব্যগুণং গুরোঃ পদং
ন নির্গুণং ব্রহ্মপদং তথা গুরু।
পদং সতো যুক্তিমুখাশ্রিতম্পরঃ
গুরোঃ পদং সেব্যতমং হৃদাদিভিঃ ॥
অতো হি সন্তাপনুদে মনোহরে
সুশীতলে স্নেহময়ে সুধাবহে।
পদে পদে তৎপদচারুপঙ্কজে
প্রপদ্যতাং ভৃঙ্গপদং মনো মুদা ॥
যদেগৌরবং রামপদং সমাশ্রয়ন্
দ্বিজাত্মজো দস্যুবরোঽপি হেলয়া।
রত্নাকরঃ প্রাপ্য পদং মহামুনেঃ
কবীশ্বরো বিশ্বসখোঽপ চাভবৎ ॥ †

---

* (প্রলয়প্লাবন) ভাবসমুদ্রের প্রলয়োত্থ জল-ব্যাপ্তি।

† সৎশব্দ ক্লীবলিঙ্গে ব্রহ্মবোধক, শিষ্টপ্রয়োগ যথা গীতাশাস্ত্রে—"ওঁ তৎ সদিতি-নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"—ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ স্মৃত হইয়াছে; (সতঃ) ব্রহ্মণঃ, সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মের; যথেত্যাদি—মহদ্গুণবিশিষ্ট বস্তু অর্থাৎ সগুণ গুরুপদ যেরূপ গুরু হয়, ব্রহ্মপদ যেহেতু নির্গুণ অর্থাৎ গুণহীন, অতএব সে তদ্রূপ গুরু হয় না। যথা ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ের আভাসাদি—কবি, আচার্য্যরূপী সগুণ ব্রহ্ম যে ভগবান্ গুরুদেবের শ্রীচরণ-প্রসাদে ভাবসিন্ধুর মহোর্ম্মিময় উচ্ছ্বাসপঞ্চক সমাপ্ত করিয়া প্রলয়-প্লাবনময় ষষ্ঠোচ্ছ্বাসের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উহারই নির্ব্বিঘ্নে সুখে সমাপন জন্য সেই অভীষ্টদেবগুরুপদের সর্ব্বোৎকর্ষতা-সংসূচনমুখে রত্নাকর-দস্যুর বাল্মীকিভাবসংঘটনরূপ বস্তুনির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণ ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ-প্রস্তাবে যথা প্রভৃতি শ্লোকত্রয়ে নির্ব্বাহ করিলেন। যে গুরুসম্বন্ধি রামপদ

গুরু যথা গুরুপদ মহাগুণান্বিত,
ব্রহ্মপদ তথা নয়, — গুণবিবর্জ্জিত ;
কেবল যুক্তির মুখে সিদ্ধ ব্রহ্মপদ,
গুরুপদ হৃদাদিতে * সেবার আস্পদ ;
এ হেতু সন্তাপহর, মানসরঞ্জন,
সুশীতল; স্নেহময়, সুখবিবর্দ্ধন,
চারু গুরুপদপদ্মে মন পদে পদে,
সুখে নিষ্ঠ † থাকে যেন ভ্রমরের পদে :
রত্নাকর দস্যুবর দ্বিজের তনয়,
গুরুর যে রামপদে লইয়া আশ্রয়,
হেলায় মহর্ষিপদে করি অধিষ্ঠান,
হ'য়েছেন কবীশ্বর বিশ্বসমপ্রাণ ‡।
গুণক্ষোভ-বিধায়ক কাল-মহোদধি, §

হইতে দস্যুপ্রবর রত্নাকরের বাল্মীকিসংজ্ঞিত মহর্ষিভাব সজ্যটিত হয়. এই (রামপদের)রাম এই বিভক্ত্যন্ত শব্দের বা রমণীয় চরণের মাহাত্ম্য.ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বাল্মীকি, বিধাতা ও নারদের মুখে বংশহরূপে প্রকাশ পাইবে। ভাব অর্থাৎ দেববিষয়া রতি, এই গ্রন্থ যে সেই ভাবেরই নিকুঞ্জরূপ, গুরু-সম্বন্ধি রামপদ হইতে তাহাই সপ্রমাণ করা বর্ত্তমান ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ-সন্দর্ভের অভিপ্রেত।

* (হৃদাদিতে) হৃদয়প্রভৃতি অঙ্গসমূহ দ্বারা। † (লীন) পাঠান্তর।

‡ (বিশ্বসমপ্রাণ)ব্রহ্মাণ্ডের সখা—"সমপ্রাণঃ সখা মতঃ" যিনি দস্যুপ্রবর নরঘাতক ছিলেন, তিনি রামপদে আশ্রয় লইবার গুণে বিশ্বসমপ্রাণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীবের প্রাণকে আত্ম-প্রাণ-তুল্য-বোধ-করণ-ক্ষম হইয়াছেন।

§ (গুণক্ষোভ-বিধায়ক) গুণের চঞ্চলতার জনক, গুণ—সত্ত্বরজস্তমোময়, এই গুণত্রয় অপৃথগ্‌ভাবে একত্র মিলিত থাকিলে তাহাকে গুণের সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি বলে ; কাল হইতে গুণত্রয়ের উক্ত সাম্যাবস্থার ভঙ্গ হয়, এই-জন্য শাস্ত্রে "গুণক্ষোভকরঃ" বলিয়া কালের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণে নির্দ্দিষ্ট (কাল-মহোদধি) কালরূপ মহাসমুদ্র।

যাঁহার শাসনক্রমে বহে নিরবধি, *
দেখাইয়া নানাকারে নীতি-সুকৌশল,
প্রকাশিয়া শৌর্য্য, বীর্য্য, তীব্র বুদ্ধি-বল,
অলৌকিক বিভু-ভাব আশ্রয় করিয়া,
দৈত্য-নাশে ধরা-ভার সমূলে হরিয়া,
পুণ্য-সৌরতেজঃপুঞ্জ সত্যধর্ম্মাচার,
ভারত-গগনে পুনঃ করিয়া বিস্তার,
কৌরব সমর-শেষে সাম্রাজ্য-সম্পদে,
ধর্ম্মরাজে প্রতিষ্ঠিত হেরি নিরাপদে,
স্বকুল নির্ম্মূল জানি সেই ভগবান্,
কৃষ্ণচন্দ্র নিজ ধামে করেন প্রস্থান।
কৃষ্ণচন্দ্রময়প্রাণ রাজা যুধিষ্ঠির,
নিদারুণ শোকে হ'য়ে বিষম অস্থির,
কলিপ্রবর্ত্তনকাল বুঝি সমাগত,
সম্পাদিয়া আপনার কৃত্য শেষ † যত,
পরীক্ষিতে অভিষিক্ত করি রাজাসনে,
ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে ল'য়ে যাজ্ঞসেনী সনে,
ছিন্ন করি রাজ্যাদির মমতাবন্ধন,
মহাপথ-প্রস্থানেতে ‡ নির্গত যখন,

* যে কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনক্রমে নিরবধি বহে।
† (কৃত্য-শেষ) কর্ত্তব্য কার্য্যের অবশিষ্টাংশ।
‡ (মহাপথ-প্রস্থানেতে) হিমালয়ের উত্তরস্থ স্বর্গারোহণ-পথ-যাত্রাতে।

পেয়ে প্রাণসম পঞ্চ-পাণ্ডবের শোক,
প্রজাপুঞ্জ দেখে ধরা শূন্য নিরালোক ;
ধন, জন, জায়া, সুত, গৃহাদি-বিষয়ে,
বিন্দুমাত্র প্রীতি কেহ না পায় হৃদয়ে ;
সহজ-শ্যামল-কান্তি সুন্দর গগন,
ঘনাঞ্জনে লিপ্ত যেন করে বিলোকন ;
পুষ্পিত পাদপ হ'তে ঝরে পুষ্পচয়,
প্রকৃতির অশ্রুবৃষ্টি মনে ভাবি লয় ;
শোকবিকলিত চিত্তে চিন্তে বারংবার,
শোকময় উপাদানে রচিত সংসার ;
মনোরম নহে আর রম্য বস্তু যত,
প্রিয় প্রাণে বোধ করে যেন শল্যমত ;
প্রিয়-বিরহ-বিষাদে বিষণ্ণ-বদন,
শান্তিশূন্য, চলচিত্ত, শোচ্যদরশন,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ শোকাকুল সবে,
অশ্রুপ্রপূরিত নেত্রে কাঁদিছে নীরবে।

স্বভাবতঃ পর-হিত-ব্রত-পরায়ণ,
হরি-ভাব-ভাবনাশ্রু-বিধৌত-নয়ন,
ভক্তবৃন্দ-শিরোমণি, ভাবুক-প্রবর,
ললিত-পলিত-সঙ্গ-শুভ্র-কলেবর, *
ত্যজিয়া বিষয়াস্বাদ আপাতমধুর,
শব্দ-ব্রহ্ম হরিনামাস্বাদ-সুচতুর,

* (ললিত-পলিত-সঙ্গ-শুভ্র-কলেবর) বার্দ্ধক্য-হেতু সুন্দর কেশাদির শুক্লতার মিলনে যাঁহার দেহ শ্বেতবর্ণ হইয়াছে।

প্রশান্ত মোহন-মূর্ত্তি, দেবর্ষি-প্রধান,
নারদ, ব্রহ্মার পুত্র, কল্যাণ-নিধান,
এই কালে বৃদ্ধ-বর যাদৃচ্ছিক গতি,
বিশ্বের কল্যাণমাত্র সংসাধন-মতি,
গুণময়ী বীণা ল'য়ে নিজ বাম করে,
ত্রিতাপ-তাপিত জীবে রঞ্জিবার তরে,
বুঝি সার জন্মীদের দুর্দ্দৈব-শমন,
শুদ্ধ এক হরিগুণ-সঙ্গীত-শ্রবণ,
তন্ত্রী-সহযোগে মূর্চ্ছি নামগুণগান,
শোকাতুর প্রজাপুঞ্জে করি শান্তিদান,
ভাবাবেশে ভোর হ'য়ে ভ্রমি নানা দেশ,
ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন শেষ।
দেখিলেন তথা গিয়া তাপস-প্রধান,
ব্রহ্মলোক সভাগৃহ চারু শোভমান,
নবীন-সৌর-কিরণ বিদির ছটায়,
অনূরুর সমুদয়ে * পূর্ব্বাকাশ প্রায় ;
সভাগৃহে দিব্যাসনে পূর্ণানন্দে বসি,
পূর্ণভাসে রাকাকাশে † যেন পূর্ণশশী,
শোভিছেন পদ্মযোনি পরম সুন্দর ;
মার্কণ্ডেয়-আদি যত মুনির নিকর,

* (অনূরুর সমুদয়ে) অরুণের সম্যক্ উদয়ে।
† (রাকাকাশে) পূর্ণিমার গগনে।

করিছে তাঁহায় স্তুতি রচি নানাছন্দে,
ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে পরম আনন্দে;
মূর্ত্তিমতী নানাশ্রুতি ভাবেতে ভরিয়া, *
চতুর্ম্মুখে † স্তব করে চৌদিকে ঘেরিয়া;
বিভোর বিধাতা পরানন্দে ‡ ভগবান্,
এইমতে সত্যলোকে সুখে শোভমান।
বৈষ্ণবের চূড়ারত্ন দেব তপোধন,
দেবর্ষি নারদ তাঁরে করি দরশন,
দণ্ডবত হয়ে মুনি পিতার চরণে,
প্রণমিয়া করযোড়ে প্রফুল্লবদনে,
আনন্দবিকলচিত্ত, পুলকিতকায়,
উল্লুণ্ঠিত দেহে পাড়ি প্রজাপতি-পায়,
করেন বিবিধ স্তব মধুর বচনে;—
প্রণমি তোমায় পিতঃ! সকল ভুবনে,
তুমি একমাত্র গতি, প্রভু সবাকার,
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, লয়ের-আধার,
প্রণবস্বরূপ তুমি, পুরুষপ্রধান,
অক্ষয় সংসার-বীজ, নিখিল-নিধান; §

* (ভাবেতে ভরিয়া) ভাব—দেবাদিবিষয়া রতি, তাহাতে পূর্ণ করিয়া।

† (চতুর্ম্মুখে) ব্রহ্মাকে।

‡ (পরানন্দে) শ্রেষ্ঠানন্দে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে; বিধাতার শক্তিসমূহকে দুইটী প্রধানভাগে বিভক্ত করিলে মলিনা শক্তিটার নাম মায়া ও শুদ্ধটীর পরাখ্যা কল্পিত হয়, পরা—শুদ্ধশক্তি, তজ্জনিত আনন্দে।

§ (নিখিল-নিধান) সমস্তের আধার।

সাংখ্য-যোগ, ক্রিয়া-যোগ, * তপস্যা সকল,
তোমার প্রাপ্তির মাত্র বিবিধ কৌশল ;
চারি মুখে চতুর্ব্বেদ করিয়া প্রচার,
প্রবল রেখেছ তুমি বৈদিক আচার ;
সকলের পিতামাতা, পিতামহ তুমি,
তুমি স্বর্গ, রসাতল, তুমি মর্ত্ত্যভূমি,
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, সৃষ্টির কারণ,
তুমিই পরমা-পর-পুরুষ-রতন ;
তোমায় মনের সাধ সদা স্তুতি করে,
কিন্তু তুমি বাঙ্মনের আছ অগোচরে,
দেশকালে কে করিবে তব নিরূপণ ?
অনাদি সর্ব্বাদি তুমি অনাদ্যন্ত ধন ;
হিরণ্যগর্ভ তোমার সূক্ষ্ম কলেবর,
বিরাট্ পীবররূপ অতি মনোহর ;
এই দুই দেহ হ'তে বিলক্ষণরূপ, †
চৈতন্য তোমার হয় অব্যক্ত স্বরূপ,
যোগেও দুর্লভ যাহা, অক্ষগম্য নয়,
অস্তীতিমাত্রেতে বেদে যার পরিচয়, ‡

* (সাংখ্যযোগ) জ্ঞানযোগ, (ক্রিয়াযোগ) জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্মযোগ।

† (বিলক্ষণরূপ) বিভিন্নপ্রকার।

‡ (অক্ষগম্য) ইন্দ্রিয়ের বিষয়, (অস্তীতিমাত্রেতে বেদে যার পরিচয়) অস্তিত্বমাত্রে যার পরিচয়, জানা শুনা।

এ হেন স্বরূপ যাঁর, সেরূপ তোমারে,
কেমনে মাদৃশ চিত্ত বুঝিবারে পারে?
বুদ্ধ্যাদি জড়ের সাক্ষী, বুদ্ধ্যাদি-বিদূর,
নির্ব্বিকল্প তুমি বিভু, অদ্বয়-ঠাকুর; *
অখিলের আত্মা তুমি, সদা নির্ব্বিকার,
তোমাতে সংসার-দৃষ্টি ভ্রমমূলাধার;
বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব † করি অনুমান,
ব্রহ্মশব্দে ভাষে তোমা যত জ্ঞানবান্;
সুখে সাধনের হেতু করি নিরূপণ,
অমূর্ত্ত্য তোমার মূর্ত্তি শাস্ত্রাদি-গঠন; ‡
সাধু-সাধুশাস্ত্রকথা আর অনুমানে, §
শুনিয়াছি তব রূপ যেরূপ বাখানে,—
সকল লিঙ্গদেহের সমষ্টিস্বরূপ,
হিরণ্যগর্ভ তোমার সূক্ষ্ম দেহরূপ;
সকল স্থূলসমষ্টি বিরাট্-আকার,
ধ্যানের বিষয় উহা, সিদ্ধি-মূলাধার; ¶

* (নির্ব্বিকল্প) বিশেষ্য-বিশেষণতা-সম্বন্ধশূন্য, (অদ্বয়-ঠাকুর) অদ্বিতীয় দেবতা।

† (বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব) প্রকাণ্ডতা ও বর্দ্ধনশীলত্ব।

‡ অমূর্ত্ত্য ইত্যাদি—তুমি (অমূর্ত্ত্য) নিরাকার, সুখসাধন-জন্য তোমার (মূর্ত্তি) আকৃতি, (শাস্ত্রাদি-গঠন) শাস্ত্রপ্রভৃতির কল্পনা।

§ (অনুমানে) ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপক-বস্তু-নিশ্চয়াত্মক প্রমাণবিশেষ দ্বারা, অথবা অনুমান—যুক্তি।

¶ (উহা) ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি, (ধ্যানের বিষয়) চিন্তা করিবার পদার্থ, (সিদ্ধি-মূলাধার) অণিমাদি-সিদ্ধি-লাভের মূলক্ষেত্র।

ভূত, ভব্য, ভাব্য, সর্ব্ব বিশ্ব চরাচর,
বিরাট্‌স্বরূপে দেখে ধ্যানসিদ্ধ নর; *
মহত্তত্ত্ব বিরাটের বাহ্য আবরণ,
অহঙ্কার আবরণ দ্বিতীয় গঠন, †
তাহার অন্তরে ব্যোম, বায়ু তদন্তরে,
বায়ু মধ্যে তেজঃ, জল তাহার ভিতরে,
জলমধ্যে ধরণী সপ্তম আবরণ,
ধরণীর তেজে জন্মে অণ্ডের গঠন,
অণ্ডমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন প্রকাশে; ‡
বিরাজ পুরুষরূপে বিরাজ স্বভাসে;
তোমার সঙ্কল্পে হয় উহার জনন, §
দ্বিদলেতে এই মূর্ত্তি ধারণার ধন;
সকল-কৈবল্য তুমি, ভুবননিচয় ¶
তব দেহে বক্ষ্যমাণ অবয়বময়;
পাতাল তোমার হয় শ্রীচরণতল,
পার্ষ্ণি ও প্রপদ‖রূপে শোভে রসাতল,

* (ধ্যানসিদ্ধ নর বিরাট্‌স্বরূপে) (ভূত) অতীত, (ভব্য) বর্ত্তমান, (ভাব্য) ভবিষ্যৎ, দেখিতে পায়।

† (গঠন) গড়ন, আকৃতি। ‡ (প্রকাশে) প্রকাশ দ্বারা।

§ (জনন) উৎপত্তি।

¶ (সকল-কৈবল্য) সকলের কেবলীভাব, অর্থাৎ যাহাতে একত্র সকলের সমাবেশ বা সকলের শেষ গন্তব্য সীমা, (ভুবননিচয়) ভূরাদি লোক সকল, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল—এই চতুর্দ্দশ। (অবয়বময়) অঙ্গস্বরূপ।

‖ (পার্ষ্ণি ও প্রপদ) চরণের পশ্চাৎ ও পুরোভাগ।

গুল্‌ফযুগ মহাতল, জঙ্ঘা * তলাতল,
বিশ্বমূর্ত্তে ! জানুযুগ্ম † তোমার সুতল,
বিতল, অতল উভে উরুর যুগল, ‡
অতুল্য জঘনাকার § তব মহীতল,
নভস্তল নাভিস্থল রম্যদরশন,
বিরাট্‌মূর্ত্তিতে তব কি মনোমোহন !
সর্ব্বসুখ-নিকেতন, অনন্তপ্রসার,
স্বর্গলোক উরঃস্থল শোভিছে তোমার,
সুচারু তোমার গ্রীবা মহ-অভিধান,
জনলোক বদন-মণ্ডল শোভমান,
শঙ্খদেশ ¶ তপঃ তব, সত্য শীর্ষভূমি,
এ হেন বিরাট্‌রূপী ভগবান্ তুমি ;
সুরপতি আদি যত লোকপতিগণ,
তাহারা বাহু তোমার, দিগন্ত শ্রবণ,
অশ্বিনীযুগল তব নাসিকা সুন্দর,
অনল তোমার মুখ সর্ব্বশোভাকর,
চন্দ্রমা তোমার মন, কাল-কলা ‖ যত,
নিমেষাদি দেখি তব ভ্রূভঙ্গের মত,

* (গুল্‌ফযুগ) পাদগ্রন্থিদ্বয়, (জঙ্ঘা) গুল্‌ফাবধি জানু পর্য্যন্ত।
† (জানু) উরুসন্ধি, হাঁটু।
‡ (উরুর যুগল) জানুপারভাগ দুইটী।
§ (জঘন) নিতম্বের সম্মুখভাগ।
¶ (শঙ্খদেশ) ললাট।
‖ (কালকলা) কালের অংশ।

চিত্ত তব রুদ্ররূপ, বুদ্ধি বৃহস্পতি,
অক্ষর * অপার শ্রুতি তব বাক্যততি,
দন্তালি নক্ষত্রপুঞ্জ, দংষ্ট্রাধান † যম,
সর্ব্বসংমোহিনী মায়া হাস্য মনোরম,
জ্যোতির্ম্ময় মনোহর ভুবনরঞ্জন,
ভাস্কর তোমার পিতঃ! ভাস্বর নয়ন,
অপাঙ্গবীক্ষণ সৃষ্টি অনন্তপ্রকার, ‡
ধর্ম্মরূপে শোভমান সম্মুখ তোমার,
অধর্ম্মস্বরূপে শোভে তব পৃষ্ঠদেশ,
দিবা তব উন্মেষণ, রজনী নিমেষ,
লবণাদি সপ্ত সিন্ধু তোমার উদর,
স্রোতস্বিনী নাড়ীশ্রেণী কি শোভে সুন্দর!
রেতোরূপে বিদ্যমান আসার § তোমার,
বৃক্ষ ও ওষধিবর্গ তব লোমাকার;
যে জ্ঞানের যে শক্তির নাহি মিলে সীমা,
সেই জ্ঞান সেই শক্তি তোমার মহিমা;
এইরূপ রূপে তব মনঃসঞ্চারণ
করিলে, হেলায় মুক্তি পায় নরগণ;

* (অক্ষর) যাহার ক্ষর অর্থাৎ চ্যুতি নাই, অক্ষয়, নিত্য।

† (দংষ্ট্রাধান) মাড়ি।

‡ (অপাঙ্গবীক্ষণ) চক্ষুর প্রান্তভাগে দৃষ্টিপাত, অনন্তপ্রকার সৃষ্টি তোমার অপাঙ্গবীক্ষণ।

§ (আসার) বৃষ্টিপাত।

ইহার অধিক প্রভু! নাহি কিছু আর,
বিশ্বের অব্যয় বীজ এ তনু তোমার;
চিন্তি যাহা বিগলে হৃদয় প্রেমরসে,
পুলকে শিহরে কায় অতুল হরষে;
অকামভক্তির * হয় আপনি উদ্রেক,
যার অনুধ্যান চিত্তে করিলে বারেক;
সেই এ বিরাট মূর্ত্তি, তব স্থূলকায়,
নিরন্তর মম হৃদে যেন শোভা পায়;
অথবা বিরাট্ মূর্ত্তি থাকুক এখন;—
সম্প্রতি সম্মুখে যাহা করি নিরীক্ষণ,
চারিমুখ হ'তে যার উঠি বেদধ্বনি,
মুখরিত ব্রহ্ম-লোক দিবস-রজনী,
যে বিগ্রহ অক্ষসূত্র কমণ্ডলু করে,
তাপস-প্রবর-রূপে † ভক্তমন হরে,
অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে বসি হংসাসনে,
আত্মায় নিবিষ্ট যেই আত্মানুচিন্তনে,
যাহার মোহন-করে সৃষ্ট চরাচর,
বরাভয়-দানে যাহা ব্যগ্র নিরন্তর,
যাহার বালার্কনিভ রক্তিম কিরণে,
সত্যলোক সুরঞ্জিত হয় প্রতিক্ষণে;

* (অকামভক্তির) নিষ্কাম অনুরাগের।

† (বিগ্রহ) মূর্ত্তি, (তাপসপ্রবররূপে) তপস্বিপ্রধানের শরীরে বা স্বরূপে।

প্রাতঃস্মরণীয়তম, বরণীয়-সার, *
গায়ত্রীবিবৃত তব এই যে আকার,—
মানসে ইহাই যেন থাকে সমুদিত,
হৃদয়-কমল মম করি প্রফুল্লিত ;
দিবানিশি এই মূর্ত্তি প্রেমভক্তি ক'রে,
পূজিবারে পারি যেন সুস্থির-অন্তরে ;
প্রণমি তোমায় পিতঃ ! শতদলাসন !
ও পদে পরমা প্রীতি কর বিতরণ।
নানা স্তুতি করেন নারদ এইমতে,
ধারাকারে অশ্রু ঝরে দুনয়ন হ'তে ;
বিরিঞ্চির পাদপীঠ, উভয় চরণ.
সে নয়ননীরস্রোতে হ'ল নিমগন ;
প্রেমোন্মাদে পিতার চরণতলে পড়ি,
লুণ্ঠিত-শরীরে ঋষি দেন গড়াগড়ি।
তখন কমলযোনি সজলনয়নে,
উঠিয়া আসন হতে পরমযতনে,

* গায়ত্রীব্যাখ্যানে ব্রহ্মশক্তির সহিত অভেদে ব্রহ্মার এইরূপ মূর্ত্তি বিবৃত হইয়াছে,—উহা প্রাতঃস্মরণীয়তম, প্রাতঃকালে যে সমস্ত পূজ্যপাদ দেবতা, গুরু, দ্বিজ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতির স্মরণে সমস্ত দিন সুখে অতিবাহিত হয়, ইহা তাহাদিগের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্মরণীয়, স্মরণের যোগ্য ; প্রাতঃকাল দিবাভাগের প্রারম্ভকাল," ব্রহ্মার আদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বহেতু ঐ কালে তদীয় উক্ত মূর্ত্তিই স্মরণীয়তম; (গায়ত্রীমন্ত্র) যিনি গান করেন তাঁহাকে উক্ত মন্ত্র ত্রাণ করে বলিয়া উহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে, (বরণীয়সার) জন্মমৃত্যুভীরু লোক সকল যাহার স্মরণ বা উপাসনার দ্বারা মুক্ত হইতে পারে বলিয়া যাহা বরণীয়সার অর্থাৎ সকল বরণীয়ের প্রধান।

তুলিয়া তনয়ে, বস্ত্রে বদন মুছায়ে,
স্নেহভাবে বলিলেন আসনে বসায়ে,—
কহ পুত্র! কি জিজ্ঞাস, বাঞ্ছ কোন্ বর?
বাঞ্ছা পূর্ণ করি তব, তাপসকুঞ্জর!
আজ্ঞা পেয়ে বিধাতার, ক'ন তপোধন,
শুনুন জনকদেব! মম নিবেদন;—
বিহিত নিষিদ্ধ বিধি শুভাশুভ যত,
আপনার মুখে পূর্ব্বে শুনেছি নিয়ত;
এখন শ্রোতব্যমাত্র এই বিদ্যমান,
কেমনে জীবের হ'বে কল্যাণ-বিধান?
সহজে জন্মীর ধর্ম্ম পাপপথে গতি,
অধর্ম্মে আসক্তি তার, পাপরত মতি,
তাহাতে কলির বল বৃদ্ধি পাবে যবে,
নানা ঘোরতর পাপ আচরিবে সবে;
সত্য কথা, সত্য ভাব, সত্য আচরণ,
কলির প্রভাবে সব করিবে বর্জ্জন;
আততায়ী * হ'বে লোক ত্যজি ধর্ম্ম-ভয়,
ভাবশুদ্ধি-ধর্ম্মবুদ্ধি-বিহীন-হৃদয়,
পিতৃ-মাতৃ-গুরু-বাক্য লঙ্ঘিবে সকলে,
ভুঞ্জিবে বিষম ক্লেশ কৃতকর্ম্মবলে;
সহজে বিষয়-বশ, ক্ষীণপুণ্যাচার,
পরস্পার স্ত্রী-ধন-লোলুপ এ সংসার,

* গৃহাদিতে অগ্নিদাতা, বিষপ্রয়োক্তা, শস্ত্রাঘাতোদ্যত, ধনহারী, ক্ষেত্রহারী ও দারাপহারী—এই ছয়প্রকার শত্রুকে আততায়ী বলে।

লোকলজ্জা, ধর্ম্মভয়ে হ’য়ে সুশাসিত,
সনাতন সাধুপথে রহে প্রতিষ্ঠিত ;
সেই লোকলজ্জা আর সেই ধর্ম্ম-ভয়,
দুষ্ট প্রবৃত্তির বশে ঘুচিবে নিশ্চয় ;
বর্ণাশ্রম, লোকস্থিতি লঙ্ঘি * নর-গণ,
কুপথে প্রবৃত্তিবশে করিবে গমন ;
দয়াদিলক্ষণ ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুগ নীতি,
সভ্যতা-ভব্যতা-মুখ সুসমাজ-রীতি,
বর্ণাশ্রম-মূল পুণ্য-কর্ম্ম সমুদয়,
ক্রমশঃ হইয়া ক্ষীণ পাইলে বিলয়,—
নাবিক-বিহীন নৌকা লইয়া পবন,
অগাধ সাগর-গর্ভে ডুবায় যেমন,
বর্ণাচার-লোকস্থিতি-হীন নরে ল’য়ে,
তেমতি ডুবাবে কলি অতল নিরয়ে ;
তথাপি না হবে তায় চেতনা-সঞ্চার,
প্রবল হইলে কলি-ধৃষ্ট-দুরাচার ; †
অনিত্য ভঙ্গুর দেহে নিত্য করি জ্ঞান,
দৈহিক আরাম লাভে থাকি যতমান,
নাস্তিক দাম্ভিক শঠ পশুসম-মতি,
স্বেচ্ছাচারী হবে কত সাধুর সন্ততি ;

* (ভাঙ্গি) পাঠান্তর।

† (কলি-ধৃষ্ট-দুরাচার) কলির প্রগল্ভ দুর্ব্যবহার।

জাতিধর্ম্ম পরিহরি ব্রাহ্মণ-নিকর,
সেবাধর্ম্ম-লাভে হবে ব্যগ্র নিরন্তর,
জপ, হোম, স্বাধ্যায়াদি কর্ম্ম সমুদয়,
যজমান-বঞ্চনায় হইবে আলয় ;
জ্ঞানপ্রাপ্তি-জন্য নয়, ধনার্জ্জন-তরে,
বিজাতীয় বিদ্যা সবে শিখিবে আদরে,
সে বিদ্যার অহঙ্কার বাড়িবে বা কত,
বিদ্যা-মদে হবে নর মদমত্ত-মত ;
যজ্ঞসূত্র মাত্রে রবে ব্রাহ্মণলক্ষণ,
আচারে কলির দ্বিজ শূদ্রের মতন,
শূদ্রে লবে পরধর্ম্ম পর দ্বিজাচার,
বিষম বিচিত্র ঘোর কলি-ব্যবহার ;
স্নুষায় করিবে দ্রোহ শ্বশুরের সনে,
পতিকে কিঙ্কর, পত্নী ভাবিবেক মনে,
পতির আদেশমাত্র না মানিবে কভু,
করিবে উহায় দাস, নিজে হবে প্রভু,
সীতা, সতী, সাবিত্রী প্রভৃতি-কৃতাচার,
ভাবিবেক কুসংস্কার-পরিপাকাকার,
ভক্ষ্য-পেয়-অগ্রভাগ অগ্রে নিজে লবে,
প্রসাদলাভের মাত্র পাত্র পতি হ'বে,
এইমত ভ্রষ্টাচার হবে নারীগণ,
করিবে স্বেচ্ছায় ছিন্ন আশ্রম-বন্ধন ;
প্রবল কলির নর কামের কিঙ্কর,
নারীর পূজায় রত রহি নিরন্তর,

অনাহারে জনকাদি মান্য গুরুগণে,
মরিলেও মুখ-পানে চাবে না যতনে ;
নরনারী স্বেচ্ছাচারী হবে এইমত,
উচ্ছৃঙ্খলভাবে কার্য্য করিবে নিয়ত ;
সঙ্করের স্রোত তবে বহিবে ধরায়,
পূজ্য আর্য্যভূমি হবে ম্লেচ্ছ-দেশ প্রায় ;
স্বাহা-স্বধা-নমো*-মুখ ত্যাগার্থ-বচন,
যজ্ঞসহ লুপ্ত সব হবে যে তখন,
শ্রাদ্ধতর্পণাদিলোপে পিতৃগণ যত,
পতিত হবেন লুপ্ত-বংশধর-মত ;
যজ্ঞহীন ম্লেচ্ছদেশে দেবতা-সঞ্চার
না রহিবে, আর্য্যানার্য্য হবে একাকার,
দেবতা-সঞ্চার যদি লুপ্ত হ'য়ে যায়,
লোকালয় হবে তবে প্রেতপুরীপ্রায় ; †-
এইরূপ নানারূপ চিন্তি নিরন্তর,
বিষম আকুল পিতঃ ! হ'য়েছে অন্তর ;
নষ্টমতি, ভ্রষ্টশীল মূঢ় জন্তুগণ,
ঘোর পাপানল-জ্বালা স'বে অনুক্ষণ,
তাহাদের ভাবী দশা ভাবি কাঁদে প্রাণ,
কেমনে উহারা ভাবি পাবে পরিত্রাণ ;

* (স্বাহা) দ্বিজদিগের দেবাদিকে হব্যদানের মন্ত্র, (স্বধা) দ্বিজদিগের পিতৃপুরুষদিগকে কব্যদানের মন্ত্র, (নমঃ) সর্ব্বসাধারণের দ্রব্যাদির উৎসর্গবোধক মন্ত্র।

† (প্রেতপুরীপ্রায়) পিশাচভবনসদৃশ বা পিশাচনগরীর সমান।

সকল জানেন, নিজে বিধাতা সবার,
করুন কলির জীবে করুণা-বিস্তার,
তাহাদের উদ্ধারের বলুন উপায়,
দুরন্ত নরক পাপী * তরিবে যাহায়।

শ্রুত্বাত্মজেন গদিতামিতি কাতরোক্তিং
গম্ভীরধীরঘনগর্জ্জিতবন্ময়ূরম্।
সন্তোষয়ন্ সুতমনঃ সুগভীরবাচা
বাগামৃতং ঘনসমানবিধির্ব্যকারীৎ॥

নারদের কথা শুনি শতপত্রাসন,
ময়ূরে নীরদ-ধীর†-গভীর-গর্জ্জন
তোষে যথা, পুত্রচিত্ত তথা সন্তোষিয়া,
মনোহর সুগম্ভীর বচন কহিয়া,
যেমতে অম্বুদ করে অমৃত-বর্ষণ,
লাগিলেন ভাবামৃত করিতে সেচন;
যাচিত নীরদামৃতধারা করি পান,
জুড়ায় যথা তৃষিত চাতকের প্রাণ,
ঋষির তৃষিত প্রাণে পড়ি সেপ্রকার,
জুড়াতে লাগিল তায় ভাব-সুধাসার‡।
সুপ্রসন্ন চারি মুখে পুত্রে প্রশংসিয়া,
কহিলেন পদ্মযোনি যত্নে সম্ভাষিয়া,—

* (সবে) পাঠান্তর। † (ধীর) মনোহর।

‡ (তৃষিত প্রাণে) তৃষ্ণাযুক্ত প্রাণে, তৃষ্ণা প্রাণের ধর্ম্ম, (ভাব-সুধাসার) বিধাতার অভিপ্রায়রূপ অমৃতের বৃষ্টিপাত।

উত্তম জিজ্ঞাসা তুমি করেছ কুমার !
কলি-কল্মষ-কাতর জীবের নিস্তার
কেমনে হইবে, কহি কর অবধান ;
ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, সর্ব্বপুরাণপ্রধান,
তার মাঝে (রত্নাকরে সার রত্ন যথা),
সর্ব্বোত্তম রত্ন আছে রামায়ণ-কথা,
অধ্যাত্মসংজ্ঞিত উহা সুধাতিমধুর,
রসময় সাররস-পান সুচতুর ; *
জীব-গুরু বিভু শিব নিজে করি পান,
স্নেহে দেব পার্ব্বতীকে করেন প্রদান,
পরমা প্রকৃতি সতী নিজ-শ্রুতি-মুখে,
রসযোগে † সেই রস পান করি সুখে,
শিবলোকে সদানন্দে আনন্দিত হ'য়ে,
আছেন অনন্ত কাল শিবে সঙ্গে লয়ে ;
দম্পতি-হৃদয়ে নাই আনন্দের সীমা,
অধ্যাত্মরাম-তত্ত্বের এরূপ মহিমা ;
জীব-শুভাদৃষ্ট-শক্তি সেই সুধাসার,
রামতত্ত্ব মর্ত্ত্যে যবে করিবে বিস্তার,
যত্নে লোকে লইলে তাহার আস্বাদন,
পাপদহন-দাহন হ'বে নির্ব্বাপণ ; ‡

---

* (রস) অর্থাৎ ব্রহ্ম, "রসো বৈ সঃ" শ্রুতি, সঃ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম, (রসঃ) রস, (ময়) স্বরূপ, (রসময়) ব্রহ্মময়, (সাররস) শ্রেষ্ঠরস, প্রধান আস্বাদ্য দ্রব, তৎপানবিষয়ে সুদক্ষ, ব্রহ্মময় প্রধান আস্বাদ্য দ্রব-পান-সুদক্ষ ।

† (রসযোগে) অনুরাগের সহিত ; (পতিমুখে) পাঠান্তর ।

‡ (পাপদহন-দাহন) পাপরূপ অগ্নির সন্তাপ, (নির্ব্বাপণ) নির্ব্বাণ ।

প্রবল কলির গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'বে,
স্বর্গের সুরত্ব পা'বে মর্ত্ত্যের মানবে।
পরদুঃখ সহিতে না পার পুত্রধন!
সুখী দেখিবারে সবে বাঞ্ছ অনুক্ষণ,
ত্বদীয় বাঞ্ছিত-বৃক্ষ * ফলি' সে সময়,
সকলে করিবে সুখী সদানন্দময়।
শ্রীরামচরিত-কথা সান্দ্র-মধূপম, †
অধ্যাত্মবিবৃতি তায় সুধাদ্রবসম;
মধু সুধা উভে মিলি, কি এক বিশেষ
মহিমা-সামর্থ্য ধরে অদ্ভুতের শেষ;
তা হ'তে আনন্দধারা ঝরি অবিরাম,
করিবে স্ববলে বিশ্ব সদানন্দ-ধাম;
রামকথা-গুহ্য-তত্ত্ব উহা প্রকাশিবে,
পুণ্যজলে পাপপঙ্ক সদা প্রক্ষালিবে।
যাবৎ অধ্যাত্ম-কথা ‡ ধরণীমণ্ডলে
সুবিস্তৃত না হইবে, তাবৎ সকলে
যমভয়ে থাকিবে সতত কম্পমান,
তাবৎ না ল'বে লোকে শাস্ত্রের প্রমাণ,
শাস্ত্রে শাস্ত্রে ঘটিবে তাবৎ বিসংবাদ,
তাবৎ জন্মিবে ভ্রান্তি মতির প্রমাদ,

* (ত্বদীয় বাঞ্ছিত-বৃক্ষ) তোমার বাঞ্ছাতরু।
† (সান্দ্র-মধূপম) ঘন মকরন্দতুল্য।
‡ (অধ্যাত্ম-কথা) অধ্যাত্ম-রামকথা অর্থাৎ অধ্যাত্ম-রামায়ণ।

তাবৎ রামস্বরূপ দুর্ব্বোধ রহিবে,
প্রবল সংশয়-স্রোত সবলে বহিবে,
ব্রহ্মহত্যা পুরঃসর পাতকনিচয়,
তাবৎ ধরার মাঝে লভিবে বিজয়,
অশান্তির আধিপত্য থাকিবে তাবৎ,
রামায়ণতত্ত্ব নরে না পাবে যাবৎ;
যাবৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রীরামচরিত,
ধরাকাশে ভানুভাসে না হবে উদিত,
মায়াবৃতি-হেন নৈশ-হিমিকাবরণ, *
তাবৎ বিজ্ঞান-দৃষ্টি করিবে হরণ;
মিথ্যাদৃষ্টি সেইরূপ কলি-কদাচার
সমস্ত ভূতলে বল করিবে বিস্তার।
কি আর বলিব, ঋষে! সার জেনো তুমি,
অধ্যাত্ম শ্রীরামরত্ন সর্ব্বরত্নভূমি;
না দেখি অপর কিছু ত্রিলোকীতে আর,
আনন্দ-সাধন † বস্তু ইহা যেপ্রকার;
যখন ইহায় কণ্ঠে ধরিবে সকলে,
সাজিবে তখনি ধরা বসুন্ধরা ‡ ব'লে;

* (মায়াবৃতি) মায়ার আবরণ, (নৈশ-হিমিকাবরণ) রাত্রিকালীন কুজ্ঝটিকাবরোধ।

† (ত্রাণের প্রধান) পাঠান্তর।

‡ (বসুন্ধরা) বসুমতী, পৃথিবী, (বসু) রত্ন যে রত্ন ধরে তাহাকে বসুন্ধরা বলে, পৃথিবী বসুন্ধরা না হইলে পৃথিবীস্থ সকলের কণ্ঠেই রত্নধারণ সম্ভবে না, আর সকলে কণ্ঠে রত্ন ধারণ করিতে না পারিলেও পৃথিবীর বসুন্ধরা নাম সাজে না, এইজন্য উল্লিখিত হইয়াছে "সাজিবে" ইত্যাদি।

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, আগম শত শত,
নানা ইতিহাসকথা, শাস্ত্র শুনি (আছে) যত,
অধ্যাত্মরামকথার কভু কলালবে,
তুলনা তাহার কার কিছু না সম্ভবে ; *
অধ্যাত্মরামচরিত সর্ব্বরত্ন-খনি,
সর্ব্বকামফলপ্রদ ইষ্টচিন্তামণি, †
গৃহীর সর্ব্বস্ব উহা, যতীর জীবন,
মুমুক্ষুর মুক্তিমার্গ, ভিক্ষুকের ধন ;
যোগেশ্বর মহাদেব দেব দিগম্বর,
এই তত্ত্ব লয়ে প্রভু মত্ত নিরন্তর,
শিবলোকে বসি সদা অপর্ণার সনে,
রামতত্ত্বরসাস্বাদ করেন যতনে ;
মুমুক্ষু ভক্তেরে তথা কৃপা-পারাবার,
তারকব্রহ্ম-বাচক শব্দব্রহ্ম-সার,
"তত্ত্বমসি"-বাক্য-লক্ষ্য জীবত্ব-বিশ্রাম, ‡

* (কলালবে) অংশলেশে, অধ্যাত্মরামকথার অংশলেশে (তাহার কার) সেই সকল ইতিহাসাদি শাস্ত্রের কাহারও কিছুমাত্র তুলনা কখনও সম্ভবে না।

† (সর্ব্বকামফলপ্রদ) সকলপ্রকার কামনা-ফলপ্রদানকারী বা সকলের বাঞ্ছিতার্থপ্রদ, (ইষ্টচিন্তামণি) বাঞ্ছিতফলপ্রদ মণিবিশেষ।

‡ (অপর্ণার সনে) জননী পার্ব্বতীর সহিত ; অপর্ণা—(পর্ণ) পত্র, যিনি পত্রভক্ষণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায় তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে অপর্ণা নামে আহ্বান করিলেন ; বৃক্ষ হইতে বিশুষ্ক স্বয়ং পতিত পত্র ভক্ষণ তপস্যার পরমতম সাধন, পরাকাষ্ঠা, পার্ব্বতী শিবকে পতি পাইবার মানসে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই স্বয়ং বিশীর্ণ গলিত ক্রমপত্র ভক্ষণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। তত্ত্বমসি বাক্যের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জীবত্বের বিশ্রাম যাহা হইতে হয়, এরূপ পূর্ণব্রহ্মনাম ইত্যাদি।

শ্রীরাম-তারণমন্ত্র * শ্রবণাভিরাম,
সাদরে শুনান কর্ণে কর্ণধার হ'য়ে,
শুদ্ধসত্ত্বময় বিভু করুণহৃদয়ে,
শ্রোত্রমুখে সেই সুধা মরণসময়,
পান করি হয় ভক্ত মৃত্যুঞ্জয়-ময় ;
অধ্যাত্মরামচরিতে মানসরঞ্জন,
বাল্মীকি-রাম-সংবাদে বর্ণিত যেমন,
ও নাম-মাহাত্ম্য কত কে বলিতে পারে,
কিয়ৎ উহার কহি আভাসপ্রকারে ;
শুনহ নারদ ! তুমি বুঝ তত্ত্বসার,
অধ্যাত্মরামচরিত-চিত্র কিপ্রকার ॥

সমাহিতমতির্ভূত্বা নারদঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
শ্রোতুমৈচ্ছিষ্ট রামস্য নামমাহাত্ম্যবর্ণনম্ ॥

বিধিবাক্যে রাম-নাম-মাহাত্ম্য-শ্রবণে,
উদ্যত হ'লেন ঋষি সমাহিতমনে ;
রামের নামমাহাত্ম্য অদ্ভুতের শেষ,
বিবরিতে লাগিলেন ধাতা সবিশেষ।
পিতৃসত্য-বশে রাম মাতার বচনে, †
বনযাত্রা করি সীতা-সৌমিত্রির সনে,

---

* (শ্রীরাম-তারণমন্ত্র) শ্রীরাম এই পরিত্রাণপ্রদ মন্ত্র, ইহার তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে ইহা পূর্ণব্রহ্মের নাম বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়।

† (মাতার বচনে) কেকয়ীর বাক্য ; দশরথ পুত্রস্নেহবশতঃ "রাম তুমি বনে যাও" এ কথা নিজমুখে বলিতে পারেন নাই, রাজ্যলোভে মোহিতা বিমাতা কেকয়ী তাঁহাকে পিতার সত্যানুসারে বনে যাইতে বলেন, "পিতৃ-পত্নাঃ সর্ব্বা মাতরঃ" এজন্য কেকয়ী নিতান্ত শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিলেও এখানে মাতৃশব্দে অভিহিত হইয়াছেন।

চিত্রকূটে আসি বাল্মীকির তপোবন,
দেখিলেন শোভে কিবা হৃদয় মোহন ;—
রসাল,পনস, তালী, কেশর, চম্পক,
শ্বেতাশোক, রক্তাশোক, কুরুবক, বক,
হরীতকী, কুটজ, অর্জ্জুন, আমলকী,
শিরীষ, শেফালি, কুন্দ, বট, বিভীতকী,
খর্জ্জুর, মধূক, দ্রোণ, দ্রাক্ষা, কর্ণিকার,
বদর, বন্ধূক, কূর্চ্চ, জবা নানাকার,
দেবদারু, যূথিকা, কদম্ব, বিল্ব, জাতী,
দাড়িম, লবঙ্গ, লোধ্র, রম্ভা নানাজাতি,
জয়ন্তী, তিন্তিড়ী, শিশু, কাঞ্চন, তমাল,
স্থলবারিরুহ, পূগ, পিপ্পল, পিয়াল,
মালতী, মাধবী, ভঙ্গা, কিংশুক, কেতকী,
নানাজাতি শ্বেতরক্ত পদ্ম, কুমুদ্বতী,
জ , নিম্ব, করবীর, মল্লিকা, অতসী,
শাল্মলী, ঝাবুক, এলা, ধুস্তূর, তুলসী ;—
স্থলজ জলজ যত পাদপ-বল্লরী,
চারিদিকে স্থল জল সুসজ্জিত করি,
ফল, ফুল, পত্র, ছায়া, যাহে যা জনমে,
সেই দ্রব্যে সবে মিলি অর্চ্চিছে আশ্রমে।
ক্রমে প্রবেশিয়া রাম আশ্রম-ভিতরে,
দেখিলেন ঋষিবর বসিয়া বিষ্টরে,
প্রশান্ত মোহন-কান্তি, আদ্য কবিবর,
পূর্ণিমা-নিশাঙ্কে যেন পূর্ণ-শশধর ;

সম্মুখে যাইয়া সীতা লক্ষ্মণের সনে,
নমিলেন বিভু তাঁর যুগল চরণে ;
ভার্য্যা ও অনুজ সহ রঘুবংশ-কেতু,
অধর্ম্ম-পর্ব্বতাশনি, ভবসিন্ধু-সেতু,
শ্রীরামে সহসা আসি হেরি নামবারে,
আসন ছাড়িয়া মুনি আলিঙ্গেন তাঁরে ;
আসনে বসায়ে পরে বিহিত বিধানে,
পূজিলেন জগদর্ঘ্যে * অর্ঘ্যাদিপ্রদানে ;
নানামত রসযুত স্বাদু ফল মূল,
রসনে রসনারাম, † সুধাসমতুল,—
এটী খাও, ওটী খাও, বলিয়া যতনে,
নিজ হাতে তুলি দেন শ্রীপাণ্ড-বদনে ;
ফলদানে ত্রিভুবন পালেন যে জন ;
বাল্মীক তাঁহায় ফল করান ভোজন।
তত্ত্বজ্ঞানী, কর্ম্মফলে মুক্ত ঋষিরাজ,
রামে ফল দিয়া যাহা সঞ্চিলেন আজ,
দেখি রে ! সে ফল চিত্র মূল্যবিরহিত,
রসবর্জ্জ-রসপূর তুলা-বিবর্জ্জিত ; ‡

* (জগদর্ঘ্যে) জগতের পূজনীয় রামকে।

† (রসনে) আস্বাদনে, (রসনারাম) জিহ্বার তৃপ্তিজনক।

‡ রসবর্জ্জাদি,—রামে ফল দান করিয়া যে ফল অর্থাৎ রামকে ফলদানের যে উৎপন্ন বস্তু অর্জ্জন করিলেন, সে ফল রসবর্জ্জ অর্থাৎ ফলের স্বাদ অম্ল-মধুরাদি রসে বিহীন, অথচ রসপূর রসশব্দে অনুভবানন্দময় ব্রহ্ম, অনুভবানন্দময় ব্রহ্মভাবে পরিপূর্ণ। "রসো বৈ সঃ" ইতি শ্রুতিঃ, পূর্ণানন্দময়ত্ব হেতু তিনিই রস, ইহা বেদ বলিয়াছেন।

রামের ভোজন-শেষ হইল যখন,
বাল্মীকি উভয় কর করি প্রক্ষালন,
স্বাদু-সাধু-সুধাকার স্বচ্ছ সুশীতল,
সেবার্থ দিলেন তাঁরে শুদ্ধ * গঙ্গাজল ;
অনন্তর মুনিবর হয়ে সযতন,
সীতা ও লক্ষ্মণে ফল করান ভোজন।
পানীয়-পানের শেষে রঘুবংশকেতু,
আচমন করি, লয়ে মুখশুদ্ধি-হেতু
নবীন তুলসী-দল, বসি সুখাসনে,
প্রাঞ্জলি হইয়া ধীর বিনীতবচনে,
সম্ভাষি ঋষিরে করিলেন নিবেদন,—
গুরুদেব ! † পিতৃ-সত্য-পালন-কারণ
দণ্ডকাগমন মম, সব সাবস্তর
যোগে জানিছেন মূল, কি ক'ব বিস্তর ? ‡
এখন এ কাননের যে কোন প্রদেশ
সুখ-বাসস্থান হয়, করুন নিদেশ,
সীতা সহ কিছুকাল থাকিব তথায়,
আনন্দে যাইবে দিন স্বচ্ছন্দ-দশায়।

* (পূত) পাঠান্তর।

† গুরুদেব ! ইহা ঋষি সম্বোধন অথবা গুরুদেব পিতার অঙ্গীকার-পালনার্থে।

‡ (যোগে) যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা, (জানিছেন মূল) আদি-কারণ সমস্ত সবিশেষ জানিতেছেন, আমি বাহুল্যরূপে আর কি বলিব ? (সাবস্তর) বিস্তারের সহিত, (বিস্তর) বাক্প্রপঞ্চ।

এই কথা শুনি মুনি শ্রীরাম-বদনে,
হাসিয়া উত্তর দেন স্বরূপ বচনে,—
তব অংশাকার জীব, একারণ তুমি,
সবাকার সর্ব্বোত্তম রম্য বাসভূমি,
সর্ব্বঘটে বিদ্যমান তুমিও যখন,
সকল পদার্থ তব নিবাস-সদন,
জগত্রয়-গৃহে তুমি গৃহস্থ-আকার,
এ ত গেল সাধারণ নিবাস তোমার;
থাকিবে সীতায় ল'য়ে বলিলে যখন,
বিশেষ স্থানের তরে হবে প্রয়োজন,
তাহাও নির্দ্দেশ করি, শুন শ্রীনিবাস,
সীতা সঙ্গে সুখে যথা করিবে সুবাস,—
সর্ব্বত্র ব্রহ্মসদ্ভাব যেই লক্ষ্য করি,
আত্মভাবে দেখে সবে দ্বন্দ্ব পরিহরি,
তোমায় শরণ ল'য়ে সদা তোমা ভজে,
বিষম বিষয়পঙ্কে * কভু নাহি মজে,
উভয়ের মূলাধার জানি অহঙ্কার,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখে যে বা ভস্ম আর ক্ষার,
বন্ধনের পাশদ্বয় চিত্তে স্থির করি,
শুভাশুভ পরিহরি সেবে সদা হরি,

* (বিষম বিষয়পঙ্কে) ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু স্রক্‌চন্দনবনিতাদিরূপ ঘোর কর্দ্দমে।

আমি ও আমার ভাব ঘুচিয়াছে যার,
অতএব মায়াপাশে বদ্ধ নহে আর,
রামনাম-জপে যার গাঢ় মগ্ন মন,
জ্ঞাননেত্রে রামময় দেখে ত্রিভুবন,
অসার অপর কথা করি পরিহার,
রামায়ণ-কথা শুনে শ্রবণ যাহার,
চিদানন্দ-মধু-পানে হইয়া বিভোর,
ছিন্ন করিয়াছে যে বা দৃঢ় ভব-ডোর,
সংসারের পর পার তাহার ভবন,
তদীয় অন্তর তব সুখ-নিকেতন;
যদিও সে আত্মারাম, তবু তার মতি,
তোমাতেই নিষ্ঠারতি * করিবে শ্রীপতি!
এমনি তোমার গুণ রাজীবলোচন!
তবে এস, সেই স্থান কর দরশন,
থাকিবার ইহা তব সুপ্রশস্ত ভূমি,
বাস কর এই স্থানে সীতা সহ তুমি।
এই বলি ঋষিরাজ আনন্দিতমনে,
দেখান শ্রীরামে ল'য়ে পরম যতনে,
শ্রুতিমধু রামনাম মধুর ঝঙ্কার,
করিছে ঝঙ্কৃতি-পূর্ণ যাহার মাঝার,

---

* (নিষ্ঠারতি) অহৈতুকী প্রীতি, "আত্মারামা হি মুনয়ো নির্গ্রন্থা-অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥"—ভাগবতে। মুনিরা আত্মারাম হইলেও শ্রীহরিতে অনন্যবিষয়িণী ভক্তি আচরণ করেন, হরি এবম্ভূতগুণসম্পন্ন।

রামের চরিত-মধু-রস রামায়ণ,
আপন হৃদয়-পদ্ম রুচির সদন; *
দুই চক্ষু প্রেমাশ্রু-ধারায় ভেসে যায়,
পুনরপি তপোধন কহেন তাঁহায়;
তুমি যদি থাক রাম! আছে কত স্থান,
একে একে কহি প্রভু! কর অবধান।
দেব, নর, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীটচয়,
তৃণ, গুল্ম, পর্ব্বতাদি সবে ব্রহ্মময়,
বুঝিয়া নির্ম্মল যে বা ক'রেছে অন্তর,
ব্রহ্ম হ'তে স্তম্বাবধি ভাবে না অন্তর; †
নিন্দা-স্তবে তুল্যবুদ্ধি, ত্যক্ত-দেহ-মান,
লোষ্ট্র, মণি, দুই দেখে একই সমান;
প্রিয়াপ্রিয়ে তোষ-রোষ না জানে কেমন,
দোষশূন্য সমব্রহ্মে স্থিত যার মন,
ঘুচেছে তাহার দ্বৈত দারুণ সংশয়,
স্বর্গে অধঃকৃত সেই করেছে নিশ্চয়;
তাহার হৃদয়পদ্ম প্রফুল্ল সতত,
বোধার্ককিরণকান্ত, সেই যোগ্যমত,

* (রামের চরিত-মধু-রস-রামায়ণ) বাল্মীকির হৃদয়পদ্ম হইতেই রামের চরিত-মধু-রস ধরণীতলে প্রথিত হয়, এইজন্য উক্ত হইয়াছে শ্রীরামের চরিত্র-মধু-রসের (রাম) সুন্দর (অয়ন) আশ্রয়স্থল, আপন হৃদয়-পদ্মরূপ রুচির সদন।

† (ব্রহ্ম হ'তে স্তম্বাবধি) আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত, স্তম্ব শব্দে তৃণাদিগুচ্ছ।

পবিত্র সুন্দর তব থাকিবার স্থান,
উদ্বেগের গন্ধ তথা নাই বিদ্যমান;
সীতা সনে সেই পদ্মে, শুন রঘুপতি!
সুখে বাস কর তুমি, এই মম মতি।
মায়াময় দৃশ্যচয় দেখি যেই জন,
ত্যজি সবে তোমা ভজে মুক্তির কারণ;
জন্ম, স্থিতি, পরিণতি, বৃদ্ধি, অপক্ষয়,
বিনাশ,—এ ছয় শুদ্ধ দেহধর্ম্ম হয়;
প্রাণধর্ম্ম—ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভয়াদি সকল;
সুখাসুখ আদি ধর্ম্ম বুদ্ধির কেবল;
এ হেন মাজ্জিত জ্ঞান জন্মিয়া,* যাহার
ধ'রেছে মানসভূমি নির্ম্মল আকার,
শ্রদ্ধার † আশ্রয়ে থাকি সদা স্থিরমতি,
অলেপক আত্মাতে যে'করে গাঢ়রতি,—
জানকী সহিত তুমি সম্মিলিত হ'য়ে,
সদারামে রাম! রহ তাহার হৃদয়ে;
সে তোমার, তুমি তার যতনের ধন,
অতীব সুখের হ'বে যোগ্য সংযোজন।
মায়া নামে নারী পালে জীব-বিহঙ্গমে,
কত সুখী হাস্যমুখী তাহার সঙ্গমে;

* (এ হেন মাজ্জিত জ্ঞান) যাহাতে জন্মাস্তিত্বাদি ষড়্ভাববিকার দেহের গুণ বলিয়া অনুভূত হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়াদি সকল প্রাণধর্ম্ম বলিয়া অনুভূত হয়, এবং সুখদুঃখাদিগুণ শুদ্ধ বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়, এরূপ নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া।

† (শ্রদ্ধা) গুরু-বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়।

মনে ভাবে, করিয়াছি এরে ক্রীত-দাস,
গুণে * বেঁধে রাখিয়াছি, র'বে মোর পাশ ;
নিজ হাতে নাচাইব মনের মতন,
কামমত ফল যত † করাব ভোজন ;
পাছে পাছে ফিরিবে আমার ছায়ামত,
পোষাপাখী হৃদে রাখি সুখী হ'ব কত ;
পড়াব আমার ভাষা, ধরিবে সে বুলি,
আপনার জাতি ভাষা সব যাবে ভুলি ;—
এই মত মায়া কত আশা করে মনে,
পোষা পাখী দিবে ফাঁকী না জানে স্বপনে ;
চক্ষে চক্ষে বক্ষে বালা রক্ষা করে তারে,
কোনমতে পাখী যেন পালাতে না পারে ;
শিশু সে জীব-বিহঙ্গ, মায়া-মনোরথ
পূরায়, যাবৎ নাহি জানে গম্য পথ, ‡
যাবৎ দর্শন-পটু না ফোটে নয়ন, §
যাবৎ না হয় শক্ত বৈরাগ্য-চরণ,

* (গুণে) মায়া-পক্ষে রজঃ-সত্ত্ব তমোময় প্রকৃতি-ধর্ম্মে, নারী-পক্ষে রজ্জুতে।

† (কামমত ফল যত) মায়ানুরক্তির কামের মত যত ফল ক্রোধাদি সমস্ত, নারী-পক্ষে (কামমত) ইচ্ছানুরূপ, (ফল) বৃক্ষফল।

‡ (গম্য পথ) জীবের পরমের সহিত মিলিত হইবার গুরু-প্রদর্শিত উপায়, পক্ষীর পক্ষে বিহঙ্গত্ব-হেতু তাহার গম্য পথ অনন্ত আকাশ।

§ (দর্শন-পটু) সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ, (নয়ন) জীবের তৃতীয় ললাট-নেত্র বা জ্ঞানাক্ষি, পক্ষীর পক্ষে (দর্শন-পটু নয়ন) দৃষ্টিক্ষম চক্ষু, (না ফোটে) উদ্ভিন্ন না হয়, জীবের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় উন্মীলিত না হয়।

যাবৎ বিজ্ঞানচঞ্চু * কর্ম্মঠ না হয়,
উড়িবার যাবৎ না আইসে সময়,
যাবৎ না পায় পক্ষী পক্ষে গুরুবল, †
তাবৎ মায়ার বাসে থাকে অচঞ্চল ;
সুদৃঢ় হইলে ঠোঁট, কাটি দৃঢ় পাশ,
মায়ার অন্তরে জ্বালি বিচ্ছেদ-হুতাশ, ‡
পক্ষ-গুরুবলে ভর দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে,
বেগে প্রাণপণে পাখী ওড়ে চিদাকাশে ; §
রাম রাম পরিত্রাণ হইল আমার,
'হংসঃ সোঽহং'¶ নিজরবে বলে বার বার ;
চিদাকাশে স্থিরানন্দ ধীর সমীরণ
নিরবধি বহে, পাখী করে সংসেবন ;
ক্রমে গুরুপক্ষবলে যত্নে করি ভর,

* (বিজ্ঞানচঞ্চু) বিশেষরূপজ্ঞানবিশিষ্ট চঞ্চু ; পক্ষিপক্ষে বন্ধন-কৃন্তন-জ্ঞানবিশিষ্ট ঠোঁট, জীবপক্ষে (বিজ্ঞান) শাস্ত্রশিক্ষিত জ্ঞানের অনুভূতি-রূপ চঞ্চু ।

† (পক্ষে) আপন দিকে, (গুরুবল) গুরুদত্ত শক্তি ; পক্ষীর বিষয়ে (পক্ষে) পাখাতে, (গুরুবল) অত্যধিক সামর্থ্য ।

‡ (বিচ্ছেদ হুতাশ) বিরহাগ্নি ।

§ (চিদাকাশে) জীবের পক্ষে চিৎ—চৈতন্য, অনন্তত্ব-সাম্য-নিবন্ধন তাহাতে আকাশত্বারোপ হইয়াছে ; পক্ষীর পক্ষে চিৎ—চৈতন্যের ন্যায় অনন্ত শূন্যমার্গে ।

¶ (হংসঃ সোঽহং) এই কবিতাংশে অস্ফুটভাবে প্রাণায়াম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইলে লোকে রাম রাম, দুর্গা দুর্গা, মহাভারত ইত্যাদিরূপে ভগবানের বা পবিত্রতম বস্তুদের নাম লইতে লইতে আপন দুর্দ্দৈব-শান্তিসূচক হর্ষধ্বনি প্রকাশ করে ।

উড়ি অক্ষপথ পার হয় দ্বিজবর ; *
স্বাধীনতা করি বাঞ্ছা আসি অবশেষে,
অনন্ত বিশ্রাম লভে অভিনব দেশে,
স্বারাজ্যারোহণে জীব স্বরাট্ এখানে,
পূর্ব্ব জীবভাব তার ঘোচে এই স্থানে ;
এ দেশের কিবা ভাব কার সাধ্য কহে,
মায়াগন্ধ বিন্দুমাত্র এখানে না বহে ;
এই দেশে নাই দিবা, নাই দিনমণি,
না বিরাজে দ্বিজরাজ, না রহে রজনী,
নাহি কোন চিন্তা-দ্বেষ-রাগাদি-সম্ভব,
জীবধর্ম্ম মানসিক বিকার যে সব ;
পৃথিবীর কোন বস্তু এখানে না রয়,
এক চিত্রজ্যোতির্মাত্র শুদ্ধ দৃষ্ট হয়,
পরা নামে দেবী সেই পরমের বামে,
তাঁর সনে একাকারে থাকে এই ধামে,
উহাতে প্রবেশে সেই, এখানে যে আসে,
এই সে পরম পদ ভাসে পর-ভাসে, †

---

* (অক্ষপথ) ইন্দ্রিয়বিষয় ভূমি ; পক্ষীর পক্ষে ভূ:বষ্টক বৃত্ত। (দ্বিজবর) শ্রেষ্ঠ : জীবপক্ষে "সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে" এই প্রকৃত দ্বিজের সংস্কার, স্কারাপন্ন জীবই দ্বিজবর, নতুবা সূত্রধারণমাত্রে জাতিগত উপাধিভূষিত সম্ভূত হইয়াও কেহ প্রকৃত দ্বিজবরপদ লাভ করিতে পারে না।

† এখানে যে আসে, সেই ঐ চিত্রজ্যোতিতে প্রবেশ করে, "যং প্রপ- বশন্তি," "বিশতে তদনন্তরং" ইত্যাদি বচনে শাস্ত্রে ঐ পদই হইয়া থাকে। (এই সে পরম পদ) প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পদ, (পর-ভাসে) প্রুতে, (ভাসে) প্রকাশ প্রাপ্ত হয়।

(সেই এই বিষ্ণুপদ ভাষে শাস্ত্র-ভাষে ;)* (পাঠান্তর)
ওখানে জীবের শোকে মায়া দগ্ধ হ'য়ে,
ত্যজি পূর্ব্বাকার, শুদ্ধ ভাবাকৃতি ল'য়ে,
এই দেশে ক্রমে ক্রমে হ'য়ে উপনীত,
মিশে যায় ওই চিত্রজ্যোতির সহিত ;
এই যে পরম পদ, শুন রঘুপতি !
ইহাই তোমার প্রভু ! নিয়ত বসতি ;
চিত্রজ্যোতিঃ সীতা সতী, সে পরম তুমি,
চিদাকাশানন্দ তব বিহারের ভূমি ;
মায়া, জীব তব অংশ, তুমি সর্ব্বেশ্বর,
অবতীর্ণ হইয়াছ পুরুষ-প্রবর !
কেবল মাদৃশ জনে দিতে দরশন,
ইহাই লীলার তব মুখ্য প্রয়োজন ;
রাবণবধাদি বিধি গৌণ † হেতু সব,
মুখ্য বোধ করে যত প্রাকৃত মানব।
যথায় থাকিবে এবে করি নির্ব্বাচন,
দেখাই তোমায় এস কমললোচন !
অন্নময় আদি করি কোষগুহাচয়,
আত্মাকারে সাজাইয়া তুমি গুহাশয়,

* (শাস্ত্র-ভাষে) শাস্ত্রবাক্য সেই পরম পদ এই বলে, অর্থাৎ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি বাক্য নির্দ্দেশ করে।

† (বিধি) কার্য্য, (গৌণ) অপ্রধান।

অলেপক সাক্ষিমাত্র আছ বিদ্যমান,
নির্ব্বিকার বিশ্ববীজ, বিশ্বের নিধান,—
এইরূপ দিব্যজ্ঞান উদিয়া অন্তরে,
দেখে যে তোমায় সর্ব্বকোষগুহান্তরে ;
হ'তে পারে পুত্রাদিতে ঋণের মোচন,
নহে কিন্তু শক্ত কেহ ছেদিতে বন্ধন,
আত্মা বিনা আপনার, বুঝিয়া নিশ্চয়,
আত্মশক্তিমাত্র যত্নে করিয়া আশ্রয়,
কোষ কাটি, কোষকার কীটের মতন,
যে জন পতঙ্গভাব করেছে ধারণ,
সর্ব্ববর্ণময় তার চারুবর্ণালোক *
দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ হয় সর্ব্ব লোক ;
সেই জন ভক্তি করি পরম যতনে,
রাখিবে তোমায় নিত্য বৈদেহীর সনে,
আপন হৃদয়-পদ্মে, পূজিবে আদরে,
ও দিব্য মোহনমূর্ত্তি শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভরে ;

* (কোষ কাটি) কীটপক্ষে গুটি ছিন্ন করিয়া, জীবপক্ষে অন্নময়াদি কোষ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া ; (পতঙ্গভাব) কীটপক্ষে প্রজাপতির অবস্থা, জীবপক্ষে, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষের স্বরূপত্ব ; (সর্ব্ববর্ণময়) কীট-পক্ষে শুক্ল নীল পীতাদি সমস্তবর্ণাত্মক, জীবপক্ষে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বজাত্যা-ত্মক ; (চারুবর্ণালোক) সুন্দর অভিনব বর্ণ—দীপ্তি, রঙ্গের ছটা, কীটপক্ষে ; জীবপক্ষে সর্ব্ববর্ণগত এক অভিনব বর্ণজ্যোতিঃ, যখন জীব সূর্য্য মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে, তখন তাহাতে বর্ণ অর্থাৎ কোন বিশেষ জাতি থাকে না, সর্ব্ববর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই সমস্ত জাতিই তাহাতে মিশ্রিত হইয়া এক চারু-বর্ণ-দীপ্তি প্রকাশ পায়, কোন জাতিবিশেষ লক্ষিত হয় না।

ভাবুক-হৃদয়পদ্ম-মধুপ-ভ্রমর,
রসপ্রিয়, রসময়,* তুমি রঘুবর!
তাই বলি রামচন্দ্র! মম মনে লয়,
উহাই বাসের তব সুযোগ্য নিলয়।
ধ্যানযোগে নিরবধি অভ্যাসের বলে,
স্থিরীকৃত তব মূর্ত্তি হৃদয়-কমলে,
যতনে রাখিয়া যে বা ভক্তিসমন্বিত,
পূজা করে শ্রদ্ধাভরে হয়ে সমাহিত;
লয়ে গন্ধ—মহীতত্ত্ব, কুসুম—আকাশ,
বায়ুতত্ত্ব—ধূপ, দীপ—তেজস্তত্ত্বভাস,
নৈবেদ্য—অমৃততত্ত্ব সুধাম্বুধি-সার,
নিবেদিয়া প্রীতমনে, হ'য়ে শুদ্ধাচার;
কাম ক্রোধ যজ্ঞঘাতী পশু সংহারিয়া,
বলিদানবিধি সুখে সমাপ্ত করিয়া,
সুপ্রকাশ আত্মজ্যোতিঃ-দীপ যত্নে ল'য়ে,
সম্পাদিয়া নীরাজন প্রফুল্লহৃদয়ে,
তব নামামৃতহ্রদে হ'য়ে নিমগন,
অকৈতবে তোমা করি আত্মসমর্পণ,†

* (হে রঘুবর!) রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র! তুমি ভাবুক-হৃদয়-পদ্মের (মধু) পুষ্পরস, হৃদয়পদ্ম-পক্ষে হৃদয়ের অনুরাগরূপ শ্রেষ্ঠাংশ, (-প) পানকারী, (রসপ্রিয়) অনুরাগ-লোলুপ, (রসময়) অর্থাৎ পূর্ণাস্বাদস্বরূপ, "রসো বৈ সঃ" বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত স্বাদৈকস্বরূপ বস্তু তুমি। নিগ্রন্থ হইলেও সে ব্যক্তি তোমায় যত্নে হৃদয়ে রাখিয়া পূজিবে, তুমি ইত্থম্ভূতগুণময়, ইহাই এই স্থানে বাল্মীকি ব্যক্ত করিলেন।

† অকৈতবে আত্মসমর্পণ করা, অর্থাৎ কেবল শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ইত্যাদি

সর্ব্বমতে রহে সদা তোমার অধীন,
তোমার চরণ সেবা করে নিশিদিন ;
সর্ব্বস্ব দক্ষিণা পরে দিয়া তব করে,
নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞ সমাপন করে ;
তুমি তার, সে তোমার, শুন রঘুরাজ !
সীতা সহ তার চিত্তে করহ বিরাজ ;
ওখানে থাকিলে প্রীতি পাবে নিরন্তর,
পরস্পর প্রেমে সুখী হইবে অন্তর ;
অনন্যভক্তির গম্য তুমি ভগবান্,
উহাই তোমার দেখি যোগ্য বাসস্থান ;
নিরবধি অতিচিত্র মাহাত্ম্য তোমার,
কার সাধ্য বর্ণে উহা, কহে কিপ্রকার ?
তোমার নামেও দেখি মহিমা ওরূপ,
অপ্রতিম, অলৌকিক, আশ্চর্য্যস্বরূপ ! †
অনুপম ও নামের অদ্ভুত মহিমা,
যত ভাবি, বিস্ময়ের নাহি পাই সীমা।
আসুরী প্রকৃতি পূরা আছিল আমার,
আছিলাম নরনিধে ! ঘোর দুরাচার,
পতিতপাবন শুদ্ধ রামনাম হ'তে,
ব্রহ্মর্ষি বলিয়া হই বিখ্যাত জগতে।

শব্দমাত্রে নহে, স্বরূপতঃ স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, প্রাণ প্রভৃতিতে ভগবদুদ্দেশে মমতা ত্যাগ করা, ইহাদিগের অপগমাদিতে ব্যথিত না হইয়া নির্বিকারভাবে অবস্থান করা—ইহাই অকৈতবে আত্মসমর্পণ করার প্রকৃত তাৎপর্য্য।

† হে আশ্চর্য্যস্বরূপ ! অথবা আশ্চর্য্যস্বরূপ মহিমা-পদের বিশেষণ।

পুরাতন ইতিবৃত্ত আমার যেমন,
কহি রঘুমণি! তুমি করহ শ্রবণ;
ওহে রাম! রমানাথ! তুমি বিশ্বময়,
তোমায় বলিলে উহা হবে বিশ্বময়, *
নামের আশ্চর্য্য শক্তি জানিবেক সবে,
শ্রদ্ধা করি ভক্তিযোগে রাম-নাম ল'বে,
মহা-রসায়ন নাম শ্রীরাম-তারণ,
ভব-ব্যাধি-ভীমভাব করে নিবারণ,
সে নামে তরিবে বিশ্ব, হ'ব পূর্ণকাম;
সর্ব্বত্র শুনিব রাম! গুরুদত্ত নাম;
তাই বলি শুন মম পূর্ব্ব ইতিহাস,—
কিরাতপল্লীতে ছিল আমার নিবাস;
কৌমার, বাল্য, যৌবন কিরাত-নগরে,
যাপিয়াছি মিলি নিত্য ব্যাধ-সহচরে;
নামমাত্রে দ্বিজকুলে মদীয় জনম,
আচারে ছিলাম কিন্তু শূদ্রের অধম;
কি ঘোর সংসর্গ-দোষ, অজ্ঞান-প্রতাপ,
যার বশে মানব না করে কোন্ পাপ?
মোহবশে ব্যাধজাতি-বধূদের দলে,
বহু পুত্র জন্মে মম দুরদৃষ্টফলে;
চৌর্য্যকার্য্যে শৌর্য্য বোধে মাতি বীর্য্যমদে,
কত জনে ফেলিয়াছি বিষম বিপদে;

* দ্বিতীয় বিশ্বময় শব্দে (বিশ্বময়) বিশ্বে ব্যাপ্ত, প্রথম বিশ্বময় শব্দে বিশ্বস্বরূপ বুঝাইতেছে।

দস্যুকার্য্যে করিতাম জীবিকা-অর্জ্জন,
ধনুঃশর-করে ভ্রমিতাম গিরি-বন ;
দারুণ নিষ্ঠুর হ'য়ে কৃতান্ত-সমান,
ধন হেতু অনেকের হরিয়াছি প্রাণ,
কত বার কত জনে আহত করিয়া,
তাদের সর্ব্বস্ব আমি লয়েছি হরিয়া ;
লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, দুঃখ ক্ষণেকের তরে,
উদিত না হ'ত মম নিষ্ঠুর অন্তরে ;
এইমত দুষ্ট কার্য্যে, নীচ-সহবাসে,
যাপিয়াছি বহুকাল মনের উল্লাসে।
একদা দস্যুর কার্য্য সম্পাদন-তরে,
উপস্থিত হয়ে মাত্র পর্ব্বত-প্রান্তরে,
দেখিলাম বর্ষীয়ান্ * ঋষি কয়জন,
এক সঙ্গে সেই পথে করেন গমন ;
তাঁহাদের বসনাদি দ্রব্য ল'ব ব'লে,
উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইয়া দ্রুত-বলে,
দাঁড়াও দাঁড়াও ব'লে যাইলাম কাছে,
বলিলাম, দাও সবে যাহার যা আছে ;
জিজ্ঞাসিলে ঋষিদল আমায় তখন,
আমাদের দ্রব্য তুমি ল'বে কিকারণ ?
উত্তর দিলাম, শুন তাপসনিচয় !
অতিবৃদ্ধ মাতা পিতা, বালক তনয়,

* (বর্ষীয়ান্) "বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্" নব্বই বৎসরের পর যাহার বয়স, তাহাকে বর্ষীয়ান্ বলে ; এখানে তাৎপর্য্য অতিবৃদ্ধ।

সাধ্বী স্ত্রী প্রভৃতি মম পোষ্য পরিজন,
আমায় আশ্রয় করি আছে বহুজন ;
সেই সব আশ্রিতের পোষণের তরে,
উপস্থিত হ'য়ে নিত্য পর্ব্বত-প্রান্তরে,
দস্যুতায় যাহা কিছু করি উপার্জ্জন,
তাহাতে সংসারযাত্রা হয় সম্পাদন ;
জীবিকা আমার এই, জানি মুনিচয় !
তোমাদের বসনাদি দাও সমুদয় ;
সহজে না দাও যদি, লইব সবলে,
ভাল বোধ হয় যাহা করহ সকলে।
দ্বিজবংশ-স্বভাবের ঘোর প্রতিকূল,
আমার ঈদৃশ কথা শুনি মুনিকুল,
যজ্ঞসূত্রে দ্বিজপুত্র জানিয়া আমায়,
হিতগর্ভ সানুযোগ স্নেহার্দ্র ভাষায়,
কহিলেন সম্বোধন করিয়া আমারে,—
দুর্লভ ব্রাহ্মণজন্ম লইয়া সংসারে,
কিরূপে করহ দূষ্য (অস্তে) নরক-সাধন,
নরহিংসা পাপ-পূর্ণ দস্যুতাচরণ ?
এ ঘোর পাতক কর যাদের লাগিয়া,
প্রত্যেকে তাদের গৃহে জিজ্ঞাসহ গিয়া,
তব কৃত পাতকের কিছু অংশভার,
লইতে তাদের কেহ করিলে স্বীকার,
আমাদের বসনাদি দ্রব্য সমুদয়,
স্বেচ্ছায় তোমায় দিয়া যাইব নিশ্চয় ;

এখানে আমরা সবে থাকিব তাবৎ;
ঘরে গিয়া না আসিবে জিজ্ঞাসি যাবৎ।
কি জানি সাধুবচনে আছে কি শকতি;
ঋষিদের বাক্যে হ'য়ে বিচলিতমতি,
সেই ক্ষণে গৃহে গিয়া সত্বরগমনে,
মাতা, পিতা, জায়া, সুত আদি পরিজনে,
একে একে জিজ্ঞাসিয়া ঘুচিল সন্দেহ,
জানিলাম, পাপভাগ লইবে না কেহ;
তখন সংসারে আস্থা (প্রীতি) না রহিল আর,
সহজে জন্মিয়া (উপজি) মনে বৈরাগ্যসঞ্চার,
বাটী হ'তে মুনিদের যাইয়া সকাশে,
কহিলাম ক্ষীণকণ্ঠে সকরুণভাষে;—
চ্যবনতনয় আমি, শুন ঋষিগণ!
মম কৃত পাপভাগ গ্রহণ-কারণ,
জিজ্ঞাসিয়া একে একে যত পরিজনে, *
মাতা, পিতা, জায়া, পুত্র আদি সর্ব্বজনে
নিবৃত্ত হ'য়েছে মম মনের সন্দেহ,
বুঝেছি পাপের ভাগ লইবে না কেহ;
নিজ পাপভার নিজে করিব বহন,
সুখসমভাগী মাত্র পরিজনগণ; ‡

* (পরিজনে) পরিবার মধ্যে।
† পাঠান্তর—(প্রতি জনে)।
‡ পাঠান্তর—(যত পরিজন)।

আচরি যে ঘোর পাপ যাহাদের তরে,
তারা তার ভাগগ্রহে (ল'তে) অস্বীকার করে !
আশ্চর্য্য সংসারগতি ! কি করি এখন ?
ত্রাণের কি আছে পথ, কহ মুনিগণ !
তাপসদলের জিনি সবার প্রধান,
আমার বচন শুনি হ'য়ে কৃপাবান্,
কহিলেন সম্বোধিয়া মধুরবচনে,
হিতার্থ—প্রকৃত তত্ত্ব, পরম যতনে ;—
সুখ-বোধে দুষ্ট-সঙ্গে প্রবৃত্তির বলে,
দুরাচার হইয়াছ দুরদৃষ্ট-ফলে,
নিজেই ভুঞ্জিবে তব দারুণ পাতক,
কি দোষে উহার ভাগ ল'বেন জনক ?
অপরেরা পাপভাগ ল'বে কিকারণ,
স্বকর্ম্মের ভোক্তা জীব আপনি যখন ?
এইহেতু কহি শুন, উপদেশ-সার,
যতক্ষণ শেষ শ্বাস না বহে তোমার,
ফিরাও ইহার মাঝে হৃদয়ের গতি,
সদা সাধুপথে চল, স্থির করি মতি ;
পরদুঃখে দুঃখী হও, কর পরহিত,
সঙ্গতি করহ সদা সজ্জন সহিত,
চিরাভ্যস্ত দুষ্প্রবৃত্তি দিতে বিসর্জ্জন,
গোবিন্দচরণধ্যানে হও নিমগন ;
বিনা হরিপদধ্যানে মনঃসমাধান,
দুষ্প্রবৃত্তি-বহ্নিশিখা না হয় নির্ব্বাণ,

বিষ্ণুপাদপদ্মে চিত্ত গাঢ় মগ্ন হ'লে,
নিজ হ'তে দুষ্প্রবৃত্তি দূরে যায় চলে,
কাটে তার * দুরদৃষ্ট পাতক-প্রভব,
ঘুচে যায় ঘোর মোহ দুর্বুদ্ধিসম্ভব ;
অতএব এখনও রয়েছে সময়,
যত্নে বিষ্ণুপাদপদ্ম করহ আশ্রয় ;
নতুবা জীবনদীপ নিবিবে যখন,
অন্ধকারময় যবে হেরিবে ভুবন,
তখন ত্রাণের কোন উপায় না রবে,
গভীর নিরয়পঙ্কে মগ্ন গিয়া হ'বে ;
যত্নে পাপমুক্ত করি আত্মায় যে লোক,
ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়ে যায় পরলোক,
প্রকৃত ব্রাহ্মণ সেই, তার স্থির গতি,
অনাময় ব্রহ্মলোকে নিশ্চল বসতি ;
দুরাচার আত্মঘাতী মূঢ় দ্বিজচয়, †
ভুঞ্জিবে আনন্দহীন ভীষণ নিরয় ;
তাই বলি বার বার দ্বিজাতিসন্তান !
সময় থাকিতে অগ্রে হও সাবধান ;

---

* (তার) বিষ্ণুপাদপদ্মে চিত্ত গাঢ় মগ্ন হওয়াতে।

† ব্রাহ্মণের প্রকৃত কার্য্য না করিলে কেবল জাতিমাত্রে দ্বিজ হইয়া কেহ অনাময় ব্রহ্মলোকে যাইতে সমর্থ হয় না ; (দ্বিজচয়) এখানে জাতি-মাত্রে দ্বিজত্বসম্পন্ন লোক সকল, (দুরাচার আত্মঘাতী মূঢ়) মূঢ় তাহারা, কারণ প্রকৃত স্বীয়কর্ত্তব্যবিহীন, যেহেতু দুরাচার—ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ কর্ম্ম-কারী, অতএব আত্মঘাতী—অর্থাৎ প্রকৃত-ব্রাহ্মণ্য-বিহীন অবিদ্যোপহত ইতরভাবাপন্ন, এই তাৎপর্য্য।

নর হ'য়ে দয়ামায়া বিসর্জ্জন (জলাঞ্জলি)-দানে,
নিদারুণ নরহত্যা কর কোন্ প্রাণে?
পিতা হ'য়ে, পুত্রস্নেহ বুঝিয়াও মনে,
পরের পুত্রের প্রাণ হরহ কেমনে?
তোমার কারণে দেখ, আহা! কত লোক,
জীবনে মরিয়া রহে সহি সুতশোক;
কাহার পিতায় তুমি, কাহার ভ্রাতায়,
কাহার বন্ধুজনে, কার জামাতায়,
এইরূপ অনেকের অনেক স্বজনে,
বিনাশ ক'রেছ তুচ্ছ ধনের কারণে;
স্বজনমরণে তারা কাতর-অন্তরে,
দুর্বিষহ শোকতাপ সদা সহ্য করে;
তাহাদের মনঃক্ষোভ চিন্তা করি মনে,
অদ্যাপি প্রবৃত্ত হও প্রকুতাচরণে;
অন্তরে পাইয়া তারা ঘোর পরীতাপ,
সকলে একান্তমনে দেয় অভিশাপ;*
শাপ দেয় সবে যারে, দুর্দ্দৈব তাহার
ছায়া-সম সঙ্গে সঙ্গে ফেরে অনিবার,†
অলক্ষ্মী তাহারে নাহি ত্যজে কদাচন,
নানামতে নানা দুঃখ পায় সেই জন,
বিধাতার কৃপা নাহি হয় তার প্রতি,
পদে পদে ঘটে তার দারুণ দুর্গতি;

* (অভিশাপ) অভিসম্পাত। † (অনিবার) অবিরত

পরানিষ্ট-মূলে রহে নিজের অহিত,
তবু তায় রত কেন আগ্রহ সহিত ?
হইয়া সবার মিত্র, সকলে সদয়,
যথাশক্তি কর যত্নে সুকৃতিসঞ্চয় ;
যুক্তি হেন দৃঢ়াঙ্কুশ প্রদর্শন করি,
বশ কর মনোরূপ মদমত্ত * করী ;
শুদ্ধ-দ্বিজকুলে জন্ম করেছ গ্রহণ,
কুলক্রিয়া রক্ষিবারে কর প্রাণ-পণ ;
ঘৃতাহুতি পেলে যথা পূর্ব্বাধিক-বলে
বর্দ্ধিত হইয়া বহ্নি সমধিক জ্বলে,
ভোগ্যভোগে বাসনাগ্নি দেখ সেইমত,
হইয়া বিবৃদ্ধতনু জ্বলে অবিরত ;
অতএব যুক্তিমুখে জানি মহাশন,
মহাপাপ, ক্লেশপ্রদ, তৃষ্ণাবিবর্দ্ধন,
(ভোগ্যাহুতি নিবারিয়া) ভোগপ্রবৃত্তিরে
যত্নযোগে ভস্মীভূত কর ধীরে ধীরে ;
ভোগবাঞ্ছা-নিবৃত্তিতে কত সুখোদয়,
কত স্বাধীনতা জন্মে, বুঝিবে নিশ্চয়।
ব্যালগলগত † ভেক মক্ষিকাদি-গ্রাস-
সুখাশায় করে যথা গিলিতে প্রয়াস,

* করীর পক্ষে মদ—দানবারি, মনের পক্ষে অহঙ্কার ; (মদমত্ত) দান-বারিতে বা অহঙ্কারে মত্ত।

† (ব্যালগলগত) সর্পের মুখস্থিত অর্থাৎ যে পরক্ষণেই সর্পের উদর-সাৎ হইবে।

কালমুখগত জীবে তাহার সমান,
বিষয়-সম্ভোগ-সুখে হেরি বর্তমান ;
অহরহ জীবসঙ্ঘ যায় যমালয়,
দেখেও তাহার তায় চৈতন্য না হয়,
আপনি অমর-বোধে, মোহনিদ্রা-যোগে,
স্বপ্নোপম সুখ ভুঞ্জে বিষয়সম্ভোগে,
এ হ'তে আশ্চর্য্যতর কিবা আছে আর ?
ধন্য মোহ ! ধন্য চিত্র মহিমা তাহার ;
মোহনিদ্রাবশে নর বিভোর হইয়া,
দেহাপত্য-ধন-জন-মানাদি লইয়া,
ভুঞ্জে ভবসুখ-স্বপ্ন, সত্য করি জ্ঞান ;
যদিও সে এইরূপ বিষম অজ্ঞান,
কিন্তু চিত্রশক্তিময়-কালপদক্রমে,
অদ্ভুতের শেষ, দেব কালের বিক্রমে,
দেখিতে দেখিতে তার প্রিয় বস্তুচয়, *
বিপর্য্যস্ত তথা ধ্বস্ত হয় সমুদয়, *
মায়াময়ী নিদ্রা দেয় করিয়া ভঞ্জন,
ধীরে ধীরে পায় জন্মী আপন চেতন ;
স্বস্থ হ'য়ে উঠে, কিন্তু মুহূর্ত্তেক পরে,
পুনরপি মায়া তার সে চেতন হরে,

---

* (বিপর্য্যস্ত) ওলট্ পালট্, (তথা) সেইরূপ, (ধ্বস্ত) নষ্ট, (কালপদক্রমে) কালের বিক্রমে তার প্রিয়বস্তুচয় সমগ্র বিপর্য্যস্ত তথা ধ্বস্ত হয়, মায়াময়ী নিদ্রা ভঞ্জন করিয়া দেয়, এইরূপ অন্বয় ; পদক্রমে ও বিক্রমে বিপর্য্যস্ত হয় এই স্থলে করণ কারক ও ভঞ্জন করিয়া দেয়-স্থলে কর্ত্তৃকারক।

অচেতন হ'য়ে জন্তু আবার নিদ্রায়,
নানামত স্বপ্ন কত দেখে পূর্ব্বপ্রায় ;
এইরূপ বারংবার স্বপ্ন জাগরণে,
শোক-তাপ-পরম্পরা সহে প্রতিক্ষণে ;
অঘটন ঘটনার জননীরূপিণী,
নানাচিত্রলীলাময়ী, বিশ্ববিমোহিনী,
দৈবী গুণময়ী মায়া নিজভাব দিয়া,
জীবে ল'য়ে ক্রীড়া করে সঙ্গেতে মিশিয়া ;
মায়াসহ থাকে প্রাণী বিহ্বল খেলায়,
এ দিকেতে আয়ুঃসূর্য্য ক্রমে অস্তে যায় ;
সর্ব্বদা কম্পিত মুণ্ড, দন্ত বিগলিত,
পলিতসঙ্গত গাত্র, দুর্দর্শ বলিত, *
ঘন তিমিরেতে যেন রুদ্ধ দুনয়ন,
উত্থানে সহায় যষ্টি শ্রেষ্ঠাবলম্বন,
ধৃতি, মতি, স্মৃতিশক্তি, সব লুপ্তপ্রায়,
শোচ্য জীব, তবু মুগ্ধ মায়ার খেলায় ;
অবশেষে মহানিদ্রা করি আলিঙ্গন,
ইহলোক হ'তে তারে সরায় তখন,
নষ্ট হয় শোণশুক্রসমুদ্ভব কায়,
পরলোকে যায় দেহী পরেতদশায় † (একা অসহায়) ;

---

* (পলিত-সঙ্গত) বার্দ্ধক্যহেতু কেশাদিশুক্লতামিলিত, (দুর্দর্শ) দুঃখে দর্শনীয়, (বলিত) জরাবিশ্লথচর্ম্ম ।

† (পরেতদশায়) মৃতের অবস্থায় । পরেতদশায় যদিও জীবের শোণিতশুক্রোৎপন্ন শরীর নষ্ট হয় বটে, তথাপি সে অবস্থায় লিঙ্গশরীর বর্ত্তমান থাকে ইহা বুঝাইবার জন্য (দেহী) পদের প্রয়োগ ।

পরলোকবাসে ক্রমে ভোগশেষ হ'লে,
বাসনার বশে পুন আসে ধরাতলে,
এখানে সংসারাবর্ত্তে ঘোরে পূর্ব্বমত,
যাবৎ বাসনা-রাশি না হয় নিহত,
সমূলে বাসনা-শান্তি যাবৎ না হয়,
তাবৎ সংসার তার ঘুচিবার নয় ;
আমি, তুমি, তিনি, ইনি আদি যে সকল,
নানাকার জ্ঞান, ইহা মায়ার কৌশল ;—
সখা, মিত্র, বন্ধু,* ভৃত্য, পুত্র, মাতা, পিতা,
সহোদর, সহোদরা, বল্লভ, দয়িতা,
এইরূপ নানারূপ সম্বন্ধবন্ধন,
একেশ্বরী মহামায়া করি সঙ্ঘটন,
ঊর্ণনাভ যথা নিজ তন্তুতন্তু ল'য়ে,
জড়ায় মক্ষিকাকায় যত্নমান হয়ে,
নিজ গুণ দিয়া, জীবে তেমনি জড়ায়, *
হাহাকার করে জন্মী বন্ধনদশায় ;
দ্বন্দ্বদুঃখ,† গতাগতি, মায়া-নিযন্ত্রণ—
বাসনা এ সবে মাত্র প্রধান কারণ।
অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, সর্ব্বভাবাভাব, ‡

* (সখা) সমপ্রাণ, (মিত্র) একক্রিয়াপর, (বন্ধু) নিরতিশয় দোষসহকারী।

† শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ প্রভৃতি বিরুদ্ধ যুগ্ম ; উক্ত বিরুদ্ধযুগ্মের একটীর অন্তে মনে আর একটী উপস্থিত হইয়া দুঃখ প্রদান করে, এইজন্য দ্বন্দ্বদুঃখ শব্দে অভিহিত।

‡ (অলক্ষণ) যাহার কোন লক্ষণ অর্থাৎ সূত্র কি চিহ্নাদি দ্বারা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, (সর্ব্বভাবাভাব) সর্ব্ববিধ পদার্থের অবিদ্যমানাবস্থা।

ঘোরতমোময় কোন অত্যদ্ভুত ভাব
ছিল পুরা, আছিলেন শুদ্ধ ভগবান্,
অস্তিত্ব-লক্ষণমাত্রে দেব বর্ত্তমান,
স্বরাট্, কেবলানন্দ, স্বানুভূতিময়,
অপ্রতিম, তত্ত্বাতীত, নিত্য, নিরাময়;
পরে বহু হই, এই অব্যক্ত ঈক্ষণ,
ইচ্ছাশক্তিরূপে তাঁতে পাইলে স্ফুরণ,
সুসান্দ্র সচ্চিদানন্দ ভাব হ'তে তাঁর,
অব্যক্ত বাসনাসূত্র বিশ্বমূলাধার,
কর্ম্মপ্রবর্ত্তক বীজ, কাল-সহকারে,
জন্মিয়া দেহের সৃষ্টি করে নানাকারে;
দেব, নর, তির্য্যগাদি অসংখ্যের সব,
প্রত্যেকে কর্ম্মের বশ, বাসনা-সম্ভব *
জীব, সে সকল দেহে ভোক্তৃত্বাভিমান,
অহঙ্কারে অধ্যাসিয়া,† হয়ে ক্রিয়াবান্,
রথচক্রে অর ‡ যেন, আহা! অবিরত,
বদ্ধভাবে ভবচক্রে ভ্রমেই বা কত!
ভ্রমমদে মত্ত জন্মী তত্ত্বজ্ঞান-হীন,
বাসনাবন্ধন-বদ্ধ হ'য়ে মায়াধীন,
ওঠে, পড়ে, গতাগতি করে নানাকারে,
বিষম চঞ্চল ভাবে, স্থির হ'তে নারে;

* (বাসনা-সম্ভব) বাসনা হইতে উদ্ভূত।
† (অধ্যাসিয়া) আরোপ করিয়া, (ক্রিয়াবান্) কর্ম্মশীল।
‡ (অর) চাকার পাখি।

বিষম-উন্মাদ-গ্রস্ত বাতুলের প্রায়,
কভু হাসে, কভু কাঁদে, কভু নাচে, গায় ;
তার সেই অস্থিরতা, তার গতাগতি,
তার ভ্রমমদমূল তাবৎ দুর্গতি,
বাসনাবন্ধন তার সব ঘুচে যায়,
দৈববলে যদি কভু সাধুসঙ্গ পায় ;
সজ্জনসঙ্গের হেরি মহিমা অপার,
অসার সংসারে মাত্র সাধুসঙ্গ সার,
কে জানে সাধুসঙ্গমে কত ফল ফলে,
পঙ্গুতে পর্ব্বত লঙ্ঘে সাধুসঙ্গবলে ;
অচেতন জড়পিণ্ড সামান্য পাষাণ,
অতি তুচ্ছ বস্তু যাহা লোষ্ট্রের সমান,
মহাজনে প্রতিষ্ঠিত করে যদি তায়,
ধরে উহা দেবদ্যুতি, দেবতার কায়,
তখন শক্তির তাহে নাহি থাকে সীমা,
সেই পাষাণেই বর্ত্তে অনন্ত মহিমা,
তীব্র ভক্তিযোগে লোকে প্রণমে তাহারে,
সযতনে পূজা করে নানা উপচারে,
মনোমত কত বর যাচে তার কাছে ;
সাধুর ঈহিতাসাধ্য * ধরায় কি আছে ?
সূর্য্যের মরীচিময় শক্তি-সমাশ্রয়ে,
দৃষ্টি-ভ্রম-মরীচিকা প্রাদুর্ভূত হ'য়ে,

(* ঈহিতাসাধ্য) চেষ্টার অসাধ্য।

বুদ্ধি আচ্ছাদিত করি, ভ্রান্তিতে ফেলিয়া,
ঘুরায় কুরঙ্গকুলে নানা কষ্ট দিয়া ;—
সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি-মায়ার আশ্রয়ে,
সংসারাখ্য দৃষ্টিভ্রম সঞ্চারিত হ'য়ে,
আচ্ছাদিয়া বুদ্ধিবৃত্তি, মানবে লইয়া,
ঘুরায় বিবিধরূপ ক্লেশ দুঃখ দিয়া ;
জন্মজন্মার্জ্জিত পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হ'তে,
সাধুসঙ্গ যদি তার ঘটে কোনমতে,
সাধুর কটাক্ষপাতে, তাঁর মহিমায়,
কুণ্ঠিত হইয়া মায়া দূরে চ'লে যায় ;
সে সময় শোভে বুদ্ধি বিমল স্বভাবে,
মেঘ-শূন্য শূন্য হেন,* মায়ার অভাবে ;
সেই শূন্যে সেই ক্ষণে শুদ্ধ, নিরঞ্জন,
ভানুরূপ, স্বপ্রকাশ, ভুবন-রঞ্জন,
আনন্দস্বরূপরূপ আত্মার উদয়,
আনন্দে ভাসায় সব, করি আত্মময় ;
সদ্যোভিন্ন মধুময় শতদল-দল,†
তখন মধুর ধারা বর্ষে অবিরল,
যেদিকে ফিরাই আঁখি, সেই শুভ ক্ষণে,
আত্মার আনন্দ-মূর্ত্তি নিরখি নয়নে ;

---

* (মেঘ-শূন্য শূন্য হেন) মেঘবিরহিত আকাশের ন্যায়।

† (সদ্যোভিন্ন) তৎক্ষণে প্রস্ফুটিত, আপাত-বিকসিত, অর্থাৎ নব-বিদলিত ; (শতদল-দল) শব্দে এখানে ষট্‌চক্র অভিপ্রেত।

যে কোন বস্তুর প্রতি চাই সে সময়,
বোধ হয়, দেখি উহা মধুরতাময় ;
শাখায় শাখায় ধরে তরু লতাদল,
রূপ রসে পরিপূর্ণ মধু পুষ্প ফল,
মধু ক্ষরে সেই কালে তৃণ-গুল্ম-চয়,
মধুবর্ষি বারি বয়. নদী সমুদয়,
মধুময় ভাব ধরে চপলা-স্ফুরণ,
মধুর আসার বর্ষে ধারাধর-গণ,
দিগঙ্গনা যত সব মধু স্রাব করে,
মধুর পবন বহি মনঃ প্রাণ হরে,
মাধ্বীক পথের ধূলি, মধু স্থল জল,
ভক্ষ্য পেয় হ'তে মধু ঝরে অনর্গল,
বিশ্ব ব্যাপে মধুস্রোত, দিন, ঋতু, বর্ষে,
নভস্তল, হব্য, কব্য, সবে মধু বর্ষে ! *
তখন থাকিলে কভু গহন কাননে,
বোধ হয় গৃহে আছি বন্ধুগণ সনে ;
বিপদে সম্পত্তিজ্ঞান ঘটে সে সময়,
বঞ্চনা করিলে কেহ লাভ মনে হয়,
শত্রুকেও বোধ হয় প্রাণের বল্লভ ;—
জীবের এরূপ দশা ত্রিদশ-দুর্লভ † ।

* (বর্ষে) বৎসরে ও বর্ষণ করে. (হব্য) হবনীয় দ্রব্য, দেবতাদিগের দেয় অন্ন. (কব্য) পিতৃপুরুষদিগের দেয় অন্নাদি ।

† (ত্রিদশদুর্লভ) দেবের দুষ্প্রাপ্য ।

জন্মীর এ হেন ভাব. হেন সুসময়,
সজ্জনসঙ্গতিমূল জানিও নিশ্চয়।
দুষ্টাং মতিং কৃন্ততি দুঃখদায়িনীং,
সৌখ্যপ্রদাং সাধুধিয়ং তনোত্যহো!।
তাপত্রয়ং হন্তি, দদাতি নির্বৃতিম্,
সৎসঙ্গতিঃ কিন্ন করোতি দেহিনাম্॥
দেহীদের দুঃখপ্রদ দুষ্টমতি হরে,
সুখপ্রদ শুভবুদ্ধি বিস্তারিত করে,
নির্বৃতি বিতরে, অহো! তাপত্রয় * নাশে,
না করে কি উপকার সাধুসহবাসে?
পেয়েছ সে সাধুসঙ্গ, চ্যবন-কুমার!
ঘুচিবে পাতকপুঞ্জ, কিবা ভয় (ভাবনা কি) আর?
পুরাকৃত পাপপুঞ্জ, সাধুকৃপাবলে,
অগ্নিমুখে তূলস্তোম যেন যাবে জ্বলে;
বিজন প্রান্তর এই, তপঃসিদ্ধিমূল,
চিত্তস্থিরতার প্রতি অতি অনুকূল,
এই স্থানে কুশভূমে ঋজুকায় হ'য়ে,
নাসাগ্রে রাখিয়া দৃষ্টি, একাগ্রহৃদয়ে,
সুখাসনে বসি মন্ত্র জপ অনিবার;—
এত বলি তাপসেন্দ্র কৃপাপারাবার,
যতনে আমায় দিয়া নানা উপদেশ,
অবশেষে করিলেন প্রকৃত আদেশ,

* (নির্বৃতি) সুখ বা শান্তি; (তাপত্রয়) জীবমাত্রের সহনীয় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ ক্লেশ।

আচার্য্যের ভাবে ঋষি ভবসিন্ধুসেতু,
রাম ! তব রাম-নাম জপ-যজ্ঞ-হেতু।
এইরূপে গুরুকৃত্য সম্পাদন করি,
তপস্বীদিগের সনে তাপস-কেশরী,
যথাভিলষিত গতি করিলে প্রস্থান,
সেই স্থানে সেই ক্ষণে হ'য়ে যতমান,
দর্ভময় ভূমিতলে একাকী বসিয়া,
গুরুদত্ত ইষ্টনামে (মন্ত্রে) চিত্ত নিবেশিয়া,
যথাবিধি শ্রদ্ধা-ভক্তি-নিষ্ঠার সহিত,
হইলাম জপ-যজ্ঞ-যজ্ঞে অধিষ্ঠিত।
জন্মান্তর-সমাবস্থা অদ্য এ জগতে,
পাইলাম সাধুদত্ত রামনাম হ'তে ;
সহজে যে রামনাম অতি অভিরাম,
মনোমল-নাশপটু, তেজঃশৌচধাম,
তাহাতে ঋষির পূত ব্রহ্মমুখ দিয়া,
ব্রহ্মণ্যস্ফুরণযোগে * নির্গত হইয়া,
করিয়াছে শ্রুতিপটু পূর্ব্বে অধিকার,
এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গমধ্যে পাইয়া প্রসার,†
একদা ব্যাপিল সর্ব্ব দেহ, মনঃ, প্রাণ,
তুলরাশিমধ্যগত অগ্নির সমান।
যত জপি প্রাণারাম মন্ত্র রামনাম,

---

* (ব্রহ্মণ্যস্ফুরণযোগে) ব্রহ্মতেজের স্ফুরণ সহিত।

† (প্রসার) বিস্তার।

সর্ব্বাঙ্গপ্লাবনোচ্ছ্বাস (স্নপনোচ্ছ্বাস) * হয় অবিরাম ;
স্তম্ভ, স্বেদ, বিবর্ণতা, কম্প, স্বরভঙ্গ,
পুলকাশ্রু, মূর্চ্ছা, এই সাত্বিকের অঙ্গ
সমগ্র চিহ্নের † দেখি একদা উদয়ে,
অবশ করিল দেহে ‡ ইন্দ্রিয়নিচয়ে ;
নাসাগ্রনিহিত দৃষ্টি সুস্থির হইয়া,
ক্রমশঃ স্বতঃই উহা আসিল মুদিয়া ;
কোটিসূর্য্য-সমভাবে, তাড়িত-গতিতে,
প্রত্যেক স্নায়ুর মধ্যে, প্রতি ধমনীতে §
অস্থিপুঞ্জে, শোণিতের অণুতে অণুতে,
সঞ্চারিত হ'য়ে মন্ত্র সমগ্র-তনুতে,
হরিয়া আমার বাহ্য বৈষয়িক জ্ঞান,¶
করিল যে অভিনব ভাবের আধান,
স্থাবর বস্তুর মূর্ত্তি হ'লে বোধময়,‖

* (সর্ব্বাঙ্গপ্লাবনোচ্ছ্বাস) সর্ব্বগাত্রের আর্দ্রীকরণাত্মক বা অভিষেক-করণাত্মক সসীৎকার কম্প ; (স্নপনোচ্ছ্বাস) ব্যাপ্তিকরণাত্মক সসীৎকার স্ফীতি।

† (পুলক) লোমবিক্রিয়া, (সাত্বিকের) মনোভাববিশেষের, (এই সাত্বিকের অঙ্গ সমগ্র চিহ্নের) এই আটপ্রকার সাত্বিকাঙ্গের সমস্ত লক্ষণের।

‡ (দেহে) শরীরে, (ইন্দ্রিয়নিচয়ে) ইন্দ্রিয় সকলকে ; অথবা (দেহে) শরীরকে।

§ (স্নায়ুর মধ্যে) দেহমধ্যবর্ত্তী পেশীর অগ্রভাগের ভিতরে, (প্রতি-ধমনীতে) প্রত্যেক শিরাতে।

¶ (বাহ্য বৈষয়িক জ্ঞান) বাহ্য—বহিঃস্থিত, বৈষয়িক জ্ঞান—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দে ইন্দ্রিয়াভিনিবেশ-জন্য অনুভূতি।

‖ (স্থাবর বস্তুর মূর্ত্তি হ'লে বোধময়) স্থিতিশীল অর্থাৎ জঙ্গমেতর জড়পদার্থের আকার চৈতন্যবিশিষ্ট হইলে।

হ'তে পারে উহা তার তুলার বিষয় ;*
জাগ্রদাদিবৃত্তি † হ'তে উহা বিলক্ষণ,
তুরীয়াভিধান ভাব,‡ জীবত্ব-ভঞ্জন ;
বহুজন্ম-জন্মান্তর-কৃত-পুণ্যোদয়ে,
যে ভাব মানবদেহে সঞ্চারিত হ'য়ে,
যাবতীয় বৃত্তি সহ মন করে স্থির,
নিস্পন্দ স্থাণুর মত দেখায় শরীর,—
সেই রম্য দিব্য ভাবে হইয়া ভাবিত,
নিরশনে বহুকাল করেছি বাহিত।
একাসনে দীর্ঘকাল আসীন থাকিয়া,
কত শীতাতপবর্ষ গিয়াছে কাটিয়া,
মদীয় শরীর দিয়া অলক্ষিতভাবে,
অপ্রতিম রামনামে সমাধি-প্রভাবে ; §

* (তুলার বিষয়) উপমার পাত্র।

† (জাগ্রদাদিবৃত্তি) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনপ্রকার জীবের অবস্থা, (বিলক্ষণ) বিশেষ।

‡ (তুরীয়াভিধান ভাব) চতুর্থাখ্য অর্থাৎ চতুর্থবৃত্তিসংজ্ঞিত ভাব—অবস্থা, (জীবত্ব-ভঞ্জন) জীবভাবনাশক।

§ (সমাধি) ধ্যান, অর্থাৎ একবিষয়ক জ্ঞানধারা, চিত্তৈকাগ্রতা ; সমাধির তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তল্লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—"করণান্যবহিষ্কৃত্য স্থাণুবন্নিশ্চলাত্মকঃ। আত্মানং হৃদয়ে ধ্যায়েন্নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ॥" ইন্দ্রিয় সকল বহিষ্কৃত না করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের বহিঃপ্রসার নিরোধ করিয়া, তাৎপর্য্য—কূর্ম্ম যেরূপ আপন অঙ্গ সকল আপনার অভ্যন্তরে গোপিত রাখে, ইন্দ্রিয়দিগকে তদ্রূপ রাখিয়া, স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চলশরীর হইয়া, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি সংযোগপূর্ব্বক হৃদয়-মধ্যে আত্মাকে ধ্যান করিবেক। (সমাধি-প্রভাবে) উক্তরূপ

অবশেষে কালক্রমে বল্মীকনিচয়,
নিরাবাধে * জন্মিয়াছে সর্ব্বগাত্রময় ;
ঘনকুজ্ঝটিকা ভেদ করি ভানুমান্, †
উজ্জ্বল কিরণে যথা হয় দীপ্যমান,
কোষভেদি-তন্তুকীট ‡ পতঙ্গদশায়,
শোভে যথা চিত্রবর্ণ দীপ্ত সুষমায়,—
বল্মীক বিক্ষিপ্ত করি, তপঃপুঞ্জাকার,
পরিশেষে নবোদিত এ দেহ আমার,
শোভিত হইল তথা প্রদীপ্ত ছটায়,
শুদ্ধ রাম! ভবদীয় নাম-মহিমায় ;
ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদ-বোধক(সম্ভোগ) লক্ষণ,
ইহাই প্রকৃত রূপ দ্বিজত্বপ্রাপণ,
তোমার নামের গুণে ঘ'টেছে আমার,
পূজিত হ'য়েছি আমি বিশ্বে সবাকার ;
লভিয়া ব্রহ্মর্ষিপদ, ওহে রঘুপতি!
বুঝেছি ও রামনাম অগতির গতি ;
যাঁর নামে পাইয়াছি এত উপকার,
অহো! মহনীয়তম § কি ভাগ্য আমার!

ধ্যানের প্রভাবে, (রামনামে) অর্থাৎ রামনাম অবলম্বন করিয়া, অথবা আত্মার স্বরূপভূত শব্দব্রহ্ম রামনামকে সমাধি-বিষয় করিয়া, তৎপ্রভাবে।

* (নিরাবাধে) বাধা-হীন-ভাবে, অবাধে।

† (ভানুমান্) সূর্য্য।

‡ (কোষভেদি-তন্তুকীট) সমাস করিয়া ভেদি রূপই হইয়াছে, গুটি-ভেদকারী গুটিপোকা, অথবা (কোষ ভেদি) গুটি ভেদ করিয়া, ভেদ—অসমাপিকা ক্রিয়া। § (মহনীয়তম) অতীব পূজ্য।

ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিত বস্তু, ব্রহ্ম সনাতন,
সে হেন ঠাকুর তুমি দিলে দরশন,
অতর্কিতভাবে আসি আশ্রমে আমার,
দয়া-গুণে, দয়ানিধে! বিশ্ব-মূলাধার!
এস রাম! একবার, তুলে লই কোলে,
হে রাম! হে রঘুবর! রামভদ্র ব'লে,
কৃতজ্ঞতা, ভক্তিভাব, প্রেম প্রকাশিয়া,
রাম রাম রাম রাম সস্নেহে ভাষিয়া,
ত্বদীয় রামনামের বিশদ ব্যাখ্যান,*
ব্যঞ্জিত করি মদীয় বাল্মীকি-আখ্যান;
সদা নাম গা'ব ব'লে, যত্নবান হ'য়ে,
রচিয়াছি রামায়ণ ও চরিত ল'য়ে।
এত বলি মহামুনি বাহু প্রসারিয়া,
কোলে লইলেন রামে আদর করিয়া;
মুখ দিয়া স্বতঃ তাঁর মধু রামনাম,
উদ্গত † হইল বেগে, ঊর্দ্ধে অবিরাম।
তনয়ে এ সব কথা বলিতে বলিতে,
বিধির কমলাসন লাগিল টলিতে,

* (বিশদ ব্যাখ্যান) স্পষ্ট বিবৃতি, অর্থপ্রকাশ; রামনাম হইতেই রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি-জন্ম; ঋষি বলিতেছেন, রাম! এস, হে রাম! ইত্যাদি ব'লে তোমায় কোলে তুলে লই, আমার পুনর্জন্মস্বরূপে লব্ধ বাল্মীকি-নাম তোমারই মহামহিম নামের স্পষ্ট বিবৃতি, (কৃতজ্ঞতাদি হইতে ভাষিয়া পর্য্যন্ত) উপযুক্ত পাত্রে যোগ্য সমাদরাদি প্রদর্শন দ্বারা, (ব্যঞ্জিত করি) প্রকাশ করি।

† (উদ্গত) উদিত।

নিমগ্ন হলেন বিভু ভাবসিন্ধুতলে,
চারি মুখ হ'তে তাঁর ভাবাবেশবলে,
শ্রুতিপুট-সুধাপুর * অতি অভিরাম,
সহস্র ধারায় ক্ষণে ক্ষরে রামনাম।
নারদের বীণাযন্ত্রে তার প্রতিধ্বনি,
মূর্চ্ছিত † হইয়া তন্ত্রী নিক্বণে আপনি,
শব্দময়-ব্রহ্মাস্বাদ জীব-শান্তিধাম,
রাম রাম রাম রাম রাম রাম নাম;
ভাবাবেশে ভোর হ'য়ে দেবর্ষি নারদ,
অব্যক্ত মধুর স্বরে গা'ন রামপদ।
যতীন্দ্রের যত্নারাধ্য মহাযোগীশ্বর,
রামনাম-মধুলোভী ভৃঙ্গ মহেশ্বর,
ব্রহ্মলোকে জানি যোগে রামনাম-গান,
মূর্ত্যষ্টভাবিত-দেহে দেব ভগবান্‌,‡
শরীরার্দ্ধ সতীসনে বৃষভবাহনে,
সেই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে সেই ক্ষণে,
রামনাম-রসাস্বাদে প্রেমোন্মাদসুখে,
মধুস্বরে রামনাম গা'ন পঞ্চমুখে।
মহাভাবময় মূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠশোভন,
বহুরূপধর বিষ্ণু, ত্রিলোকীপাবন (তোষণ),

---

* (শ্রুতিপুট-সুধাপুর) কর্ণকুহরের অমৃতপ্রবাহস্বরূপ।
† (মূর্চ্ছিত) ব্যাপ্ত।
‡ (মূর্ত্ত্যষ্টভাবিত-দেহে) অষ্টমূর্ত্তিতে অঙ্গীকৃত শরীরে বা অষ্টমূর্ত্তিপ্রাপিত বা নির্ম্মিত শরীরে।

ভক্তগণে যেই স্থানে ভাবে ভোর হ'য়ে,
কীর্ত্তন করেন তাঁর নামমূর্ত্তি ল'য়ে,
পরাসনে ভাবদেহে ভাবের ঠাকুর,
মহাভাব-রসানন্দ-স্বাদ-সুচতুর,
যজ্ঞেশ্বর সেই স্থানে থাকি বর্ত্তমান,
যজ্ঞফল-পূর্ণানন্দ করেন প্রদান;
যজ্ঞক্ষেত্রসমাগত ভাবুকনিচয়ে,
নিজেও ভুঞ্জেন ফল কুতূহলী হ'য়ে,
ব্রহ্মলোকে আবির্ভাব হইল তাঁহার,
আনন্দের পরিসীমা রহিল না আর;
অখণ্ডমণ্ডলভাবে অম্বরমণ্ডলে,
দশদিকে দিগীশ্বর ইন্দ্রাদি সকলে,
ভুঞ্জেন যজ্ঞের ফল পূর্ণানন্দরূপ,
নিস্পন্দ হইয়া চিত্রে চিত্রিতস্বরূপ;
অমৃতরূপিণী মাতা শিবসীমন্তিনী,
সিন্ধুরূপা গতিদাত্রী দেবী মন্দাকিনী,
উচ্ছ্বসে যেমন সিন্ধু শিশিরাংশুধামে,*
উচ্ছ্বসিয়া সেইরূপ রামচন্দ্র-নামে,
বিধিকমণ্ডলু হ'তে হইয়া বাহির,
প্রকটিয়া স্রোতোরূপ সহস্র শরীর,
বৈকুণ্ঠপতি শ্রীপতি শ্রীচরণ দিয়া,
উচ্ছলিত তরঙ্গিত ভাবেতে বহিয়া,
মুহূর্ত্তেকে ব্রহ্মলোক নিজ দ্রবাকারে,

(উচ্ছ্বসে) উচ্ছ্বসিত অর্থাৎ স্ফীত হয়, (শিশিরাংশুধামে) হিমাংশুবিম্বে।

ব্যাপিলেন বিদ্যুতের সমান সঞ্চারে ;
মূর্ত্তিমতী শ্রুতি-ভক্তি-পূত-মুখ দিয়া,
বাহিরিল রামশব্দ গগন ভেদিয়া।
ভাবাবেশে ব্রহ্মলোকে সেই শুভক্ষণে,
রাম রাম উচ্চধ্বনি সবার বদনে,
ধারাকারে সমুত্থিত হ'য়ে বারংবার,
চিত্রিল যে চারু চিত্র,—ভাষাতে তাহার,
সম্পূর্ণ সুরম্য ভাব না হয় স্ফুরণ,—
ভাবেতে বুঝিতে পারে ভাবুক যে জন।
বহুক্ষণ পরে বিধি, চিত্ত নিরোধিয়া,
ভাব সংবরিয়া দেব, যত্নে সম্বোধিয়া
সশ্রীক বৈকুণ্ঠনাথে, সস্ত্রীক (উমা ও) মহেশে
পূজা করি বহুমানে, সম্ভ্রমবিশেষে,—
পরে কহিলেন পুত্রে, দেখিলে তনয়!
অধ্যাত্ম-শ্রীরামতত্ত্বপূর্ণ-ভাবোদয়?
এই তত্ত্ব নরলোকে স্ফুরিবে সত্বর,
অদূরে স্বাভীষ্টসিদ্ধি জেন মুনিবর!
সুখে তুমি মর্ত্ত্যলোকে যাও পুত্রধন!
এত বলি, প্রাস্থানিক আশিস্-বচন
প্রয়োগ করিয়া ধাতা, পুত্রস্নেহভরে
বার বার আলিঙ্গিয়া তাপস-কুঞ্জরে,—
মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম্মনিচয়,
শোক, দুঃখ, অতিরোগ, জরা, মহাভয়,
যমদণ্ড, নরকাদি-মূলনিকৃন্তন,

যাত্রা-শুভ দুর্গানাম করি উচ্চারণ,—
দিলেন গমনযোগ্য শুভ অনুমতি ;
তখন নারদ তাঁরে করিয়া প্রণতি,
প্রণিপাত প্রদক্ষিণে বিষ্ণু ও শঙ্করে,
পূজিলেন ভক্তিভরে প্রফুল্ল-অন্তরে ;
বন্দিলেন বিষ্ণুশক্তি-আদি দেবীগণে ;
প্রীত হ'য়ে প্রত্যেকের আশিস্ গ্রহণে,
(স্বস্থানে তাঁহারা সবে করিলে প্রস্থান,)
বীণাযন্ত্র-তন্ত্রীযোগে (মুখে) মূর্চ্ছি রামনাম,
রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম,
নাচিতে নাচিতে সুখে, গাইতে গাইতে,
লাগিলেন ব্যোমপথে ভূলোকে যাইতে ;
ভক্তিরস-মধুপানে টলিতে টলিতে,
মাঝে মাঝে হরিবোল বলিতে বলিতে,
দশদিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি প্রসারিয়া,
নিজের মানসভাব ভাবে * সঞ্চারিয়া,
ভাবাবেশে † বিগলিত হ'য়ে তপোধন,
আরম্ভিয়া বক্ষ্যমাণ শুভসঙ্কীর্ত্তন।—
পদ্মযোনি-পাবনাস্ত-গীত রামনাম হে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠভূষণার্কপুষ্পদাম হে,‡—

* (মানসভাব) মনের অভিপ্রায়, (ভাবে) অঙ্গভঙ্গী দ্বারা।
† (ভাবাবেশে) ঈশ্বরানুরাগের প্রবেশে বা অভিনিবেশে।
‡ (অর্কপুষ্পদাম) আকন্দফুলের মালা। শিব বারংবার রামনাম কণ্ঠে করাতে উহা তাঁহার কণ্ঠভূষণমাল্য হইয়াছে।

পাপবহ্নি-তীব্রতাপ-শান্তিকারি বারি হে,
ভ্রান্তিবোধ-মোহহারি চিত্তশুদ্ধিকারি হে,
ভাবসিন্ধু-বর্দ্ধনেন্দু-দিব্যধামধাম হে,*
রামনাম সর্ব্বসৌখ্য-ভোগমোক্ষধাম হে,†
পঞ্চবক্ত্রবক্ত্রবাদ্যতালসঙ্গচারি হে,
জয় ‡ রাম-নাম জীব! জীবচিত্তহারি হে,
ধ্যাননিষ্ঠ-ভক্তসঙ্ঘ-ভাবনাভিরাম হে,
ধ্বান্তনাশি রাম-নাম পাবনার্কধাম হে। §
সঙ্কীর্ত্তন-মুখে (পথে) মুনি যারে দেখা পান,
তারেই কহেন, কর নামামৃত পান,
রামনাম বল জীব! বল অনিবার,
প্রতিক্ষণে সেব নাম রাম-রস-সার,¶

* (রশ্মিতুল্যধাম হে) পাঠান্তর; চন্দ্রের দিব্য মনোহর বা স্বর্গীয় কিরণে সাগরজলের প্রবাহ বৃদ্ধি হয়, রামনাম ভাবসমুদ্রবর্দ্ধন পক্ষে চন্দ্রের দিব্য কিরণতুল্য-প্রভাবসম্পন্ন, (দিব্য) স্বর্গীয় বা মনোহর, (ধামতুল্য-ধাম) কিরণতুল্য প্রভাবসম্পন্ন।

† (সর্ব্বসৌখ্য-ভোগমোক্ষধাম) সকলপ্রকার সুখভোগ ও মুক্তির গৃহ বা স্থানস্বরূপ।

‡ (জয়) জাব, বল।

§ (ভক্তসঙ্ঘ) ভক্তসমূহ, (ভাবনাভিরাম) চিন্তা বিষয়ে অতি মনোরম, (পাবনার্কধাম) অগ্নি ও সূর্য্যের তেজঃসমান তেজঃসম্পন্ন। পদ্মযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া পাবনার্কধাম হে পর্য্যন্ত শ্লোকপঞ্চক সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় তুল্যরূপ; শ্লোকমধ্যস্থ "মোহহারি" প্রভৃতি পদগুলি ক্লীবলিঙ্গ পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত বলিয়া সংস্কৃতে হ্রস্ব ইকারান্ত হইয়াছে, বঙ্গভাষায় এরূপ পদের প্রয়োগ প্রচলিত নাই, তথাপি শ্লোকার্থ সহজ বলিয়া অনুবাদে নিরস্ত হইয়াছি।

¶ (প্রতিক্ষণে) ক্ষণে ক্ষণে, অনুক্ষণ, (নাম) অর্থাৎ রাম-নাম, (রাম-রস-সার) রমণীয় রসের শ্রেষ্ঠাংশ।

মধুর-মধুর, রম্য, মঙ্গল-মঙ্গল;*
আর্য্য সাধু-শাস্ত্র-তরু-চরম-সুফল ;†
আদ্বিজ-ম্লেচ্ছান্তে যে বা নাম-সেবা করে, ‡
স্পর্শ-মাত্রে মুখে তার নামে সুধা ক্ষরে (ঝরে),
রসে নাশে ক্ষুধা তৃষ্ণা, বিতরে আরাম,
সর্ব্বাঙ্গ শীতল করে, রস্য § রামনাম ;
নাম-সেবনেতে নাই জাতীয় বিচার,
রামনামে সকলের তুল্য অধিকার ;

* (মধুর) মিষ্ট, সমস্ত মিষ্টরস দ্রব্য হইতে মিষ্ট—(মধুর মধুর) ; শর্করাদি দ্রব্য মধুর হইলেও অবস্থা-বিশেষে পিত্তবিকারাদিদূষিত জিহ্বায় অমধুর হইয়া পড়ে, রামনাম সেরূপ নয়, অর্থাৎ সকল অবস্থাতে সর্ব্বত্রই মধুর, অতএব মধুর-মধুর প্রতিপন্ন হইতেছে। (মঙ্গল) শুভদায়ক, অন্য শুভদায়ক বস্তু অঙ্গবৈগুণ্যাদি-কারণে স্থল-বিশেষে অশুভদায়ক হইতে পারে, কিন্তু রাম নামের, কোন কারণে, কোন স্থলে, কোন রূপে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা স্বভাবতই সকলের পক্ষে সর্ব্বত্রই চির-মঙ্গল, এইজন্য (মঙ্গল-মঙ্গল)।

† (সকল-নিগম-লতা-চিদ্রূপ সুফল) পাঠান্তর।

(আর্য্যোত্যাদি)—(আর্য্য) সজ্জন, তাঁহাদিগের (সাধু শাস্ত্র) সৎ-শাস্ত্ররূপ বৃক্ষের শেষ উৎকৃষ্টরূপ প্রসব, অনার্য্যের অসৎ-শাস্ত্রবৃক্ষের চরম কুফল মন্দ-প্রসব—অনার্য্যসেবা বস্তু ইহার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ বিষময়, বিস্বাদ ও অনর্থোৎপাদক—আর্য্যেত্যাদি কথার তাৎপর্য্যে ইহাও ব্যক্ত হইতেছে। আর্য্য কাহাকে বলে, তল্লক্ষণ যথা—"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"—পর্য্যায়ক্রমে বা স্বেচ্ছাক্রমে যিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক অকর্ত্তব্যবিরত হইয়া প্রকৃতরূপ আচারে অর্থাৎ সাধুসেবিত ব্যবহারে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি আর্য্য বলিয়া অভিহিত হন।

‡ (হেলা বা শ্রদ্ধায় সেবা যারেক যে করে) পাঠান্তর। (আদ্বিজ-ম্লেচ্ছান্তে) ব্রাহ্মণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কিরাত, শবর, পুলিন্দ, যবনাদি পর্য্যন্তে ; ব্রাহ্মণাদি শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

§ (রস্য) আস্বাদ্য অর্থাৎ সুস্বাদ, স্বাদু।

নামে অনুরাগ দেখি রাম রঘুমণি,
চণ্ডালে (গুহকে) * দেছেন কোল যাচিয়া আপনি;
কর্ম্মৈকচাণ্ডাল † দস্যু—নামসেবা-ফলে,
মহর্ষিস্বরূপে দেখ মান্য (পূজ্য) ধরাতলে;
চিদানন্দসদাকার ‡ পূর্ণ ভগবান্,
বর্ণে বর্ণে রামনামে সদা বিদ্যমান;
সমরসে সবে মিলি নামে মজ (নাম ভজ) § ভাই!
নামের সমান বস্তু ত্রিভুবনে নাই।
এত বলি হর্ষোদয়ে পুলকে পূরিয়া, ¶
রামাখ্য শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া,
ভাবসিন্ধু-প্লাবনেতে ঢালি মনঃপ্রাণ,
প্রেমময় রামে করি-মতি স্থিরাধান, ‖
প্রজাপতি-প্রিয়পুত্র দেবর্ষি নারদ,
অন্বর্থ-ভাবব্যঞ্জক শ্রোত্রসুখ পদ,
ভক্তিমিশ্র প্রীতিপূর্ণ মধু সম্ভাষণে,
রমানাথে মনোগত কহেন যতনে।—

---

* (গুহকে) শৃঙ্গবেরাধিপতি নিষাদকে।

† চণ্ডাল দুইপ্রকার, জাতিচণ্ডাল ও কর্ম্মচণ্ডাল; জাতিচণ্ডাল গুহক-প্রভৃতি, আর যে অত্যন্ত নিগর্হিত কর্ম্ম করে সে জাতিতে উৎকৃষ্ট হইলেও কর্ম্মচণ্ডাল বলিয়া অভিহিত হয়; চাণ্ডাল ও চণ্ডাল শব্দের অর্থ একইরূপ।

‡ (চিৎ-আনন্দ-সৎ-আকার) যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

§ (সমরসে) একরূপ অনুরাগে, তুল্যরূপ আসক্তিতে বা ভক্তিতে, (মজ) মগ্ন হও, (ভজ) সেবা কর।

¶ (পুলকে) রোমাঞ্চে, (পূরিয়া) পূর্ণ হইয়া।

‖ (ভাবসিন্ধু-প্লাবনেতে) ভক্তিসাগরাভিষেকে, ভাবসিন্ধুর জলপ্লাবিতে, (মতি-স্থিরাধান) অর্থাৎ অবিচলিতভাবে বুদ্ধিস্থাপন।

হে রাম-তারণ-গুরো! ভবপারহেতো!
হে বিশ্ববান্ধব! বিভো! করুণারসাব্ধে!।
পুণ্যাবতার! কলিকল্মষরাশিনাশি
রামেতি নাম তব রাম! রসৈকমূর্ত্তে!॥
অত্যাশ্চর্য্যময়াত্মমুগ্ধচরিতাদর্শস্য বিস্তারণাৎ
সর্ব্বেষাং সুপথপ্রবর্ত্তনবিধৌ * ত্বং হেতুভূতঃ ক্ষিতৌ।
তেনাচার্য্যকুলপ্রদীপ মহসা দীপ্তোঽসি দেবব্রাতে!
বাণী গায়তু মেঽনিশং তব গুণং শশ্বৎ প্রজাপ্রীতিদম্ †॥

রামতারণ-গুরুপদার্পণমস্তু।

* (প্রদর্শনতয়া) পাঠান্তর।

† (যশঃ সর্ব্বোত্তমম্ পাবনম্ বা যশো বিভো! জগন্মঙ্গলম্। পাঠান্তর।

পরদুঃখদয়ার্দ্রচেতা নারদ কলিকল্মষকাতর জীবদিগের কল্মষরাশি-শান্তির উপায়ান্বেষণেই ব্রহ্মলোকে পিতার নিকট গমন করেন, এক্ষণে তদুপায়মাত্র রামনাম, ইহা পিতৃমুখে শ্রবণ ও ব্রহ্মলোকে স্বয়ং দেখিয়া মর্ত্ত্যাগমন-কালে উৎকট ভক্ত্যুদ্রেকবশতঃ রামাখ্য পরব্রহ্ম বিষ্ণুদেবকে সম্মুখগ বোধে তাঁহাকে এই প্রিয় সম্বোধন দ্বারা সম্বোধনান্তে তৎসন্নিধানে আপনার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন, হে রাম!—ইত্যাদি। হে রাম! মুনিগণ জ্ঞান, বিজ্ঞান এই উভয়বিধ পদার্থের লয় হইলে পর, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থির থাকেন, তুমি সেই বস্তু; তুমি সংসারপারের হেতু বলিয়া (রাম) রমণীয়, (তারণ) উড়ুপ অর্থাৎ ভেলা, (গুরু) শ্রেষ্ঠ, সামান্য উড়ুপে সাগর পার হওয়া অসম্ভব বলিয়া উহার প্রাধান্যজ্ঞাপনার্থে গুরু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে (রামতারণগুরো!) হে রমণীয় উড়ুপপ্রধান তরণীরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তরণযান, অথবা মনোজ্ঞ ত্রাণপ্রদদিগের মধ্যে প্রধান ত্রাণপ্রদ; অন্যান্য বিষয়ে ত্রাণপ্রদ ব্যক্তিরা মনোজ্ঞ ত্রাণপ্রদ হইতে পারেন, কিন্তু অতিদুস্তর ভবসাগরের ত্রাণকর্ত্তৃত্বনিবন্ধন তুমি তৎ-সমুদয়েরও গুরু, প্রধান। হে বিভো! বিভো! তুমি যখন বিভুস্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, তখন তুমি বিশ্ববান্ধব, কেহ তোমাকে বুঝিতে পারুক অথবা না পারুক, তুমি নিখিলের বন্ধুস্বরূপ;

অতএব হে বিশ্ববান্ধব! হে করুণারসাব্ধে! দয়াসলিলসাগর! (স্নিগ্ধকারিত্ব নিবন্ধন এ স্থলে রস শব্দে জল অভিপ্রেত); হে পুণ্যাবতার! বিশ্বে তোমার (অবতার) উৎপত্তি অর্থাৎ আবির্ভাব পুণ্যময়, তুমি পুণ্য অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মের স্থির-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বল-বাহনাদি সহ দুর্বৃত্ত রাবণ প্রভৃতির সংহার দ্বারা লোকস্থিতিমূল ধর্ম্মের সংরক্ষণোদ্দেশেই যুগে যুগে রাম-কৃষ্ণাদি নানা স্বরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও, মনে ইহার স্মরণমাত্রে জিহ্বা স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তোমায় পুণ্যাবতার বলিয়া কীর্ত্তন করে, (হে রসৈক-মূর্ত্তে!) রস শব্দে স্বাদ, অর্থাৎ কেবলানন্দময় ভাব, তাহাই তোমার এক-মাত্র মূর্ত্তি, তুমি নিজে আনন্দময়, আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, এবং যে তোমাকে আশ্রয় করে, তাহার পক্ষে আনন্দানুভূতি প্রত্যক্ষ রসস্বরূপ, তাই তোমাকে রসৈকমূর্ত্তি বলিয়া সম্বোধন করিলাম। রসৈকমূর্ত্তি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরিলে, তুমি প্রকৃতপক্ষে মূর্ত্তিবিহীন, তবে স্বাদৈকস্বরূপে মূর্চ্ছিত অর্থাৎ ব্যাপ্ত বা প্রকাশিত, ইহাই বুঝা যায়। আমি নারদ, যাহার অন্বেষণে ব্রহ্মলোকে আসিয়াছিলাম—তোমার রাম এই নাম সেই কলিকল্মষরাশির বিনাশোপায়। অত্যাশ্চর্য্যেত্যাদি। (হে দেবদ্যুতে!) সুরদীপ্তিশালিন্! তুমি অতীব অদ্ভুতস্বরূপ সুন্দর স্বকীয় আদর্শভূত চরিত্র বিস্তার করিয়া বিশ্বসংসারে সকলের সুপথ-প্রদর্শন বিষয়ে হেতুভূত হইয়াছ, তজ্জন্য আচার্য্যকুলের অর্থাৎ যাঁহাদের আচার ধরিয়া চলিতে হয়, তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রদীপোপম উজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপ্যমান, আমার বাণী নিরন্তর লোক-প্রীতিপ্রদ ভবদীয় গুণ সর্ব্বদা গান করুক। শ্লোক দুইটী যেরূপ গুরুপক্ষে সেইরূপ রচয়িতার পিতৃপক্ষেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে, পিতৃপক্ষে রচয়িতার উক্তি—(হে রামতারণ!) হে রামতারণাখ্য! (হে গুরো!) হে পিতঃ! ইত্যাদিরূপে, এবং দ্বিতীয় শ্লোকের তৃতীয় চরণগত (আচার্য্যকুল) দাক্ষি-ণাত্য কুলীন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞে সদস্যাদিবরণের ন্যায় আচার্য্যবরণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আচার্য্যবংশ এইরূপ অর্থ, আর ঐ শ্লোকের চতুর্থ-চরণস্থিত (প্রজা) শব্দের সন্তানরূপ অর্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে।

কবিকৃত-প্রার্থনা।

জগদীশ! জগদ্বন্ধো! জগদার্ত্তিহরাকৃতে!।
ব্রহ্মনারদসংবাদে ত্বৎপদে মম প্রার্থনা॥ *

শ্রীমৎপ্রসন্নবদনাব্জসমুদ্গতানি,
শ্রীরামনামমহিমামৃতসঙ্গতানি।
রস্যোত্তরাণি, রসনেন্দ্রিয়তর্পণানি,
চেতোবিকারহর-সাররসায়নানি॥
সর্ব্বাঙ্গশক্তিসুখশান্তিবিবর্দ্ধনানি,
ধাত্রাত্মজায় মুনয়েঽর্পিতবাঙ্মধূনি।
বিস্তারিতানি নিতরাম্প্রতিভাক্ষিপাতৈঃ
শ্রোত্রাননেন জগদেতু নিপীয় তৃপ্তিম্॥

ব্রহ্মার প্রসন্ন-মুখপঙ্কজ-ক্ষরিত,
শ্রীরামনামমহিমামৃত-সম্বলিত,
সর্ব্বরস-সমুত্তম, রসন-তর্পণ, †
সর্ব্বাঙ্গের শক্তি, সুখ, শান্তি বিবর্দ্ধন,
মানসবিকারহর, রসায়নসার,
প্রতিভাকটাক্ষপাতে বর্দ্ধিত-বিস্তার,
তনয় নারদে দত্ত বাক্যমকরন্দ,
শ্রোত্র-মুখে পানে, বিশ্ব লভুক আনন্দ।

---

* জগদীশ! ইত্যাদি কবিতাটী ভাষাসম অর্থাৎ সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় সমরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা বা অনুবাদ করা হয় নাই।

† (রসন-তর্পণ) জিহ্বার তৃপ্তিপ্রদ।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥"

গঙ্গার নিকট সিন্ধুশরণিকার-কৃত-প্রার্থনা

ভুলে সুরতরঙ্গিণী, ল'য়ে মমতাসঙ্গিনী,
লীলারসে * কাটাইয়া কাল,
ভাবি নাই নিজহিত, এবে করি কি বিহিত,
অতি সন্নিহিত হ'ল কাল † ।
দুর্দ্দান্ত শত্রুর কুল, ‡ জীবন করে আকুল,
কম্পে সদা প্রাণেন্দ্রিয় কায়,
পরবাস এ সংসারে, আমার বলে আমারে,
হেন মিত্র দেখি না ত কায় ?
তাই ডাকি তোমা ভবে,§ অয়ি অনন্ত-বিভবে !
ত্রিলোকতারিণি ! শৈলসুতে !
কর মা রক্ষা বিপদে, স্থান দিয়া তব পদে,
গঙ্গে গো মা ! এ অধম সুতে।
তোমার পুণ্য জীবনে, মিশাইতে এ জীবনে,
বড় সাধ, জননি ! অন্তরে,
হরিপদবিহারিণি ! জীবের তাপহারিণি !
আর মাতঃ ! রেখ না অন্তরে।

* (লীলারসে) ক্রীড়ানুরাগে। † (কাল) যম।
‡ (শত্রুর কুল) ক্রোধাদি বর্গ। § (ভবে) যোগ্যে।

বিগত যৌবনদিন, বার্দ্ধক্যে বিষম দীন,
সঙ্কুচিত বল, বুদ্ধি, তনু,
বাড়ে রাগ * শিশুসম, ক্ষমা, ধৃতি, স্মৃতি, শম,†
অনুদিন তনু হ'তে তনু।
ভাবনাসিন্ধু অকূল, শোক-পাপ-তাপাকুল,
অবসাদে অবসন্ন মন,
সুস্নিগ্ধ তরঙ্গ-করে, এ সময় স্নিগ্ধ করে,
তোমা ভিন্ন কে আছে এমন?
যখন ঘটে অপায়, যদি জীব গঙ্গা পায়,
ও গো গঙ্গে! ‡ তুমি সে সময়,
দেখায়ে নিজ প্রভাব, হরি তার জীবভাব,
সেই শবে কর শিবময়;
ত্যজি জ্ঞাতি, বন্ধুকুলে, তাই বাঞ্ছা তব কূলে,
রচিবারে পশ্চিম § আসন,
তাপে অঙ্গ জ্বলে, শিবে! কবে তাপ বিনাশিবে?
নির্ব্বাপিয়ে ভব (ভ্রম)-হুতাশন।

* (রাগ) আসক্তি বা ক্রোধ।

† (শম) মনঃসংযম।

‡ (গঙ্গে) অয়ি গঙ্গাধিদেবতে!

§ (পশ্চিম) শেষ।

শিবাস্তিকে সিন্ধুশরণিকার-কৃত-প্রার্থনা ও যমের প্রতি উক্তি।

বিশ্বনাথ! উমাপতে! হও না সদয়,
ঘুচাও মনের ব্যাধি আধি সমুদয়;
অগতির গতি শিব, তাপ হর পিতঃ!
গতিহীন জীব আমি ত্রিতাপে তাপিত;
বরাভয়-ব্যগ্র-কর পিতা তুমি যার,
যার যার নামে মুক্ত হয় ত্রিসংসার,
ভব-ভব ভয়ে তার বিষম ভাবনা, *
মোহকৃত ধাঁধামাত্র, মৃষা বিড়ম্বনা, †—
বুঝিয়া না বুঝি দেব! জ্ঞানের অভাবে,
তাপত্রয়ে দগ্ধ হই, জীবের স্বভাবে;
প্রজ্বলিত হুতাশনে তৃণপুঞ্জপ্রায়,
শিবনামে পাপপুঞ্জ ভস্ম হ'য়ে যায়,
শিবপদে মতি যার, সকলি সে পারে,
অতি তুচ্ছ তার পক্ষে, যায় ভবপারে;
স্বতঃ কি পরতঃ ইহা দেখেও তনয়,
বৃথা ভ্রমে, ভ্রমে তবু কেন দয়াময়!
সংহর এ ভ্রম, হর! এই ভিক্ষা চাই,
অপর কিছুতে আর প্রয়োজন নাই;

* (ভব-ভব ভয়ে) সংসারোৎপন্ন শঙ্কাতে।

† (বিড়ম্বনা) যাতনা।

৬ তোমার সেবায় প্রভু! দাও হে প্রবৃত্তি,
গতাগতি দুর্গতির হউক নিবৃত্তি;
থাকিয়া তোমার কাছে, চাহিব মাতায়,
ভিক্ষুসুত আমি, ওমা! ভিক্ষা দে আমায়;
মাতৃ-দত্ত-ভিক্ষা-ভক্ত * নিবেদি তোমারে,
পালিব সেবান্তভক্তে শেষ আপনারে;
ত্বদীয় জঙ্গম-মূর্ত্তি পার্থিব পিতায়,
না দিয়াছি অন্ন কভু লভিয়া ভিক্ষায়,
না ক'রেছি অশনান্ত প্রসাদ-গ্রহণ,
সে সাধ তোমায় দিয়া করিব পূরণ।
থাকিয়া তোমার পার্শ্বে অপর্ণার কাছে,
কহিব মনের কথা, মনে যাহা আছে;
বলিব মা! অপর্ণে গো! ওগো মা ভবানি!
বড় দুঃখ দিলে দুর্গে! ভবপথে আনি;
ভুলালে এতেক কাল, ঘুরালে মা! কত,
তথাপি কি হয় নাই তব মনোমত? †
আর কেন? এস হৃদে, পূজি ও চরণ,
অগণিত অপরাধ কর গো মার্জ্জন;
কৌলিক-দেবতে দেবি! কুলদে গো শিবে!
অকূলে ডুবিছে পুত্র, কূলে (কুলে) কি তুলিবে? ‡

* (ভিক্ষা-ভক্ত) ভিক্ষান্ন।

† (এখনও কি পুরে নাই তব মনোগত?)—পাঠান্তর।

‡ (কূলে) তীরে, (কুলে) ঘরে।

ছেদহ হৃদয়গ্রন্থি, দেহ কর্ম্মক্ষয়,
দেখাও প্রকৃত মূর্ত্তি, ঘুচাও সংশয় ;
জননি গো ! তুমি সর্ব্বকারণ-কারণ,
তব দরশন সর্ব্বসঙ্কট-বারণ,
তুমিই এনেছ ভবে, ভবে * তুমি হেতু,
আবার অভবে তুমি ভবসিন্ধুসেতু,
মোক্ষদে গো ওমা শিবে ! মহাবিদ্যাকারে !
কোলে লও ব্রহ্মময়ি ! কাতর কুমারে ;
ভয় নাই ভয় নাই, হ'য়েছি নির্ভয়,
চিনেছে জননী এবে অবোধ তনয় ;
দেখ্ কাল ! তোর গালে কালি দিয়া † আসি,
শোভে (খেলে) ছেলে মার কোলে, চাঁদ-মুখে হাসি,
করিয়াছি জননীর কোলে আগমন,
ছেলেধরা ভয় আর রাখি কি শমন ? ‡

* (ভবে) জন্মবিষয়ে।

† (কালি দিয়া) অর্থাৎ ছেলেধরা কাল ! তোর অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়াতে তোর মুখ মলিন করিয়া দিয়া এই তাৎপর্য্য।

‡ (দূর হ'রে ছেলেধরা অবোধ শমন !)—পাঠান্তর।

শিবান্তিকে শরণিকার-কৃত শেষ প্রার্থনা ও মনের প্রতি শেষ উপদেশ।

শ্রীরাম তারণ নাম, শব্দব্রহ্ম শান্তিধাম,
মুমুক্ষুর বিশেষ মধুর,
অন্তে শিব এই নামে, দীক্ষা দিয়া কাশীধামে,
জীবত্ব করেন তার দূর,—
এই আশে অসাধন, মায়াসক্ত মূঢ় জন,
অন্তকালে করে কাশীবাস,*
এ দীনে তদীয়গতি, বিতরিও পশুপতি!
পূরাইও এই অভিলাষ;
বারাণসী হ'তে দূরে, যদিও বেড়াই ঘুরে,
বদ্ধ হ'য়ে নিজ কর্ম্মপাশে,
কিন্তু মন প্রতিপদে, পড়ে থাকে শিব-পদে,
কাশীবাস সদা ভালবাসে।
সমাগত হই যবে, ওহে ভব! এই ভবে,
জনক জননী সে সময়,
কত যে যতন ক'রে, পালিতেন স্নেহভরে,
নাহি তার তুলা-পরিচয়; †
ক্রমে দেখি তদুভয়ে, পরলোক-গত হ'য়ে,
ত্যজিলেন অধম সন্তানে,

* অন্যে কাশীবাস করেন তাহার স্বতন্ত্র হেতু, কিন্তু মায়াসক্ত মাদৃশ মূঢ় জনের পক্ষে এই ব্যবস্থা।

† (নহে উহা উপমাবিষয়) পাঠান্তর।

আহা মা বাপের প্রাণ! অহো তাঁহাদের টান!
হারালাম সে প্রাণ সে টানে;
এবে মাতাপিতৃহীন, অকৃতী অতীব দীন,
পুত্রে হেরি চরণে পতিত,
শিবানী মাতা আমার, পিতা তুমি বিশ্বাধার,
কর, যাহা হয় সমুচিত।
ঘনান্ধকারেতে যথা, খদ্যোত-স্ফুরণ, তথা,
তমোময় ভবে সুখভাস,
সে ভাস-লাভের হেতু, চূর্ণ করি ধর্ম্ম-সেতু,
আয়ুঃ প্রায় করিয়াছি নাশ;
তথাপি দুরাশা-শেষ, হ'ল না হে পরমেশ!
আর কেন? পার কর দাসে,
দেখাও নিবৃত্তি-পথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
দিবাশেষ,—তুলে লও বাসে;
কামাচার দম্ভোদর, ভুলাইয়া আত্মাদর,
বিস্মরিয়া তোমার ভজনে,
ছাড়াইল সু-স্বরৃত্তি, ভজাইল কু-স্বরৃত্তি,*
সাজাইল প্রভু! কত জনে;
যত্ন করি প্রাণাধিক, হারিলাম, ছি ছি ধিক্!
সন্তোষিতে সে সব প্রভুকে;
এখন বুঝেছি সার, ভৃত্যভাব কষ্ট সার,
তুমি ভিন্ন আর বা প্রভু কে?

---

* (সু-স্বরৃত্তি) উৎকৃষ্ট নিজের বৃত্তি, অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান এবং বিশুদ্ধ হইতে প্রতিগ্রহ, এইরূপ ব্রাহ্মণবৃত্তি। (কু-স্বরৃত্তি) মন্দ সেবা-বৃত্তি।

তাই ভিক্ষা চাই পদে, কি সম্পদে, কি বিপদে,
ও অভয়-পদ-সংসেবন,
ভ্রমময় অন্ধ পদে, নানা চিন্তা পদে পদে,
নানা ক্লেশ, দুঃখ প্রতিক্ষণ ;
কাটি দিয়া কর্ম্মপাশ, দাসে রাখ নিজ পাশ,
শিবপদে দাও স্থিরা স্থিতি,
দূর কর ভবাপদ্, ঘুচাইয়া জীবপদ,*
নিবৃত্ত হউক ভবভীতি।
মন! ভাব স্মরহর, গঙ্গাধর বিশ্বেশ্বর,
মহাদেব কারুণ্যনিলয়,
জপ কর শিব হর, বল, শিবাশিব হর,
শিবে জ্ঞান, প্রভব, প্রলয় ;
পাপ-চিন্তা দূর করি, জ্ঞানাঙ্কুশে কামকরী,
নিজ বশে রাখ অনুক্ষণ,
মগ্ন হ'য়ে সমাধিতে, সাধুশাস্ত্র সুবিধিতে,
শিবমূর্ত্তি করিয়া স্মরণ,
হৃদে ধর ভবপদ, রহিবে না ভবাপদ,
ঘু'চে যাবে জনন মরণ ;
আসিছে অন্তিমকাল, না মানিবে কালাকাল,
দেহ প্রাণে করিবে অন্তর,
স্বপনেও নাহি ভাব, এ কি রে তব স্বভাব?
কি চিন্তে নিশ্চিন্ত নিরন্তর?

* (ভবাপদ্) হে ভব অর্থাৎ শিব! জীবপদ্ ঘুচাইয়া আপদ্ দূর কর এইরূপ অন্বয়।

জায়া সুত পরিজন, যে সবে ভাব স্বজন,
গতপ্রাণ হ'লে এই কায়,
সেকালে এরাই সব, জানিয়া উহায় শব,
গৃহছাড়া করিবে ত্বরায়;
যে দেহ-সম্বন্ধ ধরি, তোমারে অজ্ঞান করি,
মায়াপাশে বেঁধেছে ইহারা,
সে দেহের অঙ্গচয়, না রহিবে সে সময়,
ইচ্ছাবশে তোমার তাহারা,—
এই পরিণতি যার, * তারে ভাবি আপনার,
ভুলি আত্মতত্ত্ব-শিবরূপ,
বিষম-মদে বিভোর— আছহ, না ছুটে ঘোর,
ছি ছি তব এ রীতি কিরূপ?
তাই বলি শুন সার, সকলে জানি অসার,
সার কর শঙ্কর-ভজন,
প্রণব শর্ব্বের † রূপ, প্রণব সর্ব্বস্বরূপ,
স্থিরভাবে বুঝে দেখ মন!
দিগম্বর বৃষাসীন, গৃহিশ্রেষ্ঠ উদাসীন,
বিশ্বেশ্বর হর বিশ্বরূপ,
কি ক'ব শিবের গুণ, শিব সগুণ নির্গুণ,
ত্র্যম্বকে ‡ সকলি অপরূপ।
যদি বল বহু জনে, হরি ভজে কি কারণে,
পরিহরি শিবের ভজন,

* (যার) যে দেহের। † (শর্ব্বের) শিবের
‡ (ত্র্যম্বকে) ত্রিলোচনে অর্থাৎ বিরূপাক্ষে।

শুদ্ধ রুচিভেদ তায়, হেতুভূত দেখা যায়,
ভিন্নরুচি ভবে জন্তুগণ ;
এক তনু হরি-হরে, অভিন্নতা-বুদ্ধি হরে,
ভিন্নরূপ-প্রত্যয়েও আর, *
নচেৎ যে উমাপতি, সেই দেব রমাপতি,
এক প্রভু বিশ্বমূলাধার ;
তাই বলি রুচিমূল, পার্থক্য(বিভেদ)করি নির্ম্মূল,
মুরহরে তথা পুরহরে,
এক ধাতু উপাদানে, এক-ই-প্রত্যয়াধানে,
একনিষ্ঠ নির্ম্মল অন্তরে,—
ভজ নহে হরি ব'লে, ভারতীও হরি-বোলে, †
হরি-হ'রে দেয় পরিচয়,
উভে কহে নারায়ণ, নরত্রাণ-পরায়ণ,
সদারাধ্য বিভু দয়াময় ;
হেন বিভু-পাদপদ্মে, স্থাপিয়া হৃদয়পদ্মে,
মন তায় হবে রে ! বিলীন,
বাঞ্ছনীয় অনুক্ষণ, সে সমাধি-শুভক্ষণ,
আসিতে বা আছে কত দিন ?

* (ভিন্নরূপ-প্রত্যয়ে) ধাতুর উপর ক্রিয়মাণ পৃথগাকার শব্দে, অন্য অর্থ পৃথগ্‌ভাব-বিশ্বাসে।

† (এক ধাতু উপাদানে) এক ধাতু এখানে হৃ ধাতু, তাহার গ্রহণে, (একই প্রত্যয়াধানে) এক (ই) এই প্রত্যয় স্থাপনে, অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় যোগে হরি শব্দ প্রস্তুত করিয়া, (নহে) না হয়, (হরি-বোলে) হরি-বাক্যে।

বেগে যদি সে সময়, প্রলয়-পবন বয়,
তুমি তায় চঞ্চল না হ'বে,
হরি-হরে, শিবা-শিবে, ঐক্য করি শিবাশিবে,*
আত্মভাবে সদা ডুবে র'বে;
ওষ্ঠাধরে ব্যোম ব্যোম, শব্দ উঠি ভেদি ব্যোম, †
ব্যোমে গিয়া স্বতঃ পাবে লয়,
ঘুচে যাবে নাম-রূপ, পাবে তুমি নিজরূপ,
শিবরূপ সদানন্দময়।

ইতি ভাবসিন্ধুশরণী সম্পূর্ণা।

নমঃ শিবায়।

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর!
যাদৃশোঽসি মহাদেব! তাদৃশায় নমোঽস্তু তে॥"

শিবার্পণমস্তু।

* (শিবা-শিবে) শিবানী ও শিবকে, দ্বিতীয় শিবাশিবে—শুভ ও অশুভকে।

† সাধক যখন সর্ব্বোচ্চ-সাধন পথ অতিক্রম করেন, তখন তাঁহার ওষ্ঠাধরে স্বতঃই ব্যোম ব্যোম উচ্চ শব্দ উত্থিত হয়, ঐ শব্দ (ভেদি ব্যোম) ব্যোম অর্থাৎ আকাশ ভেদ করিয়া।